জ্ঞানসৌদামিনী।

অর্থাৎ

বালকশিক্ষোপযোগিনি পুস্তিকা

শ্রীযুক্ত নন্দকুমার কবিরত্ন ভট্টাচার্য্য

কৃতা

শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসাকের

অনুমত্যনুসারে

কলিকাতা

চিৎপুররোড বটতলা ২৪৬ সংখ্যক ভবনে

বিদ্যারত্ন যন্ত্রে প্রমুদ্রিতা

শকাব্দাঃ ১৭৮৫

নির্ঘণ্ট পত্র।

নির্ঘণ্ট পত্র।

প্রতিজ্ঞাপত্র।

এতদ্ভারতবর্ষস্থ কুমারিকাখণ্ডান্তর্গত স্থানের নাম হিন্দুস্থান, আদিকালাবধি সভ্য, এই হিন্দুস্থানই সমস্ত বিদ্যা সম্পত্তিরভাণ্ডার স্বরূপ হয়, ইহা আমিই যে বলিতেছি এমত নহে, পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রকার জাতীয় পুরাবৃত্তানুসন্ধায়ি সকল লোকেই কহিয়া থাকে। পুরাকালে ধরণীতলস্থ সমস্ত মানবগণে এই স্থান হইতে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বিদ্যারত্ন সংগ্রহ করিয়া নানাদেশে বিদ্বৎ শব্দের বাচ্য হইয়াছিলেন, এবং প্রভূত যশঃশালী হইয়া সংপূর্ণ সুখ্যাতি লাভও করিয়াছিলেন। অধুনাপি যোগ শাস্ত্র ও জ্যোতিষশাস্ত্র আয়ুর্ব্বেদ, পদার্থতত্ত্ব, আন্বিক্ষিকীতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, শিল্পবিদ্যা, ভূগোল ও খগোলবিদ্যা প্রভৃতি পণ্ডিতগণের সন্নিধানে অধ্যয়নে নিপুণ হইয়া কত কত দেশে মান্যরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, ভৃগুপ্রোক্তা মনুসংহিতাতে এই সকল পূর্ব্ববৃত্তান্ত সুবর্ণিত আছে। যথা।

এতদ্দেশ প্রসূতস্য সকাশা দগ্রজন্মনঃ।
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্ব্বমানবাঃ॥
ইতি মনুঃ ২অং।

এতদ্দেশজাত ব্রাহ্মণ দিগের নিকট হইতে পৃথিবীস্থ সমস্ত মানবগণে স্ব স্ব চরিত্র শিক্ষা করিয়াছেন। অর্থাৎ ধর্ম্মশাস্ত্রাদি শিক্ষা করিয়াছেন, এবং স্বস্ব চরিত্র শিক্ষা পদে মনুষ্যাধিকারে যদ্যৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্য তাহার অনুসন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং সম্যক্

শাস্ত্রার্থ পরিগ্রহ করিয়া এক২ জন এক এক দেশে অদ্বিতীয় পণ্ডিতরূপে মান্য হইয়াছেন। ইহা অনেকানেক বিজাতীয় পুস্তকে অনুসন্ধান করিলেও বিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। পশ্চাৎ আমিও তাহার কিঞ্চিৎ প্রমাণ এই পুস্তকে প্রদর্শন করাইব। অত্রত্য লোকেরা পূর্ব্বে এতদ্দেশ হইতে অন্য কোন দেশে গিয়া বিদ্যা উপার্জ্জন করেন নাই, ইহাঁরা স্বদেশে অবস্থিতি করিয়া কেবল সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রসাদেই সকল বিষয়ের অনুধাবনা করিতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু এক্ষণে এদেশের আর সে অবস্থা নাই, এজন্য পূর্ব্ব রীতিক্রমে অধুনা সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলন করা হয় না, না হউক তথাপি এ বিদ্যাকে বর্ষীয়সী ও মহিয়সী সংস্কৃতবাণীকে সকল বিদ্যার জননী, ইহা বলিতে কাহারই সংশয় জন্মে না। তবে যখন যেমন জাতীয় রাজা হয়, তখন সেইরূপ ভাষা ও সেইরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিবার আবশ্যক করে নচেৎ রাজকার্য্য বা অভিযোগাদি বিষয়ের বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিতে সক্ষম হওয়া যায় না, এবং সময়ানুক্রমে প্রভূত রূপে অর্থোপার্জ্জনও হইতে পারে না। সুতরাং অভীষ্ট সাধন জন্য কার্য্য বশতঃ অপকৃষ্ট বিষয়কেও কদাচিৎ উৎকৃষ্ট বলিয়া বিচক্ষণেরা যথেষ্ট সমাদর করেন। যথা স্বকার্য্যোদ্ধারে তৎপর হওয়া বুদ্ধিমানের কার্য্য, অভিমান পরবশে স্বকার্য্য নষ্ট করায় মূর্খতা মাত্রই প্রকাশ পায়। সূর্য্যকুলাবতার সাক্ষাৎ বিষ্ণু শ্রীরামচন্দ্র, স্বকার্য্য সাধন নিমিত্ত, যখন অতি হীন পশু বানরের সহিত সখ্য করিয়া লঙ্কা জয় করিয়াছিলেন, তখন আর ইহাতে কি সংশয় আছে? অতএব অর্থোপার্জ্জন জন্য বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিবার কোন বাধা নাই, কিন্তু বিদ্যানুরোধে বা অর্থানুরোধে বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া বিজাতীয়দিগের সহিত পান ভোজন করা বা ঔদার্য্য প্রকাশে তাহাদিগের সহিত কুটুম্বতা করা কখনই কর্ত্তব্য হয় না। এতদ্বিষয়ের প্রধান দৃষ্টান্ত এই যে ইংলণ্ডীয় ভব্য পুরুষেরা নানাজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করিয়া থাকেন, কিন্তু কখনই আপন ধর্ম্ম বা আপন জাতীয় স্বভাব

পরিত্যাগ করেন না. অস্মদাদির দেশ জাত অভিনব বালক-বর্গের মধ্যে অনেকেই ইংলণ্ডীয়দিগের নিকট তজ্জাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করেন, কিন্তু কোনমতে তাহাদিগের শোভন স্বভাবের পরিগ্রহ করতঃ আপনারদিগের স্বদেশের উন্নতি বিধানে সমর্থ নহেন, কেবল আহার বিহার পরিচ্ছদাদি ও কেশ বেশ ভূষণাদি অপকৃষ্ট বিষয়ের পরিগ্রহণেই সভ্যাভিমান করিয়া থাকেন। ইংলণ্ডীয় পুরুষেরা হিন্দু সন্তানদিগের ন্যায় আপনাদিগের রীতি নীতি ব্যবহারাদিকে প্রাণান্তেও অপকৃষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন না অর্থাৎ আপন অসৎ ব্যবহারের অণুমাত্রকেও কদর্য্য বলিয়া উদ্গীরণ করেন না, যদ্রূপ হিন্দু সন্তানেরা সহস্রানন হইয়া স্বদেশাদির দোষ প্রকাশ করিয়া আহ্লাদিত হন। অতএব কালানুসারে দিন২ আমাদিগের কি দুর্দ্দশার ঘটনা না ঘটিতেছে। পরম সুখদ এবং পরম কল্যাণীয় নীতিপ্রদ বেদাদি শাস্ত্রের স্বরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণাভাবে অনিপুণ অদান্ত ভ্রান্ত লোকেরা কি না জঘন্য কর্ম্মের সমাচরণ করিতেছে?

অস্মদাদির এই দেশ অতীব সভ্য. আদি কালাবধি অত্রত্য লোকেরা সভ্য গুণে অলঙ্কৃত, ভূগোল, খগোল, পদার্থ তত্ত্ব ও শিল্পবিদ্যা, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি সংস্কৃত শাস্ত্রে না আছে এমত বিষয় নাই, অভাগ্য হিন্দু বালকেরা তাহা ক্ষণকালের নিমিত্ত একবারও অনুসন্ধান করে না। দেখ জরমেন প্রভৃতি কত কত দেশীয় লোকেরা একালেও সংস্কৃত শাস্ত্রের নিয়ত আলোচনা দ্বারা পরম সভ্য রূপে পরিচিত হইয়াছেন। ইউরোপাদিদেশীয় এবং অন্যান্য দেশীয় লোকেরা যে সকল পদার্থতত্ত্ব ও শিল্পবিদ্যাদির পরিজ্ঞাতা হইয়া এক্ষণে নানা প্রকার যন্ত্র কৌশলাদির উদ্ভাবন করিতেছেন, সে সমস্তই সংস্কৃত শাস্ত্রের মহিমা, কেবল অনভিজ্ঞতা জন্যই অজ্ঞলোকেরা স্বীকার করে না? কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা থাকিলেই গম্য করা যায় যে এ সকল পুরাতন সৃষ্ট কিছুই নূতন সৃষ্ট নহে। সাম্প্রত ইউরোপীয় বিজ্ঞানদিগের দ্বারা যে সকল যন্ত্র কৌশলাদি প্রকাশ হইতেছে, ইহা

বিশ্বকর্ম্মার কৃত শিল্প সংহিতা ও যন্ত্ররাজ, এবং অন্যান্য মহর্ষি গণের কৃত গ্রন্থ প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিলক্ষণ গম্য হইতে পারে, যে অধুনাপেক্ষা পূর্ব্বকালে এ সকল উৎকৃষ্টরূপে প্রচারিত ছিল। বর্ত্তমান কালে অপারদর্শি অবহুজ্ঞ লোকেরা সেসকল প্রবাদকে অলীকবাদ বলিয়া তৎপ্রতি অপবাদ করে, বিশেষতঃ নবীন শিক্ষোত্তীর্ণ বালকগণের নিকট প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা মহর্ষি-গণেরা একালে অলীকবাদি নির্ব্বোধ শ্রেণীর মধ্যেই [illegible] পরি-গণিত হইয়াছেন। যাহাহউক্ এতদ্দেশীয় সভ্য জনগণকে এক্ষণে উপদেশ দেওয়া যাইতেছে, যে যদ্যপি তাঁহারা আত্মহিতান্বেষী হয়েন, তবে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার পূর্ব্বে কি সমকালে এক সময় নির্ণয় করিয়া আপন আপন বালকগণকে সদ্গুরু দ্বারা স্বজাতীয় বিদ্যা অধ্যয়ন করান্। এবং স্বশাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেও উপদেশ দেন, আর বিষয় বৈচক্ষণ্য হেতু জ্যোতিষশাস্ত্র রেখা বিদ্যা, বীজগণিত, দুর্গভেদন, আয়ুর্ব্বিদ্যা প্রভৃতির বিশেষ অনুশী-লনার্থ বিচক্ষণ শিক্ষক নিযুক্ত করেন। অধুনা ইংলণ্ডীয় পুরুষ-দিগকে শতসহস্র ধন্যবাদ করিতে হয়, কারণ পুরাবৃত্তে দেখা যায় যে ইহাঁদিগের পূর্ব্বে কোন শাস্ত্র বা ধর্ম্ম চর্চ্চার বিশেষ অনুশীলন ছিল না, অতি অল্পদিন হইল ইহাঁরা পুষ্প চুম্বন দ্বারা মধু সঞ্চয়কারি মধুমক্ষিকার ন্যায়, নানাদেশ পর্য্যটন করতঃ নানাদেশীয় লোকের নিকট নানাবিদ্যা শিক্ষা করিয়া ইদানীং সর্ব্বাপেক্ষা আপনাদিগের বিলক্ষণরূপ উন্নতি সাধন করিয়া-ছেন, এবং সংগ্রহীত শাস্ত্র শ্রেণীর প্রবাহ বৃদ্ধিদ্বারা আপনার দিগের দেশকেও নিতান্ত সভ্য করিয়া তুলিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ জাতীয়েরা প্রায় ভারতবর্ষস্থ সমস্ত উত্তম স্থান মাত্রকে করতলস্থ করিয়া উত্তমরূপে রাজ্যশাসন করিতেছেন। প্রজাগণও প্রায় তাঁহাদিগের উদার-প্রেম-রজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া পরম সুখে সময়াতিপাত করিতেছে, ইহাঁদিগের সভ্যতা ও দয়ালুতার কথা কি কহিব? এতদ্দেশীয় বালকদিগের বিদ্যা শিক্ষার্থ বিদ্যালয় স্থাপনা করাতেই মহীয়সী কীর্ত্তিলতা বিস্তা-

রিতা হইয়াছে, তাহাতেই আমরা ইহাঁদিগের উপকারগ্রহণ গ্রহণ করিতে বহুপয়োনাস্তি বাধিত হইয়াছি। কেবল আক্ষেপ মাত্র এই যে হিন্দু সন্তানদিগের স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ বিশেষ পুস্তক পাঠ করাইবার যত্ন করা হয় নাই, যে সকল সাহিত্যাদি সংস্কৃত পুস্তক পাঠ করান হয়, তাহাতে স্বধর্ম্মে নিষ্ঠা না জন্মিয়া বরং উপদেশ বৈগুণ্যে অনুদিন স্বধর্ম্মে বিতৃষ্ণাই জন্মিতেছে, রাজধর্ম্মের এই নীতি যে স্বধর্ম্মনিরতা প্রজাপালন করিবেন, রাজাকে নরদেব বলে, তাঁহার স্বজাতি ও বিজাতি এমত প্রভেদজ্ঞান নাই, অর্থাৎ সর্ব্বলোকের পিতার স্বরূপ হয়েন, যে প্রজা যে কুলে উৎপন্ন, সেই কুলোচিত ধর্ম্মে তাঁহাকে নিযুক্ত করিবার জন্য উপদেশ করিবেন এবং যথা শাসনে রাখিবেন, তাহাতে রাজা প্রজা উভয়েরই কল্যাণ বৃদ্ধি হয়। অতএব এই প্রার্থনা করি যে অস্মৎকৃত জ্ঞানসৌদামিনী নামে এই পুস্তক, যাহা স্বর্গত ৺ বাবু কাশীনাথ বসাক মহাশয়ের তনুজ মনুজবর শ্রীযুক্ত বাবু জয়গোপাল বসাক মহাশয়ের অনুমত্যনুসারে বিরচিত হইয়াছে, ইহা বিদ্যালয়ে ছাত্রদিগের উপদেশার্থ যদি পাঠ করান যায়, তবে অসংশয় সর্ব্বসাধারণ হিন্দু বালকবৃন্দের ধর্ম্মজ্ঞানের সহিত মনোহারিণী বিদ্যা উপার্জিতা হইতে পারে? এই পুস্তক খণ্ড চতুষ্টয়ে বিভক্ত, প্রথম খণ্ডে প্রসঙ্গত যথার্থরূপ ধর্ম্মমর্ম্ম প্রকাশ আছে, এবং অক্ষোরোৎপত্তি জ্ঞান ও বর্ণপরিচয় ও যুক্তাক্ষর বিন্যাসক্রম, অঙ্কচিহ্ন নীতি কথন ও উপদেশ কদম্ব, শিক্ষোপযোগি দিগ্‌দর্শন, মূর্খলক্ষণ এবং পণ্ডিত লক্ষণ কথন, সভ্য লক্ষণানুসারে ইউরোপাদি দেশজাত জনসঙ্কুলের রীতিনীতি ধর্ম্ম কর্ম্ম শাস্ত্রাদিনেতৃত্ব কথন, বিশেষতঃ বিদ্যাধ্যয়ন প্রশংসা ও পিতামাতার মহিমানুবর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয়খণ্ডে সত্যাদি কলির অতীত বৎসর পর্য্যন্ত যে যে রাজা হইয়া যতকাল রাজ্য করিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগের শাসনকালে যে যে অদ্ভুত কর্ম্ম সকল সম্পন্ন হইয়াছিল তাহা ও সংক্ষেপতঃ উপবর্ণিত আছে, তৃতীয়খণ্ডে ভুগোল বৃত্তান্ত কথন, চতুর্থে খগোল বৃত্তান্ত যথাশাস্ত্র প্রকথিত

হইয়াছে, প্রত্যাশা করি এতৎ পুস্তক পাঠে বালকাবলি একান্ত সত্য পদবীতে অধ্যারূঢ় হইতে পারিবে ? ইতি নিবেদনীয়ং।

সম্পাদক শ্রীনন্দকুমার শর্ম্মণঃ

সরস্বতী স্তব।

কুবলয়দলনীলং বঙ্কুরস্নিগ্ধকেশং পৃথুতর কুচসারং কান্তিকান্তাবলম্বং। কিমিহ বহুভিরুক্তৈ স্তুত্ব স্বরূপং পরন্তৎ। সকলভুবনমাতঃ সন্তুতং সন্নিধত্তাং॥ ১ ॥

কলাঢ্যমাত্রা মথকোটিনাশাং বিহারযন্ত্রাং বিমলৈকশোভাং। শুক্লাবদাতাং শরদিন্দুশুভ্রাং সরস্বতীং ত্বাং প্রণমামি দেবীং॥ ২ ॥

সরস্বতীং ত্বাং প্রণমামি বাচাং বাচঃপ্রদাং হংসবরাধিরূঢ়াং। মুক্তামণিদ্যোতিত কঞ্জহারাং ভাগ্যৈকলভ্যাং পরমাং পবিত্রাং॥ ৩ ॥

ত্বং বেদবাণী নিখিলশ্চ বেদ স্তুং স্বষ্টিশক্তিশ্চ তথার্থশক্তিঃ। ত্বং ব্রহ্মবিদ্যাসি পরাবরেশী ত্বাং ব্রহ্মশক্তিং সততং নমামি॥ ৪ ॥

যঃ স্ফাটিকাক্ষগুণ পুস্তক কুণ্ডিকাখ্যাং ব্যাখ্যা সমুদ্যতকরাং শরদিন্দুবক্ত্রাং। পদ্মাসনাঞ্চ হৃদয়ে ভবতীমুপাস্তে মাতঃ সবিশ্বকবিতা কিলচক্রবর্ত্তী॥ ৫ ॥

বর্হাবতংসযুতবন্ধুর কেশপাশাং যুগ্মাবলী কৃত-
ঘনাং স্তনহার শোভাং। শ্যামাং প্রবালবরদণ্ড
ধরাং সুহস্তাং ত্বামেবনৌমি শবরীং সুরলোক
পূজ্যাং ॥ ৬ ॥

কারুণ্যকোমলকটাক্ষি বিরাজমানে সংসারতা-
রিণি শিবে সকলাঘহন্ত্রি। ত্বাং দেববন্দিতপদাং
পরমাত্মভূতাং বাগীশ্বরী মহমনন্তগুণাংস্মরামি। ৭।

দাক্ষায়ণীতি কুটিলেতি গুহাননেতি কার্ত্যায়-
নীতি কমলেতি কলাবতীতি। এষাসতীতি পর-
মাপ্রকৃতি স্তুমেব সংদৃশ্যতে বহুবিধা ননু
নর্ত্তকীব ॥ ৮ ॥

যাবৎপদং পদসরোজপুটং ত্বদীয়ং নাঙ্গী করোতি
হৃদয়েষু জগচ্ছরণ্যে। তাবদ্বিবর্ণ জটিলা কুটিল
প্রকারা স্তর্কগ্রহাস্তমপিতে প্রলয়ং ভজন্তি ॥ ৯ ॥

যে ভাবয়ন্তি তবপাদতলং শরণ্যে আপ্যায্যমান
ভুবনামমৃতেশ্বরীংত্বাং। তে লঙ্ঘয়ন্তি ননুমাত-
রপারনীয়াং ব্রহ্মাদিভিঃ সুরবরৈরপিকালকক্ষাং। ১০

পরং পুরাণং বিরজং সুধাম যত্তত্ত্বভূতং জগত
স্ত্ররাণাং। তে প্রাপ্নুবন্তি প্রকটপ্রভাবা যে ত্বাং
স্মরন্তি বিমলে শরণং ব্রজামি ॥ ১১ ॥

নতে কুযোনিং ন দরিদ্রতাঞ্চ নাধ্যাত্মতাপঞ্চ নচ
সংলভন্তে। তএবধন্যাশ্চ তএবপূজ্যাঃ সর্ব্বত্র
মানং ভবতীহ তেষাং ॥ ১২ ॥

মঙ্গলাচরণ।

স্বান্ত ধ্বান্ত ক্ষয়েস্তশ্চরকরনিকর ধ্বান্তহস্তুর্যথাংশুঃ
সুশুভ্রাংশোশ্চাংশুমালা স্ফুরতিকুমুদিনী মুদ্রিকা
ভঙ্গএব। অজ্ঞানান্ধাকরেস্মিন্ সুমতিমতিভিদাং
মজ্জতাং শৈশবানাং ভেতুং তদ্ভ্রান্তিমেষা
স্ফুরতুমনসি মে জ্ঞানসৌদামিনীয়ং ॥

যথাভাতিভানোঃ প্রভাপঙ্কজালৌ। ঘনান্তে-
রজন্যাং যথাচন্দ্রিকালী। তথাজ্ঞানমেঘান্তরে
ধ্বান্তপুঞ্জে। স্থিরাজ্ঞানসৌদামিনীয়ং বিভাতু॥
মাতর্বিশ্ববিমোহিনি ত্রিজগদানন্দপ্রদেভারতি।
ত্বাংনত্বাঘনিকৃন্তিনি বিজয়দে- জীড্যাপ্রুহেশ্রীজয়
গোপালাখ্য বসাকদ্যাস সুমতে রাদেশতস্ত প্রিয়া
বিপ্রো নন্দকুমার এযতনুতেবিজ্ঞানসৌদামিনীং॥

শ্রীমন্নন্দকুমারেণ কবিরত্নেন ধীমতা।
বালকানাং প্রবোধায় জ্ঞানসৌদামিনীকৃতা॥

জ্ঞানসৌদামিনী।

উপদেশকদম্ব।

প্রথম চমক।

বিদ্যাশিক্ষার্থ সমাগত বিষয়ানন্দ নামক শিষ্যকে বিজ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য উপদেশ করিতেছেন, অরে বৎস বিষয়ানন্দ! আমি তোমাকে যে উপদেশ করিতেছি, অগ্রে তাহা তুমি সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ, পশ্চাৎ তোমাকে বিশেষ বিদ্যার উপদেশ করিব।

সর্ব্বজনসম্বন্ধে বিদ্যাশিক্ষা করার অত্যন্ত আবশ্যকতা, এতজ্জগতীতলে বিদ্যার সদৃশ কোন বস্তু নাই, বিদ্যা যে কি পদার্থ, তাহা বিদ্বানেরাই জানেন। বিদ্যাই জন সকলকে সভামধ্যে উদ্দীপ্তকরেন। অমূল্য রত্ন-স্বরূপা বিদ্যাই মহাধন হয়, অন্য ধনের ক্ষয় আছে বিদ্যাধন ক্ষয় নাই। সমস্তধনের অংশী আছে, মহারত্ন বিদ্যাধনের অংশী কেহই নহেন। বণ্টন করিয়া জ্ঞাতিগণ লইতে পারে না, চৌরকর্ত্তৃক অপহৃত হয় না। দান করিলে বৃদ্ধিব্যতীত ক্ষয় পায় না, রাজাও দণ্ড করিয়া লইতে পারেন না, সঙ্গে থাকিলেও ভার বোধ হয় না, অতএব সর্ব্বরত্ন হইতে বিদ্যাই মহাধন মহারত্ন জানিবে। বিদ্যাবিহীন ব্যক্তির কুত্রাপি আদর নাই, বিদ্যা বর্জ্জিত ব্যক্তিকে পশুবৎ জানিয়া সকলেই ঘৃণা করে।

অরে বৎস বিষয়ানন্দ! এই জগতীতলে বিদ্যা যেরূপ আদরণীয়া, ধর্ম্মও সেইরূপ আদরণীয় হয়েন। অতএব বিদ্যা ও ধর্ম্ম এতদুভয় প্রতিই সর্ব্বতোভাবে যত্ন করা কর্ত্তব্য। কিন্তু সর্ব্বাদৌ সম্যক্ ধর্ম্মের বীজভূতা বিদ্যার অভ্যাস করাই বিহিত কর্ম্ম হয়। যেহেতু বিদ্যাসম্পন্নজনের অবশ্যই ধর্ম্মে মতি জন্মে। সুতরাং বিদ্যাই পরমমিত্র, বিদ্যাই পরম সুহৃৎ, বিদ্যাই পরম বন্ধু হয়েন। পুরুষার্থ সাধনের হেতুভূতা বিদ্যা, বিদ্যাকেই সমস্ত বিশুদ্ধ সুখের কারণ মান্য করা যায়. বিদ্যাজনিত মধুর রসাস্বাদনে যাদৃশ পরিতৃপ্ত হওয়া যায়, তাদৃশ পরিতৃপ্ত হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই, বিদ্যাপ্রভাবে ইহলোকে ও পরলোকে সমস্ত প্রকার সুখলাভ করা যায়। অর্থাৎ বিদ্যা কেবল ইহলোকে জনসুখপ্রদায়িনী এমত নহে, পরকালেও পুরুষের সহায়ার্থে সঙ্গে২ অনুগমন করে। বিদ্যাই মনুষ্যের চর্ম্ম নির্ম্মিত চক্ষু হইতে দিব্য চক্ষু, মহীয়সী বিদ্যা প্রভাবে এই বিশ্বস্থ সমস্ত ঈশ্বরকার্য্যের পরিজ্ঞাতা হওয়া যায়, এবং বিদ্যালোক দ্বারা পরম রমণীয় পরমেশ্বরের উপাসনার পথকেও অবলোকন করা যায়। অতএব বিদ্যাই সকল বস্তু হইতে গরীয় মনোহর বস্তু হয়।

অরে বৎস! বিদ্যার যে অপরিসীম গুণ, তাহা কথনে পর্য্যাপ্তি হয় না। দেখ! দীনহীন মলিন ক্লেশকাতর শীর্ণকলেবর দুঃসহ দুঃখভারাবনত জনের সম্যক্ দুঃখের অপহরণ করিয়া বিদ্যাই অতুল্য পরমসুখ প্রদান করেন।

পরম রমণীয় সুখপ্রদ বিদ্যাসংসর্গে যতকাল পর্য্যন্ত যাপনা করা যায়, ততকালই জীবন ধারণের যে কত সুখ তাহার অনুভব হইতে থাকে, যখন বিদ্বান সুরসিক জনের সঙ্গ বিচ্ছেদ হয়, তখন চতুর্দ্দিক হইতে অসহ্য দুঃখসমূহ সমাগত হইয়া জন সকলের চিত্তকে তদ্রূপ সমাচ্ছন্ন করে, যদ্রূপ ভগবদ্ভক্ত সাধুসঙ্গ বিচ্ছেদে মহামোহে জীবের চিত্ত সমাচ্ছাদিত হয়। সুতরাং বিদ্যাহীন ব্যক্তির জীবিত বা মরণাবস্থার বিশেষঃ কি? বিদ্যার অদ্ভুত মিত্রতার বিষয় কি বর্ণনাতে পর্য্যাপ্তি করা যায়?

জীবদ্দশাতে মনুষ্য সকলে ইহসংসারে দেহ গেহাদি সমস্ত পদার্থকে পরম প্রিয়বোধে আমার আমার বলিয়া যে জ্ঞান করে, এবং আত্ম পর হিতাহিত প্রিয়াপ্রিয় সুহৃৎমিত্রের যে উপলব্ধি করে, সেই বোধিকা শক্তি বিদ্যাই প্রদান করিয়া থাকেন।

অরে বৎস বিষয়ানন্দ! বিদ্যাপ্রভাবে মনুষ্য জাতিরা সপ্রদার্থ হইয়া সমধিক নিপুণতাতে মনোহর হর্ম্ম্যপ্রাসাদ অট্টালিকাদি ও রথ শিবিকা শকট যানাদি নির্ম্মাণ করতঃ সুসজ্জিত করণার্থে কত শত শত বিচিত্র চিত্র সুন্দর সুদৃশ্য দ্রব্যজাত আহরণ করিয়া রত্নভোগী হইয়া শোভনগৃহে বাস করে, এবং ভুক্তভোগে অবসান কালে যখন কালের করাল করে আপতিত হইয়া সেই সকল সমৃদ্ধিযুক্ত স্বোপার্জ্জিত গৃহ রত্নাদিকে পরিত্যাগ করতঃ তরণি তনয় ভবনে গমন করে, তখন সমস্ত ধনের নিবৃত্তি হইয়া সেই পরাৎপর বিদ্যাধনই তাহার সহিত অনুগমন করেন। ইহলোকে মানব জাতিরা যে সকল পদার্থ তত্ত্বজ্ঞাতা হইয়া নানাবিধ শিল্প নৈপুণ্যে কত শত অভাবনীয় যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ দ্বারা প্রাণিবর্গের হিতসাধন করিতেছেন, এবং আদি কালাবধি মহামহোপাধ্যায়গণেরা যে কত শত বিষয়ের অনুশীলন দ্বারা উপকৃতি প্রদর্শন করাইয়া আসিয়াছেন, সে সমস্তই এই বিদ্যার মহিমা বলিতে হয়। বিদ্যাই জীবের জীবন স্বরূপা, বিদ্যা দ্বারাই জগৎ সুরক্ষিত হইয়াছে। বিদ্যাবর্জ্জিত ব্যক্তিদ্বারা রাজকার্য্য, কি বাণিজ্যকার্য্য, কি কৃষিকার্য্য বা শিল্পকার্য্য কি ভৈষজ্যকার্য্যাদি সুশোভন নিয়মে কোন ক্রমেই প্রচলিত হইতে পারে না। এবং বিদ্যাপ্রভাবেই মনুষ্যগণে ইহকাল ও পরকালজিত হইতে পারে।

অরে বৎস! সমস্ত প্রতিপত্তির হেতুভূতা বিদ্যা, বিদ্যাবিহীন ব্যক্তি কোন বিষয়েই কিছু প্রতিপত্তি করিতে শক্ত হয় না। পরমহিতৈষিণী বিদ্যা, স্বদেশ কি বিদেশ, সর্ব্বদেশেই জনক জননীর ন্যায় বিদ্বান্ ব্যক্তির প্রতিপালন করেন। সমস্তপ্রকার প্রবোধ স্বরূপ পরম সুখসাগরের প্রস্রবণ স্বরূপা বিদ্যা। আর

এতৎ সংসারে পরমপুরুষ পরমেশ্বরের পরমপবিত্র বচনাতীত রচিত বিচিত্র ভুরি ভুরি কার্য্য সন্দর্শনে যে তৎ প্রেমামৃতময় সলিলে প্লাবিত হওয়া যায়, সেই সমুদায়ই মহীয়সী বিদ্যার মহিমা। অতএব পরমামৃত স্রাবিণী যে বিদ্যা তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

বিদ্যার কি আশ্চর্য্য প্রভাব? বিদ্যার কি মনোহর মূর্ত্তি? বিদ্যা বিশিষ্ট কুৎসিত ব্যক্তিও রূপবান্ মূর্খ হইতে সুদৃশ্য হয়। বিদ্যা বিহীন মনুষ্য, মনুষ্য মধ্যেই গণ্য হয় না। মূর্খের গৌরব কেহই করে না। যদিও বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে প্রভূত ধনশালী দেখা যায়, তথাপি মূর্খত্বাপবাদে জনসমাজে উপহাসৈকভাজন হয়। জন হৃদয়ানন্দবর্দ্ধিনী শুক্লপক্ষীয়া পৌর্ণমাসীর সুধাময়ী যামিনীর সহিত ঘনঘোরান্ধকারকারিত কুহুযামিনীর যাদৃশ অন্তর, তাদৃশ সুশিক্ষিত সুচারুবিদ্যালোকসম্পন্ন ব্যক্তির সহিত অশিক্ষিত বিদ্যাহীন মূর্খের মহদন্তর হয়।

অরে বৎস বিষয়ানন্দ! যাদৃশ অশিক্ষিত অসম্পন্নবিদ্যব্যক্তি অপকৃষ্টকর্ম্মে ও অপকৃষ্ট সুখে আবৃত থাকিয়া জনমধ্যে পশুবৎ নিকৃষ্টরূপে গণনীয় হয়, বিদ্বান্ ব্যক্তি তাদৃশ কদর্য্যকর্ম্মে আবৃত থাকে না, ধর্ম্মোৎপাদ্য পরমপবিত্র বিশুদ্ধ সুখসম্ভোগ করিয়া বিদ্বান্‌ব্যক্তি আপনাকে মর্ত্ত্যলোকাপেক্ষা অমরলোকাধিবাসের উপযুক্তরূপে জনসমাজে পরিচিত হয়।

সবিদ্য ও অবিদ্য এতদুভয়ের পর্য্যালোচনায় যে কত তারতম্য তাহা বিজ্ঞ ব্যক্তিরাই উপলব্ধি করিতে সক্ষম হয়েন, মূর্খে তাহার অনুভব করিতে কখনই পারে না।

অরে বৎস! বিদ্যাশিক্ষার অভাবে মনুষ্যমাত্রের বুদ্ধি আবাল বৃদ্ধাবস্থাপর্য্যন্ত নিয়ত অধম কর্ম্মেই নিযুক্ত থাকে, বিদ্যাহীন ব্যক্তিকে আত্মোদর পূরণার্থ যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম দ্বারা অপকৃষ্টবৃত্তির পরিচালনা দ্বারা ধনাহরণ করিতে হয়, তাহা করিলেও মনোভিমত অভিলাষের পূর্ত্তি হয় না। মূর্খ ব্যক্তি পদে পদে দোষান্বিত রূপে সর্ব্বত্র পরিচিত হইতে থাকে।

প্রথমাবস্থাতে বিদ্যাশিক্ষায় যে অলসতা করে, সে বালক যৌবন কালে জীবিকাসংক্রান্ত কোন কর্ম্মই করিতে শক্ত হয় না, এবং শুভাশুভ পরিবেদনা হীন হইয়া পশুবৎ সন্নিহিত বিষয় মাত্রই তাহার আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে না। এবং মূর্খ ব্যক্তি সকল স্বদেশ কি বিদেশ সকল দেশেই অগৌরবান্বিত হয়।

রে বৎসবিষয়ানন্দ! আর অধিক কি কহিব, সুবিদ্যাশিক্ষার অভাবে আচার ব্যবহার ধর্ম্ম কর্ম্ম রীতি নীতি প্রভৃতির কিছুই বোধ করিতে পারে না, অবশেষে তাহাদিগকে লোভ প্রদর্শন করাইয়া আঢ্যব্যক্তিরা যে কোন ধর্ম্মকর্ম্মাদির উপদেশ করে, অমু-ক্ষ্মের অনুভব করিতে না পারিয়া সদ্বিদ্যাভ্যাসহীন সেই মূর্খের চিত্ত তাহাতেই দ্রবীভূত হইয়া যায়, এবং সেই অসদুপদেশকে সদু-পদেশ জ্ঞান করিয়া তন্মতাবলম্বী হয়। অতএব সদ্বিদ্যাহীন মূর্খ ব্যক্তিসকল মনুষ্যাকারবিশিষ্ট মানবসমাজে বাস করতঃ মানবজাতি রূপে পরিচিত হয় এই মাত্র, ফলে হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধবিষয়ে আরণ্যপশুজাতি হইতে বিস্তর অন্তর নহে। অতএব সর্ব্বতো-ভাবে ধর্ম্মার্থযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার বিস্তর অপেক্ষা করে, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার নিয়ম রক্ষা করা যেমন সুকঠিন, তেমন আর কোন বিষয়ই কঠিন নহে। এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা ও শিক্ষাদানের যেরূপ রীতি পদ্ধতি প্রচলিতা হইতেছে, তাহাতে গ্রন্থাক্ষরাবৃত্তিদ্বারা বিদ্যা যেরূপ হউক কিন্তু বালকদিগের স্বধর্ম্মের প্রতি বিশ্বাস কোন মতেই হইতে পারে না। বিদ্যা শিক্ষার পূর্ব্বরীতি পদ্ধতি অধুনা নিকৃষ্টাবস্থায় অবস্থিত থাকাপ্রযুক্ত বালকদিগের যথার্থ সভ্যতা বিষয়ের সম্যক্ ব্যাঘাত জন্মিতেছে, সুতরাং শুভকর শাস্ত্রোক্ত সদাচার ও দৈবপৈত্রকর্ম্মেরপ্রতি অশ্রদ্ধাপ্রদর্শন ও প্রাচীন ধার্ম্মিক লোকদিগের প্রতি অবজ্ঞা ও তাহাদিগের বাক্যে অবিশ্বাস করিয়া যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হইতেছে। প্রতি বিদ্যালয়ে প্রায় বালক দিগের শুদ্ধ কণ্ঠগুলা অক্ষরাবৃত্তি করা হয় এই মাত্র, বিদ্যার যে কি ফল, বিদ্যাফলের যে কি রস, তাহার আস্বাদন মাত্র

করা হয় না। যথার্থ বিদ্যা কাহাকে বলে, তাহার উপলব্ধি করা অত্যন্ত আবশ্যক।

রে বৎস বিষয়ানন্দ! আদৌ অনুধাবনা করিতে হইবে যে যে দেশে জন্মিয়াছি তদ্দেশজাত ধর্ম্ম কর্ম্ম আচার বিচার ব্যবহার বিদ্যা রীতি নীতি পুরাবৃত্তাদির পরিগ্রহ করিয়া পরে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষায় প্রবৃত্তি করা উচিত, ফলিতার্থ, স্বধর্ম্মাদি রক্ষায় অনিপুণ ব্যক্তিকে মূর্খ ব্যতীত কখনই পণ্ডিত বলা যাইতে পারে না।

অরে বৎস! সর্ব্বাদৌ বালকদিগের আলোচনীয় বিষয় এই যে, ধর্ম্মকর্ম্ম বিদ্যাদি যত প্রাচীন হয় ততই আদরণীয়. অতএব সর্ব্বাদৌ এই বিচারণীয় হয়, যে সর্ব্বজাতি হইতে কোন্ জাতি প্রাচীন, সর্ব্ব ধর্ম্ম হইতে কোন্ ধর্ম্ম প্রাচীন, সকল বিদ্যা ও সকল ভাষা হইতে কোন বিদ্যা ও কোন ভাষা বর্ষীয়সী হয়। আর পরমেশ্বর প্রথম সৃষ্টিকালে কিরূপে অক্ষরাদির উৎপত্তি করিয়াছিলেন তদ্বিবরণ সকল বালকদিগের জানিবার নিতান্ত প্রয়োজন করে। বিধর্ম্মি দিগের স্বার্থপর প্রবঞ্চনা বাক্যে বিশ্বাস করিয়া স্বজাতীয় ধর্ম্মবন্ধনের শৈথিল্য করা বালকদিগের শ্রেয়ঃকল্প নহে, পূর্ব্বপুরুষানুচরিত ধর্ম্মকর্ম্মের প্রতি দৃঢ়তার নিমিত্ত যত্ন করা বিহিত হয়।

হে বৎস বিষয়ানন্দ! বাল্যকালে অভ্যস্ত বিদ্যা যাদৃশী দৃঢ়া হয়, তদ্রূপ প্রথমাবধি অভ্যাসগুণে ধর্ম্মচর্য্যারও দৃঢ়তা হইতে পারে। দেখ আরণ্যপক্ষী, শুক শারী, টেয়া, তুতী, ময়না প্রভৃতিকে অতি শিশুকালাবধি পালন করতঃ অনবরত অভ্যাস করাইতে করাইতে উপদেশ গুণে অভ্যাসবশে অনায়াসে তাহারা রাধাকৃষ্ণাদির নামোচ্চারণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব নিশ্চয় জানিবে যাহা বালককালে অভ্যাস করে, তাহা আমরণ পর্য্যন্ত অস্খলিত রূপে স্মৃতি থাকে। অরে বৎস! যদিও একালে লোকে সম্যক্‌রূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে অক্ষম বটে, তথাপি যতদূর পর্য্যন্ত শুভানুষ্ঠান করিতে পারে, ততই কল্যাণদায়ক হয়, সম্যক্ অনুষ্ঠান হয় না বলিয়া এককালে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য হয় না।

শাস্ত্রে প্রমাণ আছে, "নহি কল্যাণকৃৎ পার্থ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি" অর্জ্জুনকে ভগবান গীতায় কহিয়াছেন। হে তাত! হে পার্থ! কল্যাণকর্ম্ম অসম্যক করিলেও জীবের দুর্গতি হয় না, অর্থাৎ অল্পানুষ্ঠানেও শুভ হয়, কিন্তু অকরণে অসংশয় দুরদৃষ্ট জন্মে। সুতরাং সাধ্যানুসারে শুভকর্ম্মানুষ্ঠান যত হয় ততই ভাল, তদঙ্গচ্যুতিতে মনুষ্যের অকল্যাণ নাই।

দ্বিতীয় চমক।

অরে বৎস। বিষয়ানন্দ। অশিষ্ট সম্মত নিমর্য্যাদকর্ম্মে কদাচ রত হইও না, এবং লোক শাস্ত্রবিরুদ্ধ কোন কর্ম্মের সমাচরণ করিও না। ধর্ম্ম অতি নির্ম্মল, অতি পবিত্র, ধর্ম্মের পথ অতি দুগম, যদ্রূপ শাণিত ক্ষুরধারাগ্র দিয়া পাদসঞ্চরণ করা দুষ্কর, পরিশুদ্ধ ধর্ম্মপথে পাদসঞ্চরণ করাও তদ্রূপ কঠিনতর হয়। অতএব পিতৃ পিতামহাদির প্রচলিত যে ধর্ম্মপথ সে অতি সুগম, সেই পথেই অস্খলিতরূপে চলিবে।

কদাপি মিথ্যাবাক্য কথনের অভ্যাস করিহ না। এবং অহঙ্কার মদে মত্ত হইয়া কাহাকে ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিহ না, দীন হীন দুঃখকাতর দরিদ্র লোকের প্রতি কারুণ্য প্রকাশ করিহ অযত্ন বা ঔদাস্য করিহ না। যতদূর সাধ্য ততদূর পর্য্যন্ত উপকার করিতে যত্নবান্ হইও, কেহ তোমাকে কটূক্তি প্রয়োগ করিলেও তাহার প্রতি কোপিত হইও না, ধৈর্য্যগুণাবলম্বন করিয়া থাকিহ তাহাতে তোমার বিস্তর উপকার দর্শিবে, অর্থাৎ তাহাতে তোমার শত্রুর উত্থান হইবে না, এবং সর্ব্ব লোকে গম্ভীর বুদ্ধি বলিয়া সমাদর করিবে, ও সকল কার্য্যেই সকলে বিচক্ষণ বলিয়া আহ্বান করিবে, ঈর্ষা বা অসুয়ার বশ হইয়া কখন কাহার দ্বেষ বা অনিষ্ট চেষ্টা করিহ না। আত্ম প্রশংসা ও পরনিন্দায় হর্ষের আহর্ত্তা হইও না। যথোচিত ভক্তিশ্রদ্ধাপূর্ব্বক পিতা, মাতা, দেব, দ্বিজ, গুরু ঋত্বিক্ অতিথি প্রভৃতির পরিচর্য্যা ও সেবা

ভক্তি করিহ, কদাচ তাহাতে বিমুখতাচরণ করিহ না। দ্বেষ পৈশুন্য স্বভাবে লিপ্ত হইয়া কখন পরানিষ্ট সাধনের প্রবৃত্তি করিহ না। অন্যায় পূর্ব্বক পরধন লিপ্সা বা পরদারা হরণে মতি করিহ না। বরং আপনার কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইলেও সহ্য করিহ, তথাপি অন্যায়পূর্ব্বক পরধন হরণ করিতে প্রবৃত্ত হইও না। সাবধান করিয়া উপদেশ দিতেছি, কদাপি জঘন্য কার্য্য মদ্যাদি পানের প্রবৃত্তি করিহ না, তাহাতে নানা প্রকার অনিষ্টোৎপত্তি হয়। বেদ, বেদাঙ্গ, বেদান্ত, পুরাণ, ইতিহাস, ধর্ম্ম সংহিতাদির প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিহ না। মানি ব্যক্তির মানপ্রদ হইও। কখন কাহার মর্য্যাদা হানিকর বাক্য কহিও না। শুভকর্ম্মানুষ্ঠান করণে যত্নবান থাকিহ, যদ্যৎ সময়ে সন্ধ্যাহ্নিক বন্দন পূজন ব্রতোপবাস নিয়মাদি করিবার বিধি আছে, তাহা সাধ্যানুসারে সম্পাদন করিহ, কদাপি বিস্মৃত হইও না।

অরে বৎস! আরো এক উপদেশ করিতেছি, শিষ্ট পরম্পরা প্রচলিত নিয়মের লঙ্ঘন না করিয়া ভক্তি ও প্রীতির সহকারে শাস্ত্রবাক্যে করুণাময় পরমেশ্বরের রচিত সুচারু নিয়ম সকল অবগত হইয়া তৎ প্রণীত বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের অনুপালনে বিস্ময়াপন্ন হইও না। লোকশাস্ত্রসম্মত কুটুম্বাদির ভরণ পোষণ করা বিহিত কর্ম্ম হয়, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, পিতৃব্য, মাতুল, পিতুঃস্বসা, পিতৃব্যস্ত্রী, মাতুলানী, অনাথা ভগিনী কন্যাপ্রভৃতি অবশ্য পোষ্য আত্মীয় স্বজনের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি স্নেহ করা উচিত, এবং প্রতি বাসিদিগের প্রতি যেরূপ প্রণয়াগত্য ও সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, অকপটে সেই সমুদয় কর্ম্মসাধন করিতে কোনমতে ত্রুটি করিহ না। কোন প্রকারে অসৎচিন্তাকে হৃদয় মধ্যে অধিবাস করিতে দিও না। সমস্তপ্রকার অপকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে চিত্তকে অন্তর করিহ।

অরে বৎস! যদি এই উপদেশ গ্রহণে স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের অনুরোধে দুঃসহ দুঃখ সমূহকে অঙ্গীকার কর, ও করুণাময় জগৎ পিতা পরমেশ্বরের অসীম করুণাকে স্বহৃদয়ে জাগরূক রাখিতে পার, তবে তোমরা সদ্বিদ্যা প্রভাবে সুখস্বরূপ সুশীতল শান্তি

সলিলে অভিষিক্ত হইয়া নিরাপদে যাবজ্জীবন ক্ষেপ করিতে সক্ষম হইবে।

যদিও এরূপ পরিশুদ্ধ সুখ সমাশ্রিত ধর্ম্মপথে অবিরত অস্খলিত রূপে পাদসঞ্চরণ করা কঠিন বটে, তথাপি বিশেষ যত্নকরা আবশ্যক।—স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মের সহিত বিদ্যা উপার্জ্জন করতঃ ধর্ম্ম ও অর্থ সাধনে নিপুণ হইতে পারিলে, পিতা মাতাদি গুরুগণের সহিত সংসার ধর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়া গৃহবাসের যে কত সুখ তাহা তৎকালেই তোমাদিগের অনুভূত হইবে এখন উপদেশ মাত্র করিলাম, অতএব তোমরা কদাচ অনর্থক সময় ক্ষেপ করিহ না, পরিশ্রমদ্বারা শিক্ষোত্তীর্ণ হইলে প্রাপ্ত বয়সে পরিশ্রমের বিলক্ষণ সার্থকতা বোধ হইবে।

অরে বিষয়ানন্দ! সদ্বিদ্যাভাস না করিলে কখনই পিতা মাতার গুণ জানা যায় না, অর্থাৎ পিতা মাতা যে কি পদার্থ ইহা বিজ্ঞাত হইতে পারা যায় না। কুবিদ্যাভ্যাসে কুস্বভাবই জন্মে, কুস্বভাব প্রযুক্ত বালকেরা পিতা মাতাকে নিয়তই ক্লেশ দিতে বাধ্য হয়। অতএব কখনও পিতা মাতার অপ্রিয় কার্য্য করিহ না, পিতা মাতার প্রসন্নতাতে ঐহিক এবং পারত্রিকে পরম সুখলাভ হয়। পরম শুভদায়ক পিতা মাতার তত্ত্ব যত হৃদয়ঙ্গম হইতে থাকে, ততই বিদ্যা শিক্ষার শুভফলের অনুভব হয়। নিয়ত নম্র স্বভাবাপন্ন হইয়া পিতা মাতার আজ্ঞা পরিপালন পূর্ব্বক তাঁহাদিগের সেবা পরিচর্য্যায় নিযুক্ত থাকিহ, ইহভূমণ্ডলে পিতা মাতার সদৃশ বন্ধু আর নাই, যাঁহারা পুত্রের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী, এবং কায়মনোবাক্যে নিরন্তর পরমেশ্বরের নিকট কল্যাণ প্রার্থনা করেন। পিতা মাতা হইতে সন্তানদিগের যত উপকার হয়, আর আর যত ব্যক্তি প্রণয়াগত্য করুক না কেন, কিন্তু তাহাদিগের হইতে তাহার কোটি অংশের একাংশও উপকার দর্শিতে পারে না। বালকদিগের সদা সর্ব্বদা এই যত্ন করা কর্ত্তব্য, যে কি প্রণালীতে বিদ্যাশিক্ষা করিলে পিতা মাতায় ভক্তি হয়, এবং স্বধর্ম্মে ও গুরুশাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মে? বিদ্যাশিক্ষার কাল বাল্য-

বস্থা, প্রাপ্তযৌবনে মন অতি চঞ্চল থাকে, তৎকালে অভ্যাসশক্তি ও ধারণা শক্তি থাকে না, এবং অনারাধিত আলস্য আসিয়া সহসা উপস্থিত হয়, বাল্যকালাবধি শাস্ত্রাভ্যাস করিলে যেমন ধারণা হয়, সেইরূপ অবৈধ কর্ম্ম পরিবর্জ্জন পুরঃসর শাস্ত্রোক্ত বৈধকর্ম্মানুষ্ঠান করণে ধর্ম্ম বিষয়েও তদ্রূপ গাঢ় সংস্কার জন্মে, বাল্যাবধি সুপ্রণালীমত ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভ্যাস না করিলেও বিদ্যাভ্যাসের সম্পূর্ণরূপ ফললাভ হয় না।

সর্ব্বাগ্রে ইহাই বিবেচনা করিতে হইবে, যে আপন আপন কুলোচিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া বিদ্যাভ্যাস করা কর্ত্তব্য। বৎস বিষয়ানন্দ! ইংরাজী, পারসী, আরবী, প্রভৃতি বহুবিধা বিজাতীয়া বিদ্যা আছে, কিন্তু বৈদিক জাতীয়দিগের পক্ষে যে সকল বিদ্যা শুষ্ক অর্থকরী জানিবে, কেবল সংস্কৃত বিদ্যাই হিন্দুদিগের ধর্ম্মার্থপ্রদায়িনী হয়েন। অতএব এই উপদেশ করি, যে স্বধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস রাখিয়া অর্থোপার্জ্জন করণ কারণ অন্যান্য বিজাতীয় বিদ্যা শিক্ষা করা বিবেচনা সিদ্ধ হয় ইতি।

তৃতীয় চমক।

অরে বৎস! বিষয়ানন্দ! বিদ্যাশিক্ষার্থ তোমরা সমাগত হইয়াছ বটে, কিন্তু তোমাদিগের আদৌ বিদ্যারম্ভ মাত্রই হয় নাই। অতএব প্রথমতঃ তোমরা সদ্বিদ্যাভ্যাস করিতে নিযুক্ত হও।

বিষয়ানন্দ। হে আচার্য্য! আমরা বালক, কাহাকে সদ্বিদ্যা ও কাহাকে অসদ্বিদ্যা বলে ইহার বিশেষ কিছু মাত্র জানি না, অতএব অগ্রে তাহা বিশেষ করিয়া বলেন?

বিজ্ঞানানন্দ।—অরে বৎস! নিত্যাক্ষর জ্ঞানের নাম সদ্বিদ্যা। তদ্ভিন্ন অসদ্বিদ্যা হয়। ইহা বিশেষ করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করহ। প্রথম সৃষ্টিকালে পরমেশ্বর নাদরূপে পরিণত হওয়াতে অক্ষরের উৎপত্তি হয়। সুতরাং তাহাকে শব্দব্রহ্ম বলিয়া শাস্ত্রে

উক্ত করিয়াছেন। আদৌ জীবের পিণ্ডমধ্যে অস্ফুট পুষ্পকলিকার ন্যায় অক্ষরব্যূহের অবস্থিতি, পরে ভারতী দেবী বৈখরী শক্তি প্রভাবে অব্যাকৃত অক্ষর সকলকে কণ্ঠোষ্ঠ তাল্বাদিকরণ ক্রমে প্রস্ফুটিত পুষ্পকলিকার ন্যায় ব্যাকৃত করেন। ইহার নাম বর্ণাত্মক শব্দ। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য কাষ্ঠপাষাণাদি ও লৌহ চর্ম্মাদিতে যে কোন দ্রব্যের আঘাতে যে ধ্বনি নির্গত হয়, তাহার নাম ধ্বন্যাত্মক শব্দ। সেই শব্দান্তর্গত বর্ণ তিন প্রকার হয়। যথা। নিত্যাক্ষর ও অনিত্যাক্ষর, এবং প্রসিদ্ধাক্ষর। পরম্পরা সম্বন্ধে সকল শব্দই বর্ণাত্মক জানিবে। কেননা কোন শব্দই বর্ণভিন্ন নহে, কাষ্ঠে কাষ্ঠে আঘাত হইলে (ঠক্ ঠক্) শব্দ। কংসে কংসে (ঠং ঠং) শব্দ। ঘণ্টাদির আঘাতে (ঠনঠন) শব্দ নির্গত হয়। ফলিতার্থ কোন শব্দই অক্ষরে অসংলগ্ন নহে। অর্থাৎ সকল শব্দেই পঞ্চাশৎ বর্ণের মধ্যে কোন অক্ষর না কোন অক্ষর মিলিত আছে। ইহার নাম অপৌরুষেয় নিত্যাক্ষর। এই সকল শব্দান্তর্গত অক্ষরব্যূহের শ্রেণীপূর্ব্বক সমাবেশের নাম প্রসিদ্ধাক্ষর। অপর ধ্বনি হইতে নির্গত যে অক্ষর, তাহার সহিত মিলন নাই, অথচ সেই বর্ণাত্মক শব্দকে প্রাকৃত মনুষ্যের বুদ্ধিকৃত অন্য অক্ষরে অন্বিত করিয়া সংকেতানুসারে বস্তুর নামোচ্চারণ করার নাম অনিত্যাক্ষর।

মনুষ্যের হাস্যে হাহা বা হিহি শব্দে হকার উচ্চারণ, চুম্বনকরণ কালে দন্ত ওষ্ঠ সংযোগে (চুচু) শব্দে চকারের উচ্চারণ, ওষ্ঠাধর সংকুচিত করতঃ বায়ুর নিঃসারণে "ফুফু" শব্দে ফকারের উচ্চারণ, ওষ্ঠাসংকোচ করতঃ অধরকে দন্তে চাপিয়া সূক্ষ্ম ছিদ্রাকার রূপে বায়ুকে বহির্নিষ্ক্রান্ত করিলে "সিসি" শব্দে সকারের উচ্চারণ হয়, অতএব সেই ধ্বনির অনুসারে যে বর্ণ বোধ হয়, সেই বর্ণঘটিত সেই সকল কার্য্যের নাম হইয়াছে, হাহা বা হিহি শব্দানুসারে হাস্য, চুচু শব্দের অনুসারে চুম্বন, ফুফু শব্দের ফুৎকার, হুঁহুঁ শব্দের অনুসারে হুঙ্কার, সিসি শব্দের অনুসারে সিস কার ইত্যাদি অক্ষরাত্মক কার্য্যের নাম রহিয়াছে।

এইরূপ সকল বর্ণঘটিত কার্য্য, কিন্তু আমরা সকল বুঝিতে পারি না যাহাতে স্পষ্ট বোধ হইল তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া কহিলাম। যে যে ভাষাতে হাস্যকে "খন্দন্" বা "লাফ" চুম্বনেকে "বোছা বা কিস্" বলে সে ভাষার অক্ষরকে অনিত্য অবশ্য বলিতে হইবে? কেননা তাহাতে চকার হকারাদির বাষ্পমাত্রই নহি, আনুমানিক প্রাকৃত লোকের বুদ্ধিকৃত ঠারের ন্যায় বুঝায়, অর্থাৎ স্বর্ণকারদিগের ঠার, যেমন মুক্তাকে "হাতুড়ি" বলে সিকি আধুলিকে "খদে" বলে পয়সাকে "চলাপাতি" স্ত্রী লোককে "ভাজি" বেশ্যাকে "আটাইসে ভাঁতি" স্তনকে "কেঁকেল্" গমনকে "বোঁচা" রাত্রিকে "কোঁদার" বলে ইত্যাদি সেইরূপ হাস্যের নাম "খন্দন বা লাফ" চুম্বনের নাম "কিস বা বোছা" শব্দের কল্পনা মাত্র, তাহাতে বিষয় কর্ম্মের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে, ধর্ম্মার্থ কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না, সুতরাং তাহাকে পরমার্থকরী বিদ্যা বলা সঙ্গত হয় না। অতএব বেদোদিত নিত্যাক্ষরাভ্যাসের নাম সদ্বিদ্যা। সেই সকল পবিত্রাক্ষর যেরূপে যৎকর্ত্তৃক শ্রেণীবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিস্তারিত রূপে কহিয়া তোমাদিগকে বিদ্যাভ্যাসে নিযুক্ত করিব।

অথ অক্ষরোৎপত্তি।

সৃষ্টির আদিতে ভগবান্ ব্রহ্মারূপে প্রকাশ হইয়া ধন্যাত্মক বর্ণ সমষ্টিকে সংগ্রহ করিয়া পশ্চাৎ যথাক্রমে উপযুক্ত বিবেচনা করিয়া শ্রেণীবদ্ধ করেন। তাহার প্রমাণ।

* অকারাদিস্বরাংশ্চৈব ককারাদি হলাংস্তথা।
পরস্পরশ্চ মিলিতান্ বর্ণানেতান্ সমাসৃজৎ॥

অকারাদি স্বরবর্ণ ষোড়শ, ও ককারাদি হলবর্ণ চতুস্ত্রিংশৎ সৃষ্টি করিয়া পরস্পর স্বরে স্বরে, হলে হলে, হলে স্বরে মিলিত করিয়া যুক্তাক্ষর সর্জ্জন করিলেন।

স্বরবর্ণাবয়ব।

অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ ৠ ঌ ৡ এ ঐ ও ঔ ং ঃ।

হল্‌বর্ণাবয়ব।

ক খ গ ঘ ঙ। চ ছ জ ঝ ঞ। ট ঠ ড ঢ ণ। ত থ দ ধ ন।

প ফ ব ভ ম। য র ল ব শ ষ স হ ক্ষ। অর্দ্ধমাত্রা ৎ।

হলবর্ণের বর্গসংজ্ঞা ও সবর্ণসংজ্ঞা।

কখ গঘ ঙ। কবর্গ। চছ জঝ ঞ। চবর্গ। টঠ ডঢ ণ। টবর্গ। তথ দধ ন। তবর্গ। পফ বভ ম। পবর্গ। যর লব শষস হ ক্ষ সবর্ণ।

এতদ্ব্যতীত ড় ঢ় ইত্যাদি বর্ণের প্রয়োজন বশতঃ বিকৃত উচ্চারণ করিতে হইবার নিমিত্ত ড ঢ প্রভৃতির নিম্নে বিন্দু চিহ্ন সঙ্কেত হইয়াছে।

ব্যঞ্জনে স্বরবর্ণ মিলিত করিবার কারণ
স্বরাবয়বকে রূপান্তর করেন।

া ি ী ু ূ ে ৈ ে া ে ৗ ৃ ৄ।

পতিতবর্ণের উত্তোলন জন্য উর্দ্ধাধ চিহ্ন।

^ V

টিপ্পনী চিহ্ন।

॰ । ॰ । * । + ।

পরবাক্য উত্তোলন চিহ্ন।

। ॰ । — । ॰ ।

গ্রন্থাভ্যন্তরে স্বাভিপ্রায় প্রকাশক চিহ্ন।

(　　　　　)

আকাংক্ষিত শব্দবোধার্থ ডমরু চিহ্ন।

৪৪

সঙ্কেত শব্দবোধার্থ চিহ্নাঙ্কুশ।

৭।

ব্যবচ্ছেদক চিহ্ন।

॥ ——— ।

পর্য্যায় সমাপ্তি চিহ্ন।

।—

সমাপিকা ক্রিয়াবসানের চিহ্ন

যষ্টিলাঙ্গূল।

৯,

শব্দের পৃথক্ জ্যোতিবোধার্থ চিহ্ন।

॥　॥　॥　॥

র বর্ণের সহিত অন্যবর্ণের মিলন, রকারের স্বরূপ নাশ না হইয়া ভিন্নাবয়বে মিলিত হইবে।

যে কোন বর্ণের পূর্ব্বে যদি রকার থাকে, সেই রকারের ক্রোড়স্থ অকারের নাশ হয়, তবে ঐ রকার " ´ " এইরূপে পরবর্ণের মস্তকে আরূঢ় হইবে অর্থাৎ (র্ক) যদি অন্য বর্ণের পর রকারের স্থিতি হয়। এবং ঐ পূর্ব্ব বর্ণের ক্রোড়স্থ অকার নাশ হইলে, ঐ রকার "্র" এইরূপে ঐ বর্ণের পাদাবনত হইবে অর্থাৎ (ক্র)।

বর্ণাদির অনুনাসিকোচ্চারণ।

যদি কোন বর্ণকে নাসিকা সংযোগে উচ্চারণ করিবার আবশ্যক হয়, তবে সেই সকল বর্ণের শিরোপরি ँ চন্দ্র-বিন্দু সংযোগ করিয়া উচ্চারণ করিবার সঙ্কেত রূপ।

আঁ। কাঁ। চাঁ। টাঁ। খাঁ। সাঁ। দাঁ। ধাঁ। পাঁ। ফাঁ। ভাঁ। চিঁ চেঁ ছেঁ পোঁ। কোঁ। বোঁ। ভোঁ ইত্যাদি।

যুক্তাক্ষরানুক্রম।

ঙ্ক ঙ্গ গ্ধ। চ্চ চ্ছ জ্জ জ্ঝ। ষ্ট ষ্ঠ ট্ট ঙ্ক ড্ড ব্ড ব্ঢ ঘ্ন। ক্ত প্ত গ্দ ন্ধ ব্দ ব্ধ। ক্ন গ্ন ঘ্ন ত্ন ধ্ন ন্ন। প্ন ব্ন ম্ন। শ্ন ষ্ণ স্ন হ্ন ক্ষ্ণ। ক্ল ল্ক গ্ল প্ল ল্প। ম্ল ল্ম। হ্ল। শ্ল।

ক্ম গ্ম ঙ্ম। চ্ম ট্ম ত্ম দ্ম ধ্ম। প্ম ল্ম। ষ্ম শ্ম ম্ম স্ম হ্ম হ্ন।

ক্ব খ্ব গ্ব ঘ্ব। চ্ব ছ্ব জ্ব ঝ্ব। ট্ব ঠ্ব ড্ব ঢ্ব ণ্ব। ৎব ত্ব ক্ত্ব থ্ব দ্ব ধ্ব ন্ব। প্ব ফ্ব ব্ব ভ্ব ম্ব। য্ব র্ব ল্ব শ্ব ষ্ব স্ব হ্ব ক্ষ্ব।

র্ক র্ক্ব র্খ র্গ র্ঘ। র্চ র্চ্চ র্ছ র্চ্ছ র্জ র্জ্জ র্জ্ব। র্ট র্ড র্ঢ র্ণ। র্ত র্ত্ত র্থ র্ত্থ র্দ র্দ্ধ র্দ্র। র্প র্ব্ব র্ভ র্ম্ম। র্য র্ল র্শ র্ষ র্স র্হ।

ক্র খ্র গ্র ঘ্র। ছ্র জ্র। ট্র ড্র ঢ্র ণ্র। ত্র দ্র ধ্র ন্র। প্র ব্র ভ্র ম্র। শ্র ষ্র স্র হ্র ক্ষ্র। ক্র ক্রু ক্রূ ছ্র ছ্রু ছ্রূ ণ্র ণ্রু ণ্রূ। ক্রু ক্রূ জ্রু জ্রূ ধ্রু ধ্র ন্রু ন্রূ। প্রু প্রূ ব্রু ব্রূ ভ্রু ভ্রূ ম্র ম্রু ম্রূ। শ্রু শ্রূ স্রু স্রূ হ্রু হ্রূ।

কৃ কৄ খৃ খৄ গৃ গৄ ঘৃ ঘৄ ইত্যাদি বর্ণে যোগ করিবে, এবং ক্য খ্য গ্য ইত্যাদিকেও ঐ সকল বর্ণে যোগ করিবার কথা। এতদ্ভিন্ন। কা খা গা ঘা চা ছা ইত্যাদি। এবং কি কী খি খী গি গী, ও কু কূ খু খূ গু গূ ও কে খে গে ঘে ইত্যাদি। কৈ খৈ গৈ ঘৈ ইত্যাদি। কো খো গো ঘো ইত্যাদি। কৌ খৌ গৌ ঘৌ ইত্যাদি যথাক্রমে লিপি বিন্যাস করিবে।

যদিও এপুস্তকে বঙ্গদেশীয় পূর্ব্বরীতিক্রমে লিপি বিন্যাসের সংকল্প নহে, তথাপি অনেকে তদনুক্রমে বালকদিগকে উপদেশ করিবার প্রথাকে প্রচলিত রাখিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগের অনুরোধার্থে তৎসংকেতার্থ কিঞ্চিৎ লিখিতেছি। যথা

ঙ্ক ঙ্খ ঙ্গ ঙ্ঘ ঙঙ। ঞ্চ ঞ্ছ ঞ্জ ঞ্ঝ ঞঞ। ণ্ট ণ্ঠ ণ্ড ণ্ঢ ণ্ণ। ন্ত ন্থ ন্দ ন্ধ ন্ন। ম্প ম্ফ ম্ব ম্ভ ম্ম। ঙ্য ঙ্র ঙ্ল ঙ্ব ঙ্শ ঙ্ষ ঙ্স ঙ্হ ঙ্ক্ষ।

স্ক স্খ দ্গ দ্ঘ স্ত্র। শ্চ শ্ছ জ্জ ঝ্ঝ জ্ঞ। ষ্ট ষ্ঠ ব্ড ব্ঢ ষ্ণ। স্ত স্থ দ্দ দ্ধ হ্ন। স্প স্ফ দ্ব দ্ভ হ্ম। হ্য হ্র হ্ল হ্ব ট্শ ট্ষ ট্স ট্হ ট্ক্ষ।

ঙ্ক্র ঙ্ক্র ষ্ক্র। স্খ্র স্খ্র। ঙ্গ্র দ্গ্র। ঙ্ঘ্র দ্ঘ্র। ঞ্চ্র ঞ্ছ্র শ্চ্র শ্ছ্র। ণ্ট্র ণ্ঠ্র ষ্ট্র ষ্ঠ্র। ন্ত্র ন্থ্র স্ত্র স্থ্র। ম্প্র ম্ফ্র স্প্র স্ফ্র।

ঞ্জৃ জ্ঞৃ। ন্থ ঙ্গৃ। ন্দৃ ন্দৃ ন্ধৃ ন্মৃ হ্মৃ। ম্বৃ স্তৃ স্থৃ স্থৃ
ম্মৃ ক্ষৃ। ত্তৃ দ্দৃ দ্ধৃ।

স্কু ষ্কু। ঙ্খু। ঞ্চু শ্চু। ঞ্ছু শ্ছু। ত্রু ত্রু। ম্পু ম্পু
ল্পু। ম্ব্রু দ্ব্রু ন্দ্রু ন্দ্রু ক্ষ্মু ম্মু।

র্ত্ব র্ত্ত্ব র্দ্ব র্দ্দ র্দ্দৃ র্দ্ধ। র্তৃ র্ত্তৃ র্থৃ র্তৃ র্ক্তু ইত্যাদিক্রম।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০। ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬
২৭ ১৮ ১৯ ২০। ২১ ২১ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০
৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০। ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪
৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০। ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮
৫৯ ৬০। ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০। ৭১ ৭২
৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০। ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬
৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০। ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৯ ৯৯ ১০০

দশ দশ	১০০ শতং
দশশত	১০০০ সহস্র
দশহাজার	১০০০০ অযুতং
দশঅযুত	১০০০০০ লক্ষং
দশলক্ষ	১০০০০০০ নিযুতং
দশনিযুত	১০০০০০০০ কোটিঃ
দশকোটি	১০০০০০০০০ অর্ব্বুদঃ
দশঅর্ব্বুদ	১০০০০০০০০০ বৃন্দঃ
দশবৃন্দ	১০০০০০০০০০০ খর্ব্বঃ
দশখর্ব্ব	১০০০০০০০০০০০ নিখর্ব্বঃ
দশনিখর্ব্ব	১০০০০০০০০০০০০ শঙ্খঃ
দশশংখ	১০০০০০০০০০০০০০ পদ্মঃ
দশপদ্ম	১০০০০০০০০০০০০০০ সাগরঃ
দশসাগর	১০০০০০০০০০০০০০০০ অন্ত্য
দশঅন্ত্য	১০০০০০০০০০০০০০০০০ মধ্য
দশমধ্য	১০০০০০০০০০০০০০০০০০ পরার্দ্ধ

শতবৃদ্ধ্যাদি সংখ্যা।

১০ গণিত শত। ১০০০ সহস্র। একশতসহস্রে ১০০০০০ লক্ষ শতলক্ষে ১০০০০০০০ কোটী। শতকোটীতে ১০০০০০০০০০০ বৃন্দ। শতবৃন্দে ০০০০০০০০০০০ নিখর্ব্ব। শতনিখর্ব্বে ১০০০০০০০০০০০০০০ পদ্ম। শতপদ্মে ১০০০০০০০০০০০০০০০০ অন্ত্য। শতঅন্ত্যে ১০০০০০০০০০০০০০০০০০ একপরার্দ্ধ।

অগ অঘ অথ অধ অপ অক্ষ ইত ইব
ইভ ইম ইহ উজ্ঝ উট উঠ উভ উক্ষ
উন্দ উধ উন উক উপ উর উষ উহ
ঋত ঋক ঋগ ঋচ এক এত এব ওক
ওখ ওজ ওড় ওর ওল ওস ঔর ঔস
কচ কট কঠ কণ কত কথ কফ কব
ক্রম কর কল কহ খগ খড় খত খর
খল। গজ গঠ গড় গণ গত গদ ঘট
ঘন ঘর ঘশ। চক চট চড় চপ চর
চল ছক ছট ছড় ছয় ছল জক জজ্ঝ
জট জড় জন জপ জয় জল ঝক ঝট
ঝড় টক টল ঠক ডক ডর ঢপ ঢল
তট তড় তপ তব তন তর তল থক
থপ থর দঁক দগ দব দর দল দহ
দক্ষ ধক ধট ধড় ধন ধর। মথ মগ
মজ্জ মত মদ মন মম মর মল মপ

নষ্ট নদ নব নভ নগ নর নল নহ
পট পঠ পড শণ পথ পদ পয় পর
পল পক্ষ। ফট ফড় ফল। বক বচ বট
বড় বধ বন বম বয় বর বল বশ
বহ বক্ষ। যত যম যশ যক্ষ। রট রচ
রজ্ঞ রণ রত রথ রদ রব রহ রক্ষ।
লক লট লড় লভ ইত্যাদি।
অজা আকা আখা আছি আজি আটি আড়ি
আদি আধি আমি আসি ইড়া ইহা উকা
উঠা উধা উনা উমা উষা উহা একা
এরা এনা ওঝা ওঠা ওড়া ওরা ওলা

ত্র্যক্ষর বিন্যাস।

কটক কতক কনক করঙ্গ কর্জ্জল
কর্পূর কটুক কটকী কর্দ্দম কমল
কস্তূর কারক কলঙ্ক কিমুক কুহেলী
কলহ কাতর কুশিক কেশর কোমল
কচাবি কূদ্দাল কুঠার কুরঙ্গ কুটজ
কীলক কীনাশ কীলাল কিংশুক কার্ম্মুক
কামিনী কালিকা কলন কানন কহ্লার
কদম্ব কাদম্ব কর্কটী কুসুম কোষল
কচ্ছপ কমঠ কামঠ ইত্যাদি।
খণক খটকা খোলাসা খাতক খাদক
খর্জ্জূর খরীশ খট্টাঙ্গ খণ্ডক খুরপা।
গণ্ডক গর্দ্দভ গোবৃষ গোবিন্দ গোপাল

গিরীশ	গিরিজা	গান্ধারী	গোকল	গোকর্ণ।
গণিকা	ঘটক	ঘটিকা	ঘণ্টিকা	ঘুঙ্গুর
চরক	চঞ্চল	চাতক	চাকর	চাকার
চণ্ডীশ	চমস	চমরু	চামর	চঞ্চুক
চমক	চুলক	চক্রিকা	চামিচা	ইত্যাদি।
ছদন	ছাদন	ছত্রক	ছত্রাক	ছলন
ছলনা	ছাতার।	জঘন	জপন	জঞ্জাল
জাঞ্জাল	জম্বীর	জামির	জগৎ	ঝকড়া
ঝাড়ন	ঝটকা	ঝঞ্ঝাট	ঝঙ্কার	টঙ্কন
টঙ্কার	টিকিট	টিপ্পনী	টীকারা	ঠমক
ঠাকুর	ঠণ্ঠন	ডমরু	ডিণ্ডিম	ঢাকন
ঢাকুর।	তরল	তরণ	তারণ	তপন
তাপন	তটিনী	তরুণ	তাকিয়া	তারিণী
তারক	তরঙ্গ	তুরঙ্গ	তুতিয়া	তুরবি
তুতারা	তালাঙ্ক।	দরদ	দারক	দরুণ
দারুণ	দুন্দুভি	দুর্ণাম	দুর্দ্দশা	দুরিত
দুর্গতি	দুর্গারি	দুর্ব্বার	দাতব্য	দীপক
ধরণ	ধারণ	ধমক	ধনুষ	ধানুষ্কী
ধানুকী	ধিক্কার	ধূধূরী	ধূপক	ধূর্জ্জটী
নন্দন	নন্দীশ	নিকুচ	নিগূঢ়	নার্ম্মদ
নর্ম্মদা	নকুল	নূতন	নবীন	নপুংসক,
নদীশ	নারেঙ্গ	নবঙ্গ	নশ্বর	নেকড়া
পবন	পাবন	পর্ব্বত	পার্ব্বতী	প্রখ্যাত
পশুপ	পামর	প্রস্তর	পারুল	প্রকীর্ণ,

প্রভিঙ্গ,　　প্রণাম　　স্পর্শন　　পৃথক　　পৃথিবী
পঞ্চবটী　　পতঙ্গ　　পঙ্কজ　　পুষ্টিক　　পলাশ
ফণীশ　　ফাণস　　ফলক　　ফাঁফর　　স্ফুরণ
ফুৎকন　　ফড়িঙ্গ　　ফলুই　　ইত্যাদি।
বচন　　বাচন　　বন্ধন　　বর্জ্জন　　বর্জ্জিত
বাঞ্ছিত　　বাধক　　বকুল　　বঞ্জুল　　বন্ধূক
বন্ধুক　　বন্ধূক　　বসুধা　　বিড়াল　　বিশুদ্ধ
বিতথা　　বিড়ম্ব　　বীড়িকা।　　বৃহতী,　　বীথিকা
বিহঙ্গ　　বিগত　　বিমান　　বিধেয়　　বিদেহ
বিমার্গ　　বৈকুণ্ঠ　　বিকট　　বরটা　　বরাঙ্গ
বাহক　　বরুণ　　বিমনা　　বিলাস　　বিহার
বিধাতা　　বিরিঞ্চি　　বিনোদ　　বিদুর　　বিধুর
বাসণ্ডী　　বরুঢ　　বিভ্রাট　　বিরাট　　বসতী
বিধর্ম্ম　　বিপাশা　　বাহার　　বগলা।
ভজন　　ভাগণ　　ভিজন　　ভুজঙ্গ　　ভ্রমণ
ভ্রামর　　ভ্রুকুটী　　ভীষণ　　ভদ্রক　　ভীরুক
ভ্রুভঙ্গ　　ভাঙ্গন।
মকর　　মাকরী　　মরুত্ব　　মরুভূ　　ময়ূর
মুষক　　মক্ষিকা　　মগধ　　মাধব　　মাধবী
মধুর　　মোচঙ্গ　　মৃদঙ্গ　　মরুজ　　মুরজ
মাতঙ্গ　　মগরা　　মধুক　　মুকুর　　মুচ্ছন
মঞ্জাল　　মঞ্জন　　মর্জ্জন　　মার্জ্জন।
যবন　　যবাগু　　যাবক　　যাতনা　　যন্ত্রণা।
রমণ　　রজনী　　রশুন　　রামিনী　　রাধিকা
রন্ধন　　রঙ্গন　　রঙ্গিনী　　রাগিণী　　রাজন

লটন লুটন লুণ্ঠন লাবণ্য লক্ষণ
লক্ষ্মণ লটকা লশুন। সকল শকল
শাকল শর্কর সর্ব্বদা শম্বর শঙ্কর
স্বয়ম্ভু সুরেশ শগড় শকুন শঙ্খিণী
সক্ষম সগুণ শল্লকী শর্ব্বরী সংগ্রাম
শক্রুয় শাঁখারী সম্পন্ন সবর্ণ স্মরণ
ষট্টিকা ষড়ঙ্গ সুরঙ্গ শৃগাল শরীর
সহস্র সতর্ক হরিদ্রা সুভদ্র সুভদ্রা
সতীশ শর্ব্বাণী সুড়ঙ্গ হারক হুঙ্কার
হরিণ হীরক হীনতা হীনাঙ্গ হাঙ্গর
হাঙ্গার হরিত হানীর ক্ষরণ।

চতুরক্ষরীয় বিন্যাস।

করটক করবীর কুসীরক কুলক্ষণ কাত্যায়ণী
কার্ত্তিকেয় কালকর্ণী কালকঞ্জ কর্ণিকার কোবিদার
গোবর্দ্ধন গোদাবরী গয়াসুর গোপীনাথ গিরীকর্ণী
ঘনশ্যাম ঘনহস্তী ঘনসার ঘনরস ঘনঘোর
ঘনবাণ চম্পাপুর চতুষ্পথ চবুতর চাকচিক্ক
চন্দ্রচূড়। ছত্রধারী ছত্রাকার ছগলান্ত ছলগ্রহ
ছদ্মবেশী ছিদ্রান্বেষী ছিন্নমস্তা। জম্বুসর জম্বুনদী
জাম্বুনদ জঙ্ঘাবৃত্তি জঠরাগ্নি জরাতুর টঙ্কেশ্বর
টাট্‌কার টীকাকার টিক্‌টিকী।
ডঙ্কাবাদ্য ডঙ্কানাদ। ঢক্কারব ঢক্কেশ্বরী ঢোলারঞ্জ
তরকারি তক্‌রারি, তৃণাবর্ত্ত, তৃণাঙ্কুর তৃণকূট
তৃষাতুর তিরস্কার তুলাদান ত্রাণকর্ত্তা ত্রিপুরারি
তুলাধার তুষাররাত্রি।

দয়াময়	দরীপতি	দক্ষকন্যা	দনুজান্ত	দনুপ্রস্থ
দনুপতি	দ্বন্দশূক	ধাবমান	ধর্ম্মদ্বিষ	ধর্ম্মরাজ
ধুরন্ধর	ধুন্ধুমার	ধূমাকর	ধূমযোনি	ধূমধ্বজ
ধূমপায়ী	নাগরাজ	নাগেশ্বর	নাগদন্ত	নাগদানী
নাগান্তক	নাগানন	নগাত্মজা	নকুলীশ	নবনীত
পর্ব্বক্রিয়া	পশুপতি	পার্ব্বতীশ	পশুরাজ	পুরন্দর,
পুনর্নবা	পুণ্যজন	পুণ্যভদ্রা	পূর্ণকাম	পূর্ণাহুতি
পূর্ণহোম	পৌর্ণমাসী,	ফক্কীকার	ফুৎকার	ফণীশ্বর
ফণিরাজ	ফণীপ্রিয়	মণিভূল	বামদেব	বিনায়ক
বিশ্বরাজ	বিশ্বেশ্বর	বিরূপাক্ষ	বিশ্বপাতা	বিশ্ববীজ
বিমাতৃক	বিধিবাম	বৃকোদর	ভয়হন্তা	ভয়প্রদ
ভবরোগ	ভবাম্বুধি	ভূতনাথ	ভূতনন্দী	ভূমণ্ডল
ভীমরাজ	ভৃঙ্গরাজ,	ভ্রমাত্মক	ভ্রান্তীমূল	মধুহন্তা
মদাতুর	মদমর্ত্ত	মদিরাপ	মদাকুল	মৎকুন
মূর্ত্তিমন্ত	মধুপ্রিয়	মকরাক্ষ	যজ্ঞেশ্বর	যজ্ঞময়
যজমান	যদূত্তম	যক্ষরাজ	যোগেশ্বর	যাজ্ঞবল্ক্য
যোগীশ্বর	রঙ্গনাথ	রমানাথ	রামানুজ	রামেশ্বর
রামভদ্র	রামনাথ	রক্ষান্তক	রমাপতি	লাঙ্গুলীশ
লক্ষণজ্ঞ	লক্ষ্মীকান্ত	শশীমৌলী	শূলধর	শূলপাণি
সত্যানন্দ	সদানন্দ	শর্ব্বরীশ	শশোধর	সর্ব্বরস
সর্ব্বরূপ,	সর্ব্বগন্ধ	ষড়ানন	স্বরভঙ্গ	সর্ব্বভূত
সর্ব্বেশ্বর	শরাসন	শূরসেন	সুরপুরী	সুররাজ
সুরপতি	সুরাপায়ী	সুরাকর	হলধর	হলবাহী
হলাহল	হালাহল	হুলাহুলী	হরকান্তা	হররাণা
হস্তাধর	হনূমান	ক্ষুরপ্রেণ	ক্ষুরপাশ	খুরঃক্ষুণ্য

ক্ষমাশীল ক্ষমারূপ ক্ষেমঙ্করী ক্ষৌমাম্বরী ইত্যাদি এই রূপ পঞ্চাক্ষরাদি লিপি বিন্যাসে আকার ইকারাদি সংযুক্ত করিয়া শব্দান্তর উচ্চারণ করিবে।

অতঃপর নামাদি লিখিবার ধারা।

শ্রীগোবিন্দচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীসীতানাথ ঘোষাল।
শ্রীদেবনাথ রায় চৌধুরী। শ্রীবামনদাস মুখোপাধ্যায়
শ্রীবিজয়কেশব চট্টোপাধ্যায়। শ্রীবিশ্বনাথ গঙ্গোপাধ্যায়
শ্রীহারাধন সান্যাল। শ্রীবিদ্যাধর চক্রবর্ত্তী।
শ্রীপদ্মলোচন বাক্চী। শ্রীশম্ভুচন্দ্র লাহিড়ী।
শ্রীমহেন্দ্রনাথ ঢোল। শ্রীগোপীকান্ত পাকড়াসি
শ্রীহরেকৃষ্ণ নানসি। শ্রীনীলমাধব ভট্টাচার্য্য।
শ্রীজয়গোপাল বসাক। শ্রীদীনবন্ধু ঘোষ।

ইত্যাদি ক্রমে নাম লিখিয়া উক্তানুসারে পদবী ও উপাধি লিখিতে হইবে। যথা।

তর্কবাগীশ বিদ্যাবাগীশ বেদান্তবাগীশ ন্যায়বাগীশ আগমবাগীশ তর্কালঙ্কার বিদ্যালঙ্কার ন্যায়ালঙ্কার তর্কভূষণ বিদ্যাভূষণ ন্যায়ভূষণ ন্যায়রত্ন তর্করত্ন বিদ্যারত্ন কবিরত্ন শিরোমণি চূড়ামণি শর্ম্মা বর্ম্মা প্রভৃতি। ঘোষ বসু মিত্র দেব দত্ত গুহ সিংহ চন্দ্র সোম গুপ্ত ধর মল্লিক মজুমদার হালদার তরফদার শীকদার হাজরা পাল পান মণ্ডল প্রামাণিক কারফরমা কাপড়ী টাপল হাউলে প্রভৃতি।

অতঃপর অঙ্কানুসন্ধান।

।॰ ।।॰ ৸॰ ১৲ ১।॰ ১।।॰ ১৸॰ ২৲ ২।॰ ২।।॰ ২৸॰ ৩৲ ৩।॰ ৩।।॰ ৩৸॰ ৪৲ ৪।॰ ৪।।॰ ৪৸॰ ৫৲ ৫।॰ ৫।।॰ ৫৸॰ ৬৲ ৬।॰ ৬।।॰ ৬৸॰ ৭৲

৭।০ ৭॥০ ৭৸০ ৮৲ ৮।০ ৮॥০ ৮৸০ ৯৲ ৯।০ ৯॥০ ৯৸০ ১০৲ ১০।০
১০॥০ ১০৸০ ১১৲ ১১।০ ১১॥০ ১১৸০ ১২৲ ১২।০ ১২॥০ ১২৸০ ১৩৲
১৩।০ ১৩॥০ ১৩৸০ ১৪৲ ১৪।০ ১৪॥০ ১৪৸০ ১৫৲ ১৫।০ ১৫॥০ ১৫৸০
১৬৲ ১৬।০ ১৬॥০ ১৬৸০ ১৭৲ ১৭।০ ১৭॥০ ১৭৸০ ১৮৲ ১৮।০ ১৮॥০
১৮৸০ ১৯৲ ১৯।০ ১৯॥০ ১৯৸০ ৴০ ৴।০ ৴॥০ ৴৸০ ৴১৲ ৴১।০ ৴১॥০
৴১৸০ ৴২৲ ৴২।০ ৴২॥০ ৴২৸০ ৴৩৲ ৴৩।০ ৴৩॥০ ৴৩৸০ ৴৪৲ ৴৪।০
৴৪॥০ ৴৪৸০ ৴৫৲ ॥

গণ্ডা।

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ ৯ ১০ ১১ ১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ৴০ ৴১
৴২ ৴৩ ৴৪ ৴৫ ৴৬ ৴৭ ৴৮ ৴৯ ৴১০ ৴১১ ৴১২ ৴১৩ ৴১৪ ৴১৫ ৴১৬
৴১৭ ৴১৮ ৴১৯ ৵০ ৵১ ৵২ ৵৩ ৵৪ ৵৫ ৵৬ ৵৭ ৵৮ ৵৯ ৵১০ ৵১১
৵১২ ৵১৩ ৵১৪ ৵১৫ ৵১৬ ৵১৭ ৵১৮ ৵১৯ ৶০ ৶১ ৶২ ৶৩ ৶৪
৶৫ ৶৬ ৶৭ ৶৮ ৶৯ ৶১০ ৶১১ ৶১২ ৶১৩ ৶১৪ ৶১৫ ৶১৬ ৶১৭
৶১৮ ৶১৯ ।০ ।১ ।২ ।৩ ।৪ ।৫ ।৬ ।৭ ।৮ ।৯ ।১০ ।১১ ।১২ ।১৩ ।১৪ ।১৫
।১৬ ।১৭ ।১৮ ।১৯ ।৴০ ।

কুড়ি।

৫ ১০ ১৫ ৴০ ৴৫ ৴১০ ৴১৫ ৵০ ৵৫ ৵১০ ৵১৫ ৶০ ৶৫ ৶১০
৶১৫ ।০ ।৫ ।১০ ।১৫ ।৴০ ।৴৫ ।৴১০ ।৴১৫ ।৵০ ।৵৫ ।৵১০ ।৵১৫ ।৶০
।৶৫ ।৶১০ ।৶১৫ ॥০ ॥৫ ॥১০ ॥১৫ ॥৴০ ॥৴৫ ॥৴১০ ॥৴১৫ ॥৵০
॥৵৫ ॥৵১০ ॥৵১৫ ॥৶০ ॥৶৫ ॥৶১০ ॥৶১৫ ৸০ ৸৫ ৸১০ ৸১৫ ৸৴০
৸৴৫ ৸৴১০ ৸৴১৫ ৸৵০ ৸৵৫ ৸৵১০ ৸৵১৫ ৸৶০ ৸৶৫ ৸৶১০ ৸৶১৫
১৲ ১৲৫ ১৲১০ ১৲১৫ ১৴০ ১৴৫ ১৴১০ ১৴১৫ ১৵০ ১৵৫ ১৵১০
১৵১৫ ১৶০ ১৶৫ ১৶১০ ১৶১৫ ১।০ ১।৫ ১।১০ ১।১৫ ১।৴০ ১।৴৫
১।৴১০ ১।৴১৫ ১।৵০ ১।৵৫ ১।৵১০ ১।৵১৫ ১।৶০ ১।৶৫ ১।৶১০
১।৶১৫ ১॥০ ১॥৫ ১॥১০ ১॥১৫ ১॥৴০ ।

পণ।

৴০ ৵০ ৶০ ।০ ।৴০ ।৵০ ।৶০ ॥০ ॥৴০ ॥৵০ ॥৶০ ৸০ ৸৴০ ৸৵০
৸৶০ ১৲ ১৴০ ১৵০ ১৶০ ১।০ ১।৴০ ১।৵০ ১।৶০ ১॥০ ১॥৴০ ১॥৵০
১॥৶০ ১৸০ ১৸৴০ ১৸৵০ ১৸৶০ ২৲ ২৴০ ২৵০ ২৶০ ২।০ ২।৴০ ২।৵০
২।৶০ ২॥০ ২॥৴০ ২॥৵০ ২॥৶০ ২৸০ ২৸৴০ ২৸৵০ ২৸৶০ ৩৲ ৩৴০

৩৵০ ৩৶০ ৩।০ ৩।/০ ৩।৵০ ৩।৶০ ৩।।০ ৩।।/০ ৩।।৵০ ৩।।৶০ ৩৸০ ৩৸/০ ৩৸৵০ ৩৸৶০ ৪৲ ৪/০ ৪৵০ ৪৶০ ৪।০ ৪।/০ ৪।৵০ ৪।৶০ ৪।।০ ৪।।/০ ৪।।৵০ ৪।।৶০ ৪৸০ ৪৸/০ ৪৸৵০ ৪৸৶০ ৫৲ ৫/০ ৫৵০ ৫৶০ ৫।০ ৫।/০ ৫।৵০ ৫।৶০ ৫।।০ ৫।।/০ ৫।।৵০ ৫।।৶০ ৫৸০ ৫৸/০ ৫৸৵০ ৫৸৶০ ৬৲ ৬/০ ৬৵০ ৬৶০ ৬।০।

জমী সংখ্যা।

/১ /২ /৩ /৪ ।০ ।১ ।২ ।৩ ।৪ ।।০ ।।১ ।।২ ।।৩ ।।৪ ৸০ ৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ১/ ১/১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১।০ ১।১ ১।২ ১।৩ ১।৪ ১।।০ ১।।১ ১।।২ ১।।৩ ১।।৪ ১৸০ ১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ২/০ ২/১ ২/২ ২/৩ ২/৪ ২।০ ২।১ ২।২ ২।৩ ২।৪ ২।।০ ২।।১ ২।।২ ২।।৩ ২।।৪ ২৸০ ২৸১ ২৸২ ২৸৩ ২৸৪ ৩/০ ৩/১ ৩/২ ৩/৩ ৩/৪ ৩।০ ৩।১ ৩।২ ৩।৩ ৩।৪ ৩।।০ ৩।।১ ৩।।২ ৩।।৩ ৩।।৪ ৩৸০ ৩৸১ ৩৸২ ৩৸৩ ৩৸৪ ৪/০ ৪/১ ৪/২ ৪/৩ ৪/৪ ৪।০ ৪।১ ৪।২ ৪।৩ ৪।৪ ৪।।০ ৪।।১ ৪।।২ ৪।।৩ ৪।।৪ ৪৸০ ৪৸১ ৪৸২ ৪৸৩ ৪৸৪ ৫/০ ।

সের যোগ সংখ্যা। *

/১ /২ /৩ /৪ /৫ /৬ /৭ /৮ /৯ ।০ ।১ ।২ ।৩ ।৪ ।৫ ।৬ ।৭ ।৮ ।৯ ।।০ ।।১ ।।২ ।।৩ ।।৪ ।।৫ ।।৬ ।।৭ ।।৮ ।।৯ ৸০ ৸১ ৸২ ৸৩ ৸৪ ৸৫ ৸৬ ৸৭ ৸৮ ৸৯ ১/০ ১/১ ১/২ ১/৩ ১/৪ ১/৫ ১/৬ ১/৭ ১/৮ ১/৯ ১।০ ১।১ ১।২ ১।৩ ১।৪ ১।৫ ১।৬ ১।৭ ১।৮ ১।৯ ১।।০ ১।।১ ১।।২ ১।।৩ ১।।৪ ১।।৫ ১।।৬ ১।।৭ ১।।৮ ১।।৯ ১৸০ ১৸১ ১৸২ ১৸৩ ১৸৪ ১৸৫ ১৸৬ ১৸৭ ১৸৮ ১৸৯ ২/০ ২/১ ২/২ ২/৩ ২/৪ ২/৫ ২/৬ ২/৭ ২/৮ ২/৯ ২।০ ২।১ ২।২ ২।৩ ২।৪ ২।৫ ২।৬ ২।৭ ২।৮ ২।৯ ২।।০ ।

ইত্যাদি অঙ্ক পরিচয় সমাপ্তঃ।

চতুর্থ চমক।

রে বৎস বিষয়ানন্দ! মাতাকে পৃথিবী জ্ঞান, পিতাকে প্রজাপতি জ্ঞান করিও। প্রাতঃকালে অম্বুদয়ে গাত্রোত্থান করিও। গাত্রোত্থান করতঃ পিতা মাতাকে প্রণাম করিবা। অনন্তর আবশ্যক শৌচাদি করিয়া দন্তধাবন করিও। কদাচ দন্তকে অপরিষ্কার

রাখিও না। মুখপ্রক্ষালনানন্তর পবিত্র হইয়া পুরীর সন্নিধানে যে কোন দেবালয়াদি থাকে, তাঁহাদিগকে ভক্তিপূর্ব্বক প্রণাম বন্দনাদি করিও। অনন্তর যথাবিহিত সন্ধ্যাবন্দনা পূর্ব্বক উপাধ্যায় শিক্ষা গুরুকে যথা সন্ধ্যা পুরঃসর নিত্য প্রণামাদি করিবে।

অরে বৎস! তোমরা যেং কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ, সেইং কুলোচিত ধর্ম্মের প্রতি সুদৃঢ় রূপে বিশ্বাস রাখিয়া বিদ্যাধ্যয়ন করহ। অর্থোপার্জ্জন জন্য নানা প্রকার বিজাতীয়বিদ্যা আছে অর্থাৎ ইংরাজী, পারশীক আরবী প্রভৃতি বৈদিক জাতিদিগের সে সকল কেবল অর্থকরী বিদ্যা হয়, সংসারি ব্যক্তির অর্থোপার্জ্জন জন্য ঐসকল বিদ্যারও অধ্যয়ন করা প্রয়োজনীয় কর্ম্ম। কিন্তু পরমার্থকরী স্বজাতীয়বিদ্যা অধ্যয়ন না করিয়া অন্যান্য বিদ্যাভ্যাস করায় শুদ্ধ ধর্ম্ম বহিষ্কৃত হইতে হয়। পরকাল জিগীষায় স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে রত হইয়া বিদ্যা শিক্ষার্থ যত্ন পরহও। বিদ্যা বড় গরীয় বস্তু! বিদ্বান্ ব্যক্তির সর্ব্বত্রেই আদর, বিদ্যা বিহীন জনের কুত্রাপি আদর নাই। বিদ্বান ও মুর্খের পরস্পর বিজাতীয় স্বভাব! বিদ্বান ব্যক্তির সর্ব্ব সমাজে যাদৃশ গৌরব, বিদ্যাবর্জ্জিত মূর্খ ব্যক্তি তাদৃশ গৌরবান্বিত হইতে পারেনা। অতএব পণ্ডিতের গুণ ও মূর্খের দোষ, চানক্য প্রভৃতি পণ্ডিতেরা বিশেষ করিয়া কহিয়াছেন। যথা।

পণ্ডিতেচ গুণাঃ সর্ব্বে মূর্খে দোষাশ্চ কেবলং।
তস্মান্মূর্খ সহস্রেষু প্রাজ্ঞএকো বিশিষ্যতে॥

পণ্ডিত ব্যক্তিতে সমস্ত প্রকার গুণের অধিষ্ঠান। মূর্খ ব্যক্তি কেবল সমূহ দোষের আশ্রয় হয়। একারণ সহস্র সহস্র মূর্খ হইতে এক জন পণ্ডিতকেই সকলে বিশিষ্ট জ্ঞান করেন।

অতএব, এই উপদেশ করিতেছি, যে সর্ব্বতো ভাবে তোমরা বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে আলস্য ত্যাগ করিয়া গ্রন্থাক্ষরকে হৃদয়স্থ করহ। বিজ্ঞানানন্দের এই উপদেশ বাক্য শ্রবণে বিষয়ানন্দ কৃতাঞ্জলি বদ্ধ পাণি হইয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন।

বিষয়ানন্দ। হে গুরো! আমরা অতি বালক পণ্ডিতের কি

এবং গুণ ও মূর্খের কি দোষ ইহা অবগত নহি, কৃপাবলোকনপূর্ব্বক শিষ্য প্রভৃতি পণ্ডিতের গুণ ও মূর্খের দোষ ব্যক্ত করিয়া উপদেশ করুন্।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস! পণ্ডিতের যে সকল গুণ, ও মূর্খের যে সকল দোষ, তাহা মহাভারতীয় বচনে সুব্যক্ত আছে। যথা।

মাতৃবৎ পরদারেষু পরদ্রব্যেষু লোষ্ট্রবৎ।
আত্মবৎ সর্ব্ব ভূতেষু যঃপশ্যতি সপণ্ডিতঃ।।

পরস্ত্রীকে মাতার ন্যায়, পরধনকে লোষ্ট্রের ন্যায়, সর্ব্ব জীবকে আপনার ন্যায়, যে দেখে, সেই পণ্ডিত।।

নিষেবতে প্রশস্তানি নিন্দিতানিনসেবতে।
অনাস্তিকঃ শ্রদ্ধধান এতৎ পণ্ডিত লক্ষণং।।

লোক প্রসিদ্ধ এবং শাস্ত্র প্রসিদ্ধ প্রশস্ত কর্ম্মের সমাচার করণ, আর অপ্রসিদ্ধ অপ্রশস্ত কর্ম্মের আচরণ না করণ, এবং আস্তিকতা পূর্ব্বক গুরু বাক্যে ও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করণ, পণ্ডিতের এই লক্ষণ হয়।

ক্রোধোহর্ষশ্চ দর্পশ্চ হ্রীস্তম্ভো মান্য মানিতা।
যমার্থান্নাপকর্ষন্তি স বৈ পণ্ডিত উচ্যতে।।

ক্রোধ, অনাহ্লাদ, দর্প, অলজ্জা, অহংকারাদি দ্বারা যে ব্যক্তি আকৃষ্ট না হয়, এবং মানি ব্যক্তির মান হানি না করে, আর অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণের প্রবৃত্তি না করে, তাহাকেই লোকে পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন।

অর্থাৎ শঠতাদ্বারা পরধন গ্রহণে উপায়জ্ঞ হইলে পণ্ডিত কি হইবে বরং পণ্ডিত সমাজে প্রতারক ব্যতীত সেব্যক্তি সভ্যরূপে কখনই পরিচিত হইতে পারে না।

যস্য কৃত্যং নজানন্তি মন্ত্রম্বা মন্ত্রিতং জনাঃ।
কৃতমেবাস্য জানন্তি সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে।।

যে ব্যক্তির করণীয় কার্য্যের পূর্ব্ব কারণ অস্ফুট থাকে, করণানন্তর প্রকাশ পায়। এবং চিত্তস্থ মন্ত্রণা পরের নিকট প্রকাশ না হয়, তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

যস্য কৃত্যং ন বিঘ্নন্তি শীত মুষ্টং ভয়ং রতিঃ।
সমৃদ্ধির সমৃদ্ধির্ব্বা সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যে ব্যক্তির করণীয় কর্ম্মের বিঘ্ন করিতে কেহ না পারে। শীত শীতোষ্ণ এবং বৃত্ত্যাদিতে যে ব্যক্তি অভিভূত না হয়, তাহাকেই পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন।

যস্য সংসারিণী প্রজ্ঞা ধর্ম্মার্থাবনুবর্ত্ততে।
কামার্থং বৃণীতে যঃ সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

যাহার বুদ্ধি সংসার প্রবাহকারিণী যথার্থ ধর্ম্মমার্গে অনুবর্ত্তমানা হয়, আর স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া অভিলষিত ধনের অর্জ্জন করে যাহা হইতে কোন ক্রমে পরের অনিষ্ঠ সাধন না হয়, তাহাকেই সকলে পণ্ডিত শব্দবাচ্যে উক্ত করেন।

যথাশক্তি চিকীর্ষন্তি যথা শক্তিশ্চ দীয়তে।
ন কিঞ্চিদবমন্যন্তে নরাঃ পণ্ডিত বুদ্ধয়ঃ॥

যে সকল ব্যক্তি যথাশক্তি লোকশাস্ত্রপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান করণে চিকীর্ষু হয়, এবং যথাশক্তি শাস্ত্রসিদ্ধ কর্ম্ম সম্পাদন করেন, আর যথা শক্তি দান করে। কোন ধর্ম্মকার্য্যকে হেয়জ্ঞান না করে, সেই সকল ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে পণ্ডিত বুদ্ধি বলেন॥

ক্ষিপ্রং বিজানাতি চিরং শৃণোতি বিজ্ঞায়চার্থং
ভজতে ন কামাৎ। না সংস্পৃষ্টো হ্যপযুঙ্ক্তে
পরার্থে তৎ প্রজ্ঞানং প্রথমং পণ্ডিতস্য॥

এই পণ্ডিতের প্রথম প্রজ্ঞান, অর্থাৎ পাণ্ডিত্য। যে ঋজু কি কুটিল যে কোন বিষয়ের কথা উত্থিতি মাত্রেই তদর্থাবগতি হয়, তথাপি বহুক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা শ্রবণ করেন। শ্রবণানন্তর তাহার

পূর্ব্বাপর কিরূপ ফল উৎপন্ন হইবে, ইহা বিজ্ঞাত হইয়া তৎ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, শ্রবণ মাত্রেই সহসা প্রবৃত্ত না হয়েন, এবং অনিযুক্ত হইয়া কদাচ পরার্থে কোন কর্ম্ম না করেন। ইহার অভিপ্রায় এই যে নিয়োগ ব্যতীত পরের কার্য্য করণ ও অপ্রয়োজন ভিন্ন নিজস্থানে পরস্থানে গমন করা পণ্ডিতের লক্ষণ নহে। এবং কোন ব্যক্তি কোন প্রশ্ন করিলে শ্রবণ মাত্রেই আমি বুঝিয়াছি বলিয়া অথবা অনেক কথা শুনিতে ইচ্ছা করি না বলিয়া কিম্বা বহুক্ষণ শ্রবণ করিবার অপেক্ষা না করিয়া প্র.. কর্ত্তাকে ঔদাস্য করিলে পণ্ডিত লক্ষণের বহিভূর্ত হয়। এবং কর্ম্মের অদৃষ্ট উত্তর ফল কি হইবে ইহার অনুধাবনে আমি সকল জানি যে বলে, সে ব্যক্তিকে কথং ই পণ্ডিত সংখ্যার মধ্যে গণনা করা যায় না।

না প্রাপ্যমভিবাঞ্ছন্তি নষ্টং নেচ্ছন্তি শোচিতুং।
আপৎসুচ ন মুহ্যন্তি নরাঃ পণ্ডিত বুদ্ধয়ঃ॥

পণ্ডিত বুদ্ধি লোকেরা অপ্রাপ্য বস্তুর প্রাপ্তি ইচ্ছা করেন না। আর নষ্ট বস্তুর জন্য শোক বহিতে হয়েন। আপদুত্থান কালে মুগ্ধ না হইয়া ধৈর্য্যাবলম্বন করতঃ যাহাতে আপদ হইতে উদ্ধার হইতে পারা যায় তাহার উপায় চিন্তা করেন।

নিশ্চিত্যযঃ প্রক্রমতে নান্তর্ব্বসতি কর্ম্মণঃ।
অবন্ধ্য কাল বশ্যাত্মা সবৈ পণ্ডিত উচ্যতে॥

অগ্রত এবং পরতঃ ফল নিশ্চয় করিয়া যে ব্যক্তি কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়, এবং আরব্ধকর্ম্মের সমাপনে বহুকাল ক্ষেপ হয় এমত দীর্ঘ সূত্রী না হয়, বিফল কালক্ষেপ না করে. আর ইন্দ্রিয়কে বশ রাখে, এমত ব্যক্তিকেই সকলে পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন।

অবন্ধ্যকাল পদে ইহকাল ও পরকালের সুখ সাধনার্থ কর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়া অপকৃষ্টকর্ম্মেতে সময়াতিপাত যে না করে, সেই পণ্ডিত।

প্রবৃত্তিবাক্ চিত্রকথ ঊহবান প্রতি ভাববান্।
আশুগ্রন্থস্য বক্তাযঃ সবৈপণ্ডিত উচ্যতে॥

যেব্যক্তি ধর্ম্মার্থযুক্ত ও প্রবৃত্তিকর বিচিত্রার্থসমন্বিত বাক্য কহে, এবং পাঠ মাত্রেই শাস্ত্রের স্বরূপার্থ ব্যাখ্যা করিতে পারে, তাহাকেও সকলে পণ্ডিত বলিয়া উক্ত করেন।

শ্রুতং প্রজ্ঞানুগং যস্য প্রজ্ঞাচৈব শ্রুতানুগা।
অসংভিন্নার্য্য মর্য্যাদঃ পণ্ডিতাখ্যাংলভেতসঃ ॥

যে ব্যক্তির বুদ্ধির অনুগত শাস্ত্র, এবং শাস্ত্রের অনুগামিনী বুদ্ধি হয়; আর আর্য্য ব্যক্তির মর্য্যাদা ভেদ না করে, সেই ব্যক্তিই এই ধরণীতলে পণ্ডিত নাম প্রাপ্ত হয়।

অর্থং মহান্তমাসাদ্য বিদ্যা মৈশ্বর্য্য মেবচ।
বিচরত্য সমুন্নদ্ধো যঃ সপণ্ডিত উচ্যতে ॥

যে ব্যক্তি মহদর্থ, মহতী বিদ্যা এবং মহদৈশ্বর্য্য সম্প্রাপ্ত হইয়া অহঙ্কারশূন্য হয়, এবং ধর্ম্মকর্ম্মাদির ব্যাঘাত না করিয়া অনুদ্ধতরূপে বিচরণ করে, সেই ব্যক্তিকেই সকলে বিদ্বান্ ও সুসভ্য সুপণ্ডিত বলিয়া উক্ত করিয়া থাকেন ॥

অরে বৎস! এই সকল পণ্ডিতের গুণ শ্রবণ করিলে, এক্ষণে যাহাতে এরূপ গুণশালী হইতে পার সেইরূপ যত্ন করহ। লোক সমাজে পণ্ডিতাখ্যা লাভ করা বড় ভাগ্যের কর্ম্ম, অতএব আমি যাহা বলি, তাহা শ্রবণ করিয়া নম্রশীল হও। বিদ্যার ফল নম্রতা, নানা জাতীয় নানা পুস্তক পাঠ করিয়াও যাহার নম্র স্বভাব না হয়, তাহাকে কখনই সুপণ্ডিত বলা সঙ্গত হয় না। এবং শাস্ত্রানুশীলন করিয়াও যাহার ধর্ম্ম প্রবৃত্তি না জন্মে, তাহাকেও পণ্ডিত বলিয়া কেহ আদর করে না। ইহার প্রমাণ মহাভারতে দেদীপ্যমান রহিয়াছে, রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদ কহিয়াছিলেন। যথা।

নবক্তা বাক্যপটুতা ন দাতা দান শীলিনঃ।
রণং জিত্বা ন শূরশ্চ বিদ্যয়া নচ পণ্ডিতঃ ॥

হে মহারাজ! বিচিত্রার্থযুক্তবাক্য কহিতে পারিলেও তাহাকে বক্তা বলা যায় না। বহুধন বিতরণ করিলেও দাতা হয় না। সংগ্রাম জয় করিলেও বীর নহে। আর বহু বিদ্যাভ্যাস করিলেও পণ্ডিত হয় না।

এতৎশ্রবণে রাজা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ঠাকুর গো! যদি বক্তৃতায় বক্তা, দান করিয়া দাতা, রণজয় করিলেও শূর বিদ্যাভ্যাসেও পণ্ডিত না হয়। তবে বক্তা, দাতা, শূর, পণ্ডিত, কাহাকে কহিতে হইবে আজ্ঞা করুন্। নারদ উত্তর করিলেন।

সত্যবাদী ভবেদ্বক্তা দাতা পরহিতে রতঃ।

ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃ শূরঃ পণ্ডিতোধর্ম্মশীলবান্॥

হে মহারাজ! সত্য বাদীই বক্তা, পরের হিত সাধন যে করে সেই দাতা, ইন্দ্রিয়গণ জয় করিতে যে পারে সেই মহাবীর, আর ধর্ম্মাচারিগণই পণ্ডিত হয়।

অতএব বিষয়ানন্দ! তোমাকে শাস্ত্র বাক্যের উদাহরণ দর্শাইয়া পণ্ডিতের যে গুণ, তাহা কহিলাম। তোমরা কোন মতে প্রাচীন শাস্ত্র এবং শাস্ত্রকার প্রাচীন পণ্ডিতের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিহ না, প্রাচীন পণ্ডিতেরা যাহা কহিয়া গিয়াছেন, তাহার ফল অন্যথা হয় না। কখন প্রাচীন পুরুষের ভ্রান্তি স্বীকার করিহ না, একণে তোমরা যদি তাঁহাদিগকে প্রাচীন জানিয়া ভ্রান্ত বল, তবে তোমরাও এক সময় না এক সময় ভ্রান্ত রূপে প্রতিপন্ন অবশ্যই হইবে।

তোমরা যদি প্রাচীন পুরুষদিগকে ভ্রান্ত ও তাঁহাদিগের কৃত গ্রন্থকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়া আপনাদিগের বৈচক্ষণ্য প্রকাশ করিবার জন্য কোন পুস্তক রচনা কর, তবে তাহা একণে সমাদৃত রূপে কথঞ্চিৎ গ্রহণ যোগ্য হইলেও হইতে পারিবে? কিন্তু তোমরা যখন প্রাচীন হইয়া পড়িবে, তখন তৎকালজাত নব যুবকেরাও তোমাদিগকে প্রাচীন বলিয়া ভ্রান্ত কহিতে কখনই ন্যূনত্রুটি করিবেক না। সুতরাং পূর্ব্বে সাবধান করিতেছি, ইহার অকথা করিলে অধর্ম্মের প্রাচুর্য্য বিধায় সর্ব্ব দেশেই ধর্ম্ম বিষয়ে

মহা গোলযোগ উপস্থিত হইবে, তাহা হইলে প্রায় লোক সকল ক্রমে নাস্তিক হইয়া উঠিবে। অতএব সাবধান পূর্ব্বক আপন বুদ্ধিকে সাবধানে আনিবার চেষ্টা কর, প্রাচীন লোকের প্রতি কদাচ অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিও না।

এই সকল পণ্ডিতের লক্ষণ তোমাকে উপদেশ করিলাম, ইহার অতিক্রম করিলে, সহজেই মূর্খ লক্ষণের মধ্যে আপতিত হইতে হইবে। মনুষ্যদিগের মরণাপেক্ষাও মূর্খতাপবাদ গরীয় হয়। লোকে যাহাকে মূর্খ বলে, তাহার আর লাঞ্ছনার কি অপেক্ষা থাকে।

বিশ্বানন্দ। হে ভগবন্! আপনি পূর্ব্বে উক্ত করিয়াছিলেন, যে মূর্খ ব্যক্তি সর্ব্ব দোষাশ্রিত হয়। অতএব মূর্খের যে সকল দোষ আছে, তাহা শ্রবণেচ্ছু হইলাম, অনুগ্রহ পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া কহিতে আজ্ঞা হয়।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস! এই পৃথিবীমধ্যে ঈশ্বরসৃষ্ট মনুষ্য, ত্রিবিধ প্রকার হয়। উত্তম পুরুষের লক্ষণ এই যে আপনি স্বতঃপ্রবৃত্ত কোন বিষয়ের মর্ম্ম বোধ করিতে পারিলেও পণ্ডিতের নিকট পরামর্শ লয়। মধ্যম পুরুষ তাহাকে বলি, যে আপনি বুঝিতে না পারিলে পণ্ডিতের উপদেশে বোধগম্য করিয়া লয়। অধম পুরুষ লক্ষণ, এই যে, আপনি জানে না, তথাপি পণ্ডিতের উপদেশ গ্রহণ করিতেও ইচ্ছা করে না, অনায়াসে লোক সমাজে কহে, যে আমি সকল জানি। এরূপ অধম পুরুষই মূর্খ লক্ষণাক্রান্ত হয়। অতএব কোন ক্রমে মূর্খতা দোষে লিপ্ত হইও না, মূর্খের যে যে দোষ মহাভারতে উক্ত করিয়াছেন, তাহা ব্যক্ত করিয়া কহিতেছি, যথা।

অশ্রুতশ্চ সমুন্নদ্ধো দরিদ্রশ্চ মহামনাঃ।
অর্থাংশ্চাকর্ম্মণা প্রেপ্সুর্মূঢ় ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ॥

শাস্ত্র না দেখিয়া ও না শুনিয়া পণ্ডিতাভিমানী হয়, এবং পণ্ডি-তের সহিত বিতণ্ডা করে; আপনার ধন নাই অথচ ধনবানের মত চলিতে ইচ্ছা করে। কোন কর্ম্ম করে না, অথচ প্রভুত অর্থ

সংসারয়তি কৃত্যানি সর্ব্বত্র বিচিকিৎসতে।
ন দদাতি চ পিতৃভ্যো দৈবতানি ন চার্চ্চতি।
সুহৃন্মিত্রং নলভতে তমাহু মূঢ় লক্ষণং॥

যেতুমাদ দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্রোক্ত ক্রিয়াকলাপকে হেয়ত্বে পরিত্যাগ করা, এবং পিত্রাদির কৃতজ্ঞতাঙ্গীকার করিয়া তাহাদিগের মৃত্যুহে শ্রাদ্ধাদি দান ধর্ম্মে বিমুখ হওয়া। এবং দেবতাদিগের অর্চ্চনাদি না করা, আর সুহৃন্মিত্রের বিচার না করাকে বিদ্বান্ লোকেরা মূঢ় লক্ষণ বলিয়া থাকেন।

অনাহূতঃ প্রবিশতি অপৃষ্টো বহুভাষতে।
অবিশ্বস্তে বিশ্বসিতি মূঢ়চেতা নরাধমঃ॥

বিনাহ্বানে সভা প্রবেশ করিয়া, বিনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করায় যে ব্যক্তি বহুবাক্য কহে, আর অবিশ্বাসি লোকে বিশ্বাস করে, তাহাকে পণ্ডিতজনেরা মূঢ়তম জীবন্মৃত এবং নরাধম বলিয়া উক্ত করেন।

অতএব [illegible]—এই কয় কর্ম্মই অন্যায্য, বিনাহ্বানে কোথাও গেলে যদি কেহ কহে যে তোমাকে আসিতে কে কহিয়াছে, তবে মান হানি হয়, বিনা প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় আপনি অন্যের বাক্যের উত্তর দিলে, সে যদি বলে তোমাকে কে কহিতে বলিয়াছে। তবে সেই স্থান হইতে মৃতপ্রায় হইয়া আসিতে হয়। বিশেষতঃ অবিশ্বাসি লোককে বিশ্বাস করিলে অবশ্যই বিপৎ ঘটে।

[illegible] প্রজ্ঞায় ধর্ম্মার্থ পরিবর্জ্জিতং।
অলভ্যমিচ্ছন্ নৈষ্কর্ম্ম্যাৎ মূঢ় বুদ্ধিরিহোচ্যতে॥

যে ব্যক্তি শাস্ত্রসিদ্ধ ধর্ম্মার্থ বর্জ্জিত, আপনার বুদ্ধিবলের উপর কেবল নির্ভর করে, এবং প্রাপ্ত্যুপযোগি কর্ম্ম না করিয়া অলভ্য বস্তুর প্রার্থীচ্ছা করে। ঈদৃশ লোকেই সেই মূঢ়বুদ্ধি, তাহাকেই মূর্খ বলিয়া সকলে উক্ত করেন।

অরে বৎস। বিষয়ানন্দ! কেবল অক্ষরাবৃত্তি করিলেই যে মুর্খতা দোষে পরিমুক্ত হওয়া যায় এমত নহে। যেমন শাস্ত্রাভ্যাস করিবে তেমন তাহার মর্ম্মার্থ গ্রহণ করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিলেই মুর্খতা দোষের পরিমোচন হয়।

অশিষ্যংশাস্তিযোরাজন্ যশ্চ শূন্যমুপাসতে।
কদর্য্যন্তজতে যশ্চ তমাহুর্মূঢ়চেতসং॥

যে ব্যক্তি শাসন যোগ্য নহে তাহাকে শাসন যে করে, অদণ্ড্য ব্যক্তির যে দণ্ড যে করে। আর যে ব্যক্তি শূন্য উপাসনা করিতে নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ সংসারে থাকিয়া অফলপ্রদ অভাব পদার্থের ভাবনা করে। এবং লোকশাস্ত্রবিদ্বিষ্ট ব্যবহার করিতে প্রবৃত্ত হয়। এমত ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা মূঢ়চেতা বলিয়া থাকেন।

পঞ্চম চমক।

বিজ্ঞানানন্দ বিষয়ানন্দকে কহিতেছেন, অরে বৎস!—এই সকল মূর্খ লক্ষণ শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ইহা ধারণা করিয়া যাহাতে ধন, মান, কুল, শীল, জাতি, ধর্ম্ম এবং উপাসনাদি কর্ম্ম রক্ষা পায় এমত পথে পাদসঞ্চালন করিহ, কোনমতে অসদুপদেষ্টার অসদুপদেশে কুকর্ম্মে অভিবর্ত্তিত হইও না। যদি একবার কুসংসর্গের গুণে বুদ্ধি কুমার্গগামিনী হয়, তবে আর সহস্র২ গ্রন্থ পাঠ করাইলেও কিছুমাত্র উপকার দর্শিতে পারিবে না। অতএব বুদ্ধিই বড় বস্তু, বুদ্ধিবলে না হয় এমত কার্য্যই নাই।

একংহন্যান্নবাহন্যা দিষুর্মুক্তোধনুষ্মতা।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতোৎসৃষ্টা হন্যাদ্রাষ্টং সরাজকং॥

ধনুষ্মান ব্যক্তির ধনুর্ম্মুক্ত বাণে একজনকে বিনষ্ট করিতে পারে, এবং নাও পারে। কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির বুদ্ধি কৌশলে রাজার সহিত সমস্ত রাজ্য বিনাশ হয়।

অরে বৎস! বুদ্ধিবলের নিকট কোন বলই গরীয় বল নহে। যথা।

বুদ্ধির্যস্য বলংতস্য অবোধস্য কুতোবলং।
যেনসিংহো মদোন্মত্তঃ শশকেন নিপাতিতঃ।।

বুদ্ধি যার বল তার, বুদ্ধিহীন ব্যক্তির বল কি?। বুদ্ধি কৌশলে উন্মদবলিষ্ঠ সিংহ ও ক্ষুদ্র পশু শশক কর্তৃক বিনিহত হইয়াছিল। বুদ্ধিহীন ব্যক্তির শারীরিক বলে কোন উপকার দর্শিতে পারে না।

বিদ্যানন্দ। হে গুরো। ইহা অতি আশ্চর্য্য শুনিলাম, কোথা সিংহ, কোথা শশক, অতিহীন, সে কি প্রকারে বুদ্ধিকৌশলে সিংহকে নিপাত করিয়াছিল, তাহা শুনিতে ইচ্ছা হইল।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস! এক নিবিড় বিপিন মধ্যে একটি শশক আপনার আহারার্থ ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল। এমত কালে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া এক সিংহ আহারান্বেষণ করিবার জন্য গিরিগহ্বর হইতে বিনিক্রান্ত হইয়া ঐ বনে শশক সন্নিধানে উপস্থিত হয়, তদ্দৃষ্টে ঐ ক্ষুদ্র পশু শশক প্রাণপরীপ্সায় ব্যগ্র হইয়া পলায়নে করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কোনমতে সিংহের সম্মুখ হইতে পলাইবার পথ না পাইয়া অবশেষে অগত্যা কপট বিনয়ী রূপে কৃতাঞ্জলি বদ্ধপাণী হইয়া পশুরাজের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া আর্ত্তস্বরে কহিতে লাগিল। ভো মহারাজ! আমি অত্যন্ত ভীত হইয়াছি, অভয়াজ্ঞা প্রদান করিলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করি। সিংহ, তদ্বাক্য শ্রবণে চমৎকৃত হইয়া কহিতে আজ্ঞা করিলেন। শশক, কপটভীতিচ্ছলে কহিল, মহারাজ! আমরা নিশ্চয় জানিতাম যে এই কানন মধ্যে আপনিই পশুরাজ। কিন্তু অদ্য আপনার তুল্য দ্বিতীয় এক পশুরাজকে দেখিয়া এবং তাহার তর্জ্জন গর্জ্জনে ভীত হইয়া মহারাজকে এই সংবাদ করিতে আইলাম, যে এক্ষণে আমরা কোন রাজার শরণ প্রাপ্ত হইব।

এতৎ শ্রবণে মহামর্ষী মৃগরাজ শশককে জিজ্ঞাসা করিলেন, রে ভ্রাতঃ তুমি যাহার ভয়ে ভীত হইয়া আসিয়াছ সে কোথা, আমাকে

দেখাইয়া দিতে পার। এ বনে আমা ভিন্ন অন্য রাজা কি আর আছে? এত বড় আশ্চর্য্য, অদ্য সংগ্রাম করিয়া অচিরাৎ সেই শত্রুকে আমি শমন সদন দর্শন করাইব। তখন ঐ শশারু মৃগপতিকে কহিল, মহারাজ! আমার সঙ্গে আগমন করুন্। সেই দুরাত্মা যে স্থানে আছে, আমি দেখাইয়া দিব। অনন্তর শশক অগ্রগামী হইল, সিংহ তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিলেন। কিয়দ্দূর অতিক্রম করিয়া বন মধ্যে ঐ শশারু জলপূর্ণ এক কূপ দেখিয়া সিংহকে কহিল, মহারাজ! এই কূপ মধ্যে দুরাত্মা লুক্কায়িত হইয়া রহিয়াছে। শ্রবণমাত্রেই মৃগরাজ সম্যক ক্রোধের আহরণ করিয়া ঐ কূপ সন্নিহিত আসিয়া কূপ প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্বপ্রতিচ্ছায়া দেখিয়া দ্বিতীয় শত্রু বলিয়া উপলব্ধি করিলেন। মহাকোপে বিকটাকারে মুখ বিস্তার করিয়া সংদষ্টোষ্ঠপুট হইলেন, প্রতিচ্ছায়াও তদনুরূপ সংদষ্টোষ্ঠপুটবৎ হইল। অনন্তে মহাক্রোধে পরীতাঙ্গ হইয়া ঐ সিংহ প্রতিচ্ছায়াকে প্রহারোদ্যত হইয়া দক্ষিণ হস্তোত্তোলন করিল, প্রতিচ্ছায়াও বাম হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক অবিকল হননোদ্যত হইল। তাহা দেখিয়া অসহ্য কোপাগ্নিদগ্ধ মৃগেন্দ্র শত্রু সংহারার্থে উন্মাদ হইয়া সমস্ত প্রাণের সহিত মহাবেগে উল্লম্ফন দ্বারা ঐ কূপমধ্যে নিপতিত হইলেন। পুনর্ব্বার গাত্রোত্থানে অশক্ত হইয়া সেই কূপমধ্যেই আপনার দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিলেন।

অতএব, বুদ্ধিবলের তুল্য বল নাই, দেখ অতি ক্ষুদ্র শশারু সিংহাপেক্ষা কীট বলিলেও বলা যায়, কিন্তু বুদ্ধিবলে, কেমন তত বড় অসাধ্য কর্ম্মকে সুসাধ্য করিল, ইহা মনোমধ্যে চিন্তা করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়।

বিদ্যানন্দ। হে গুরো! তবে বুদ্ধিই বড়, বুদ্ধিই সকলকে শ্রেষ্ঠ করেন, সেই বুদ্ধি কত প্রকার হয়।

বিজ্ঞানানন্দ, বুদ্ধি একই হয়, কিন্তু আধার ভেদে সদসৎ রূপে তাহার অনেক ভেদ হইয়াছে। যথা। মেধা। বেধা। বেধচিত্ত। স্থির চিত্ত। চিত্ত বেধা। ইত্যাদি।

বিদ্যানন্দ। হে আচার্য্য! আপনি যে কয়েক প্রকার বুদ্ধির

নাম কহিলেন, ইহার স্বরূপ অর্থ অবধারণ করিতে পারিলাম না, কৃপা প্রকাশে প্রকাশ করিয়া উপদেশ করেন।

বিজ্ঞানানন্দ। বেগে অভ্যাস করিয়া বেগে ভুলিয়া যায়, তাহাকে বেগ বেগা বুদ্ধি বলে, আর বেগে অভ্যাস করে কিন্তু চিরকাল স্মৃতি থাকে, ইহার নাম বেগ চিরা বুদ্ধি। আর চিরকাল অভ্যাস করে চিরকাল স্মৃতি থাকে ইহার নাম চিরচিরা বুদ্ধি, এবং চির-কাল অভ্যাস করে, বেগে ভুলিয়া যায়, ইহাকে চিরবেগা বুদ্ধি বলে। বৎস জানিও, দুর্বুদ্ধি হইতে সুবুদ্ধি ব্যক্তির পরিচালনে দুর্বুদ্ধি নিন্দকের উপদেশানুসারে স্বধর্ম ত্যাগ করিয়া পর ধর্মানুগত হইয়া নীলবর্ণ শৃগালের ন্যায় হত হইওনা।

নির্বাণানন্দ। হে উপাধ্যায়! ইহাতে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখি। ঐ নীলবর্ণ শৃগাল কিরূপে পর কর্তৃক নিহত হইয়াছিল, তাহা জানিতে ইচ্ছা হয় উপদেশ করুন্।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস! দৈবায়ত্ত নীলকরদিগের নীলের কুণ্ডমধ্যে পতিত হইয়া কোন এক শৃগাল, সুচিক্কণ নীলের দ্যুতিমান্ নীলবর্ণ হয়। একদা পিপাসাকুল হইয়া ঐ শৃগাল জলপানার্থ এককূপের নিকট গিয়া সুস্থির স্বচ্ছ কূপ সলিলে আপন প্রতিচ্ছায়াকে শোভন নীলবর্ণ দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। হা পরমেশ্বর! তুমিই ধন্য। তুমি আমাকে কি অদ্ভুত নিরুপমনীয় রূপ প্রদান করিলে, আমাদিগের শৃগাল জাতিমধ্যে কোন শৃগালকেও এরূপ মনোহর রূপ বিশিষ্ট দেখিতে পাইনা। এইরূপে আত্ম মনে আলোচনা করিতেং রূপ মদে মত্ত হইয়া মনের নিশ্চয় করিল, যে আমি নিতান্তই ঈশ্বরানুকম্পিত হইয়াছি, নতুবা আমার এরূপ রূপসম্পদ ঘটিবার সম্ভাবনা কি? যখন পরমেশ্বর আমাকে আশ্চর্য্যময় বর্ণ যুক্ত করিলেন, তখন আমি আর কোন পশুর অধীনে থাকিতে ইচ্ছা করিনা। পশু রাজ্যের চক্রবর্ত্তী হইয়া সকল পশুকে আত্ম নিয়োগাধীন করিয়া রাখাই বিহিত বিবেচনা সিদ্ধ হয়।

এতৎ আলোচ্য গোমায়ুরাজ, পশুরাজ সিংহ সকাশে পরমো-ল্লাসে উপস্থিত হইল। মৃগরাজও অনুপম নবীন নীল নীরদ কলেবর পশুরূপ দর্শনে বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে নিকটবর্ত্তী শার্দ্দূল রাজ মন্ত্রীকে আগত পশুর পরিচয় গ্রহণেচ্ছায় আদেশ করিল। হে মন্ত্রীরাজ, আগত ব্যক্তির পরিচয় গ্রহণ করহ, উহার পাদ বিক্ষেপে বিক্রমশালী বলিয়া উপলব্ধি হয়, এ ব্যক্তি, কে, কোথা হইতে কি কারণে মৎসন্নিধানে আগমন করিতেছে। রাজাজ্ঞা বশবর্ত্তি শার্দ্দূলরাজ, অতি সত্বরে শৃগাল পুরত উপস্থিত হইয়া সম্মুখে জিজ্ঞাসা করিল। মহাশয়! আপনি কে! কোন স্থান হইতে এস্থানে কি কারণে আপনার আগমন হইতেছে।

ধূর্ত্ত জম্বুকরাজ তদ্বাক্য শ্রবণে স্মেরানন হইয়া কহিল, আমি পরমেশ্বর প্রেরিত, মৃগরাজের নিকট কিঞ্চিৎ প্রয়োজন আছে, তাহা তাঁহারই অগ্রে ব্যক্ত করিয়া কহিব। এতৎশ্রবণে দ্বিপী-বর, রাজাজ্ঞানুসারে শঠরাজকে রাজ সভায় প্রবেশ করাইল, পশুরাজও সম্ভ্রমের সহিত গ্রহণ করতঃ অতি সম্মানপূর্ব্বক স্বসিংহাসনে তাহার সহিত উপবিষ্ট হইলেন। অনন্তর জম্বুক রাজ দর্পের সহিত পশুরাজকে ভৎসন করিয়া এই কথা কহিতে লাগিল। যে তুমি অতি অনিপুণ, রাজ্য শাসন বিষয়ে তোমার অনেক ত্রুটি হইতেছে, একারণ জগদীশ্বর আমাকে পশুরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া পাঠাইলেন। তুমি রাজ সিংহাসন আমাকে প্রদান করিয়া পরিচারকরূপে আমার আজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়া থাক, যদি না থাক এবং আমার বাক্য অগ্রাহ্য কর, তবে আমি ত্বরায় পরমেশ্বরের নিকট গিয়া পুনরাবেদন করিব। তখন স্ববর্ণ ভ্রষ্ট দুষ্ট শৃগালকে শৃগাল বলিয়া উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, যথার্থই ঈশ্বরানুগ্রহীত রূপে নিশ্চয় করতঃ ভীত প্রযুক্ত মৃগরাজ, আর বিশেষ কারণানুসন্ধান না করিয়া তদুক্তি মতেই তাহাকে স্বীয় সিংহাসন প্রদান করিলেন, এবং তদাজ্ঞা-মতে আপনিও ভৃত্যবৎ তাহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কূটধর্ম্মী ঐ শৃগাল আত্মচিত্তে অবধারণা করিল, যে আমার কুহকজালে আপতিত হইয়া পশুপতি একালপর্য্যন্তও

আমাকে শৃগাল বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে নাই, এবং উপলব্ধি করিবারও কোন কারণ দেখিতে পাই না। কেবল এক মাত্র জানিবার এই বলবৎকারণ আছে, যে শৃগালের ডাক শুনিলেই শৃগাল ডাকে, যখন বনমধ্যে শৃগাল ধ্বনি হইবে, তখন আমি কি প্রকারে বিধি নিবন্ধনের শৈথিল্য করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বনে রাজ সিংহাসনে বসিয়া স্থির থাকিতে পারিব? অতএব অগ্রেই ইহার উপায় করিতে হয়। এতদ্বিবেচনায় ধূর্ত্তরাজ সিংহের প্রতি দৃঢ়রূপে এই আদেশ করিল, যে যেনেহনে তুমি এইরূপ রাজঘোষণা দাও যে অদ্যাবধি এই রাজ্যে কোন শৃগাল ডাকিতে না পারে। যদি আমি শৃগাল রব শুনিতে পাই তবে অবিলম্বে এই পৃথিবীকে রসাতল গামিনী করিব। এতদাজ্ঞামত করীন্দ্রশক্র রাজাজ্ঞানুসারে চরদ্বারা বন প্রদেশে ঘোষণা দিয়া রাজাজ্ঞা প্রচার করিল। তদবধি এককালেই প্রায় শৃগাল সব নিরব হইল।

এইরূপে কিয়দ্দিন অবসান হইলে পর দৈবাৎ এক দিবস প্রদোষ সময়ে কোন স্থানে একটী শৃগাল স্বরবে চিৎকার করিয়া উঠিল, তদ্ধ্বনি শ্রবণ বশতঃ আরং শৃগাল সকলও এক কালে ডাকিতে লাগিল। তখন স্ববর্ণত্যাগী পরবর্ণধারী কূটাচারী নীলবর্ণক নিরুপায় হইয়া বিধি নিয়োগাধীন ধৈর্য্যাবলম্বনে অশক্ত বিধায় সিংহাসন হইতে ভূতলে অবতীর্ণ হইয়া পুচ্ছ প্রসারিত করিয়া শৃগাল রবে ডাকিতে আরম্ভ করিল। তদ্ধ্বনিশ্রবণ মোহিত মৃগরাজ উপলব্ধি করিল, যে এই দুষ্টাত্মা প্রতারক, শৃগাল ভ্রষ্ট, নষ্ট বঞ্চনা মূলক প্রবোচনায় কত দিন এই সুদুর্ল্লভ রাজ্য সুখ সম্পদ ভোগ করিতেছিল. অতএব এ পাপাত্মাকে বিনাশ করিতে আর ক্ষণকালও বিলম্ব করা কর্ত্তব্য হয় না। ইহা বলিয়া তৎক্ষণমাত্রেই করজ কুলিশনিপাতে ভণ্ডশৃগাল কলেবরকে খণ্ড বিখণ্ড করতঃ শমনসদনে প্রেরণ করিয়া পুনর্ব্বার স্বসিংহাসনে অধ্যারূঢ় হইল।

বৎস বিদ্যানন্দ! এই আখ্যায়িকার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিহ, কেবল শৃগাল সিংহের কথার ন্যায় উপন্যাস নহে, যাহারাই স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পরধর্ম্মে রত হইবে, তাহাদিগেরও এইরূপ

অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ নাই। স্বধর্ম্মে পরাঙ্মুখ ব্যক্তিকে যদিও নানা শাস্ত্রে সম্পন্ন, কি ধন জনাদিতে আবৃত থাকিতে দেখা যায়, তথাপি বিদ্বান্ সুবিচক্ষণ পণ্ডিতগণেরা তাহাকে মূর্খ ব্যতীত পণ্ডিত কখনই বলেন না। অতএব অধর্ম্মের প্রতি অপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নম্রস্বভাবাপন্ন হও।

ধর্ম্মং শনৈঃসংচিনুয়াৎ বল্মীকমিবপূর্ত্তিকাঃ।
পরলোকসহায়ার্থং সর্ব্বভূতান্যপীড়য়ন্ ।। মনুঃ।

অজ্ঞান দ্বারা পরকালের সাহায্যার্থে কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবে, যেমন উইকীট পিপিলীকা বিশেষ, তাহারা অল্পে অল্পে মৃত্তিকা সঞ্চয় করিয়া স্তূপাকার করে।

ইহার্থে এই উপদেশ করিতেছি, কোন জীবের অপকার না করিয়া অপ্রতারণা পূর্ব্বক ধনোপার্জ্জন করতঃ ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবে।

ষষ্ঠ চমক।

বিজ্ঞানানন্দ বিষয়ানন্দকে সম্বোধন করিয়া কহিতেছেন; অরে বৎস! এমত কর্ম্ম করিবে, যাহাতে কোন উৎকট চিন্তায় আপন্ন হইতে না হয়, এবং রাত্রিতেও সুখে নিদ্রা ভজনা করিতে পার। যে চিন্তাগ্রস্ত জীবের নিদ্রা না হয়, তাহাকেই বিদ্বানেরা দীর্ঘপ্রজা-গর কহেন।

বিষয়ানন্দ। হে গুরো! আমরা আপনার মুখেই প্রজাগর নাম শুনিলাম, পূর্ব্বে এই প্রজাগর শব্দটি আমারদিগের কখন শ্রুতি কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। অতএব, কি কি কর্ম্ম করিলে মনুষ্য হৃদয়ে দীর্ঘ প্রজাগর প্রবিষ্ট হয়, তাহা বিস্তার করিয়া উপদেশ করুন, শ্রবণ করিয়া আমরা সাবধান হই।

বিজ্ঞানানন্দ। যে কারণে মনুষ্য হৃদয়ে দীর্ঘ প্রজাগর প্রবিষ্ট

হয়, আর যাহাতে দিবা রাত্রির মধ্যে সুখ নিদ্রা ভজনা করিতে না পারে। তাহা মহাভারতীয় প্রমাণে উপদেশ করিতেছি, যদি তাহার মর্ম্ম হৃদয়ে ধারণা করিতে পার, তবে কোনক্রমেই তোমাদিগের হৃদয় মধ্যে দীর্ঘ প্রজাগর প্রবিষ্ট হইতে পারিবেক না, যদিও কোন কারণ বশতঃ কদাচিৎ প্রজাগর প্রবিষ্ট হয়, তথাপি সে বহুক্ষণ হৃদয়ে অবস্থিত হইবেক না। সুতরাং উৎকট চিন্তাজ্বর হইতে পরিমুক্ত হইবার ঔষধ ইহার অপেক্ষা আর নাই।

যে কালে পাণ্ডবেরা অজ্ঞাত বাস হইতে উত্তীর্ণ হইয়া বিরাট রাজ্যে বাস করেন, সেই কালে পুনঃ স্বরাজ্য প্রাপ্তির আকাংক্ষায় রাজা যুধিষ্ঠির সন্ধি বন্ধনার্থ দুর্য্যোধনের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কুসংস্কার পরবশতাপ্রযুক্ত রাজা দুর্য্যোধন রাজ্য প্রদানে অসম্মত হওয়াতে প্রজ্ঞা চক্ষু রাজা ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়ে সহসা প্রজাগর আসিয়া প্রবিষ্ট হইল। সেই মহতী চিন্তায় মগ্ন হইয়া নিকটবর্ত্তিশিষ্টসম্মত মন্ত্রী বিদুরকে অন্ধ রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন। অরে বিদুর। তুমি আমাদিগের রাজর্ষিবংশে পরমবিচক্ষণ, ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান জন্মিয়াছ, তোমাকে আত্মদুঃখ কহিতেছি, সংপ্রতি আমি যে রূপ চিন্তানলে দন্দহ্যমান হইতেছি তাহা কথনে পর্য্যাপ্তি হয় না। অধিক আর কি বলিব, আমি দিবা রাত্রির মধ্যে কোন এক সময়েই সুখ নিদ্রা ভজনা করিতে পারি না, অতএব তোমাকে জিজ্ঞাসা করি ইহার কারণ কি? তুমি বুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মার্থ কুশল, যে নিমিত্তে মনুষ্য হৃদয়ে দীর্ঘপ্রজাগর প্রবেশ করে, তাহা ব্যক্ত করিয়া আমাকে কহ। মহা বিচক্ষণ, ত্রিকালবিৎ, সুদীর্ঘদর্শী বিদুর ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া প্রজাগর কারণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

অভিযুক্তং বলবতা দুর্ব্বলং হীনসাধনং।
হৃতস্বং কামিনং চৌরমাবিশন্তি প্রজাগরং॥

হে মহারাজ! যে ব্যক্তি দুর্ব্বল হইয়া বলবানের সহিত

বিরোধে অভিযুক্ত হয়। আর যে ব্যক্তি অপকৃষ্ট কর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত থাকে। যে পুরুষ কামী হয়, এবং যাহার ধন অপহৃত হয়, কিম্বা চৌর্য্যবৃত্ত্যুপজীবী যে হয়। তাহার হৃদয়ে দীর্ঘপ্রজাগর প্রবেশ করে। তন্নিমিত্ত সেই সকল কদর্য্যকর্ম্মকৃৎ পুরুষেরা দিবা রাত্রির মধ্যে কোন সময়েই নিদ্রা ভোগ করিতে শক্ত হয় না।

কচ্চিদেতৈর্ম্মহাদোষৈ র্ন স্পৃষ্টোসিনরাধিপ।
কচ্চিচ্চ পরবিত্তেষু গৃধ্যন্ন পরিতপ্যসে॥

হে মহারাজ! আপনি এই সকল মহাদোষের মধ্যে কোন্ দোষে না লিপ্ত আছেন? আর পরবিত্তহারীই বা না হইয়াছেন? যে তাহাতে সুদীর্ঘ চিন্তায় পরিতপ্ত না হইয়া সুখ নিদ্রা ভজনা করিবেন। বিদুর কর্ত্তৃক এরূপ ভৎর্সিত হইয়া রাজা ধৃতরাষ্ট্র পুনর্ব্বার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেছেন।

শ্রোতুমিচ্ছামিত্তেধর্ম্মং পরংনৈশ্রেয়সংবচঃ।
অস্মিন্রাজর্ষি বংশেহিত্বমেকঃ প্রাজ্ঞসম্মতঃ॥

হে বিদুর! তোমার নিকট পরম কল্যাণ কর ধর্ম্ম কথা শুনিতে আমার ইচ্ছা হয়। যেহেতু আমাদিগের এই রাজর্ষি বংশে পণ্ডিতসম্মত এক পুরুষমাত্র তুমিই আছ। জ্যেষ্ঠভ্রাতা ধৃতরাষ্ট্র কর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া বিদুর হর্ষবিষাদে কহিতে লাগিলেন। হর্ষের কারণ, জ্যেষ্ঠভ্রাতা অনেক সমাদরে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। বিষাদের কারণ, যথার্থ ধর্ম্ম কথা কহিলে তাঁহার মনে অনেক ক্লেশ জন্মিবে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর না করিয়া থাকিতে পারিলেন না।

অরে বৎস বিস্ময়ানন্দ! বিদুর মহাশয় ধৃতরাষ্ট্রকে যে সকল কথা কহিয়াছিলেন সংক্ষেপতঃ তাহার স্বরূপার্থ ধারণা কে করে! এমত যোগ্য পুরুষ এই পৃথিবীমণ্ডলে এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদাপি সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন এক পুরুষ, তদ্বাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়া তন্মতে চলিতে পারে, তবে সে

ব্যক্তি এই ধরণীমণ্ডলের অলঙ্কার স্বরূপ হয়, এবং সর্ব্বজন সমাজে পণ্ডিত পদ বাচ্যেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

একয়াদ্বেবিনিশ্চিত্য ত্রীংশ্চতুর্ভির্ব্বশেকুরু।
পঞ্চজিত্বা বিদিত্বাষট্ সপ্তহিত্বাসুখীভব ॥

হে মহারাজ! এক এবং দ্বিতীয়কে বিশিষ্ট রূপে নিশ্চয় করিয়া তৃতীয় ও চতুর্থকে বশীভূত করতঃ পঞ্চকে জয় করিয়া, ষষ্ঠ জানিয়া, সপ্ত পরিত্যাগে সুখী হও।

বিদুরের এতদুক্তিতে ধৃতরাষ্ট্র চমৎকৃত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রে ভ্রাতঃ! তোমার এতৎ সঙ্কেত বাক্যের মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিলাম না, ইহার অভিপ্রায় স্পষ্টীকৃত করিয়া কহ। এতৎ শ্রবণে বিদুর মহাশয় কহিতেছেন, মহারাজ শ্রবণ করুন্।

একং বিষরসংহন্তি শস্ত্রেণৈকেনবধ্যতে।
সরাষ্ট্রং সপ্রজং হন্তিরাজানং মন্ত্রবিগ্রহঃ ॥

এক বিষরসপানে সমুদায় প্রাণীর প্রাণ নষ্ট হয়। এক অস্ত্র দ্বারা সকলকেই বিনাশ করিতে পারা যায়। সেইরূপ এক মন্ত্র বিগ্রহে সপ্রজ সরাজ্য রাজারে বিনাশ হয়, ইহাই নিশ্চয় জানিবেন।

একঃস্বাদুনভুঞ্জীত একশ্চার্থান্নচিন্তয়েৎ।
একোনগচ্ছেদধ্বানং নৈকঃসুপ্তেষুজাগৃয়াৎ ॥

উপাদেয় সুস্বাদু দ্রব্য লাভে একাকী ভোজন করিবে না। একাকী অর্থচিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। একাকী দূরপথে গমন করিবে না। অনেক সুপ্তের মধ্যে একা জাগিয়া থাকিবেক না।

নৈকঃস্বপ্যাচ্ছূন্য গেহে শয়ানং ন প্রবোধয়েৎ।
নোদক্যয়াভি ভাষেত যজ্ঞং গচ্ছেন্নচাবৃতঃ ॥

একলা শূন্যগেহে শয়ন করিবে না। এবং নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগাইবে না। রজস্বলাস্ত্রীর সহিত আলাপ মাত্রও করিবে না। বিনাহ্বানে যজ্ঞে গমন করিবে না।

সৈবৈকা স্বর্গস্য সোপানং পারাবারস্য নৌরিব।
একঃ ক্ষমাবতাং দোষো দ্বিতীয়োনোপপদ্যতে॥

এক ক্ষমাই স্বর্গের সোপান স্বরূপ, যেমন একা নৌকা পারাবার সন্তরণের উপায় নির্দ্দিষ্ট হয়। একা ক্ষমা জগৎ বশীকরণী হন, কিন্তু সেই ক্ষমার একমাত্র দোষ, দ্বিতীয় দোষ নাই।

যদেনং ক্ষময়াযুক্ত মশক্যং মন্যতেজনঃ।
কস্যদোষো নমন্তব্যঃ ক্ষমাহি পরমং বলং।
অক্ষমাবান্ পরং দোষৈরাত্মানং চৈবযোজয়েৎ॥

ক্ষমাবানের এই মাত্র দোষ; যে অসজ্জনেরা অশক্ত বলিয়া অবজ্ঞা করে। ফলিতার্থ অসতের কাছে কে নির্দ্দোষী আছে? তাহারা জগতীতলে কার প্রতি না দোষারোপ করে? কিন্তু তাহাতে ক্ষমাযুক্ত ব্যক্তির হানি নাই, ক্ষমাই পরম বল।

ক্ষমাশীল ব্যক্তি কখন অবসন্ন হয় না। সাধ্যমতে অপকারির প্রতি অপকার না করার নাম ক্ষমা। অক্ষমাবান্ পুরুষ সর্ব্ব প্রকার দোষে আপনাকে যুক্ত করে, অর্থাৎ ক্ষমাহীন ব্যক্তির সর্ব্বদা সর্ব্বপ্রকারে আপৎ উপস্থিত হয়।

একোধর্ম্মঃ পরংশ্রেয়ঃ ক্ষমৈকা শক্তিরুত্তমা।
বিদ্যৈকা পরমাদৃষ্টি রহিংসৈকা সুখাবহা॥

এক ধর্ম্মই পরম কল্যাণদায়ক হন্। একাক্ষমাই উত্তমাশক্তি হন্। একা বিদ্যাই পরম চক্ষুর স্বরূপা, একা অহিংসাই সর্ব্ব প্রকার বিশুদ্ধ সুখকে বহন করেন।

দ্বিতীয় বিনিশ্চয়।

দ্বেকর্ম্মণী নরঃ কুর্ব্বনস্মিন্‌লোকে বিরোচতে।
অব্রুবন্ পরুষং কিঞ্চি দসতো নার্চ্চয়ং স্তথা॥

অকটু বাক্য প্রয়োগ আর অসতের অনাদর। এই এই দুই কর্ম্ম করিলে মনুষ্য মাত্র ইহলোকে বিরোচমান হয়।

অর্থাৎ যে ব্যক্তি কাহাকে রুক্ষ বাক্য না কহে, আর অসৎসঙ্গে রুচি না করে। সেই ব্যক্তি এই ধরণীমণ্ডলে সমস্ত জনমাঝে সভারূপে সর্ব্বদাই দেদীপ্যমান্ থাকে॥

দ্বাবিমৌ কণ্টকৌতীক্ষ্ণৌ শরীর পরিশোষিণৌ।
যশ্চাধনঃ কাময়তে যশ্চকুপ্যত্যনীশ্বরঃ॥

যে ব্যক্তি নির্দ্ধন হইয়া আঢ্যের মত চালিতে অভিলাষ করে। এবং কোন ঈশ্বরতা নাই অথচ সকলের প্রতি কোপ করে। এই দুই কর্ম্ম কর্ত্তার শরীর শোষক তীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ হয়॥

অর্থাৎ ধন নাই ধনীর মত কর্ম্ম করিতে কামনা করিলে, আর কোন ক্ষমতা নাই অথচ পরের প্রতি কোপ করিলে, কেবল আপনারই শরীর জ্বালাতে ঝালা পালা হয়। সুতরাং এই দুই কর্ম্মকে শাস্ত্রে তীক্ষ্ণ কণ্টক স্বরূপ কহিয়াছেন। মনে প্রভুত্ব ধনব্যয় করিবার নিমিত্ত কর্ম্মারম্ভ করিয়া শেষে ধনের অকুলানে বিষম জ্বালা উপস্থিত হয়। সেইরূপ আপনার প্রভুতা না থাকিলে অপরের প্রতি কোপ করিলে, তাহার কিছু হানি হয় না, কেবল মনোগ্নি তাপে আপনারই শরীর দগ্ধ হয়। অতএব আপনার ক্লেশদায়ক এই দুই কর্ম্ম কদাচ কর্ত্তব্য নহে।

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ রাজন স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ।
প্রভুশ্চ ক্ষময়াযুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্॥

যে ব্যক্তির প্রভুত্ব আছে অথচ ক্ষমাযুক্ত, আর যে ব্যক্তি দরিদ্র

হইয়াও দাত, এই উভয় ব্যক্তি মর্ত্যলোকে থাকিয়াও স্বর্গের উপরিস্থিত হয়॥

অপকারির প্রতি অপকার করিতে ক্ষমতা থাকিলেও তাহার অপকার করে না, এমত ক্ষমাবান্ ব্যক্তিকে, আর আপনার উদর ভরণার্থ ক্লেশে উপায়ন আহরণ করিয়াও অতিথিকে না খাওয়াইয়া খায় না, এমত দরিদ্র ব্যক্তিকেও স্বর্গের উপরিস্থ কহিতে হয়।

ন্যায়াগতস্য দ্রব্যস্য বোদ্ধব্যো দ্বাব্যতিক্রমৌ।
অপাত্রে প্রতিপত্তিশ্চ পাত্রে চা প্রতিপাদনং॥

ন্যায়োপার্জ্জিত ধনের এই দুই ব্যতিক্রম হয়, অপাত্রে প্রদান, সৎপাত্রে অপ্রদান। কেননা বহু ক্লেশোৎপাদ্য বস্তুর এক দলে কর্ম্মে নিঃস্বার্থকতা হয়॥

অতএব বিষয়ানন্দ! এই উপদেশ সকল হৃদয়ে এরূপ ধারণ করিবে, যেন প্রাপ্ত বয়সে কার্য্যকালে বিস্মৃত না হও।

তৃতীয় কর্ম্ম বশীকরণ।

ত্রয়োপায়া মনুষ্যাণাং শ্রূয়ন্তে ভরতর্ষভ।
কনীয়ান্মধ্যমঃ শ্রেষ্ঠ ইতিবৃত্ত বিদো বিদুঃ॥

মনুষ্যদিগের উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ রূপে ত্রিবিধ প্রকার উপায় আছে, ইহা শাস্ত্রে শ্রবণ হইতেছে। ভবানদিদ বিদ্বানেরা ইহার মর্ম্ম বিশেষ জানেন।

ত্রিবিধাঃ পুরুষারাজন্নুত্তমাধম মধ্যমাঃ।
নিযোজয়ে দ্যথাবৃত্তাং স্ত্রিবিধেষেব কর্ম্মসু॥

পূর্ব্বোক্ত ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্ম যেরূপ উক্ত হইয়াছে সেইরূপ উত্তমাধম মধ্যম রূপে মনুষ্যও ত্রিবিধ প্রকার হয়। অতএব স্বভাবানুসারে ত্রিবিধ ব্যক্তিকে ত্রিবিধ কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। অর্থাৎ পাত্রও কর্ম্ম, এতদুভয়ের বিচার করিয়া উত্তম স্বভাব যাহার তাহাকে উত্তম কর্ম্মে, মধ্যম স্বভাব যাহার তাহাকে

মধ্যম কর্ম্মে, অধম স্বভাবাপন্নকে অধম কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেক। ইহার অন্যথা করিলে কর্ম্মের সম্পাদনীয় ফলের নিয়তই ব্যাঘাত জন্মিবার সম্ভাবনা।

এয় এব ধনারাজন্ ভার্য্যাদাস স্তথাসুতঃ।
যস্তেসমধি গচ্ছান্তি যস্যাতে তস্য তদ্ধনং॥

ইহলোকে ভার্য্যা, পুত্র, ভৃত্য, এই তিনকে ধন বলিয়াছেন। যাহার ধন নাই তাহার যদি ইহারা আজ্ঞানুবর্ত্তী হয়, তবে সেই তাহার ধন।

অর্থাৎ ইহলোকে ধনব্যতীত কোন সুখ ভোগ হয় না, কিন্তু যাহার ভৃত্য পুত্র কলত্র বশবর্ত্তী থাকে, তাহার বিনাধনেও ধনীর অপেক্ষা সুখ সংযোগ হয়। যদি অবশ্য ভার্য্যা, অবশ্য পুত্র, অবশ্য ভৃত্যাদি হয়, তবে প্রভূত ধন থাকিলেও দুঃখের অবধি থাকে না।

অতএব! বৎস বিনয়ানন্দ! উপরি উক্ত শ্লোকত্রয়ের মর্ম্ম বুঝিয়া যে ব্যক্তি চলে, সে ব্যক্তি উত্তম মধ্যম অধম, এই ত্রিবিধ লোককে তুষ্ট করিয়া মর্ত্তলোকে থাকিয়াও অমরলোকাধিবাসের উপযুক্ত সুখ ভোগ করে।

দোষত্রয় কথন।

হরণঞ্চ পরস্বানাং পরদারাভিমর্ষণং।
সুহৃদশ্চ পরিত্যাগ স্ত্রয়োদোষা ভয়প্রদাঃ॥

পরধন হরণ, পরদারাগমন, সুহৃৎগণের পরিত্যাগ করণ, এই কর্ম্মত্রয় অত্যন্ত দোষাবহ, এবং ভয়ঙ্কর হয়।

অরে বৎস! বিনয়ানন্দ! এই তিন কর্ম্ম কেবল ইহলোকেই ভয়প্রদ এমত নহে, পরলোকেও যম যন্ত্রণাদি বিশেষ ভয়প্রদ হয়, অতএব বাল্যকালাবধি সাবধান না হইলে যৌবনকালে অবশ্যই দোষত্রয়ে লিপ্ত হইতে হয়। ইহলোকে ইহার ফল প্রত্যক্ষই দর্শন হইতেছে। পরস্ব হরণ করিলে সকল লোকেই কুযশ

গান করে, এবং জুয়াচোর অথবা চোর বলিয়া সকলে ঘৃণা করে, আদর বা বিশ্বাস কেহই করেনা, কাহার বাটিতে আইলে সকলেই শঙ্কা করে, সুতরাং চোরের সহ আলাপ করিতে কেহ সম্মত হয় না। সে ব্যক্তিও স্বয়ং সর্ব্বদা এক সমাজে সমান অবস্থা দেখাইতে পারেনা, এবং দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়েই চৌরব্যক্তি নিঃশঙ্ক থাকিতে পারেনা। ভদ্রলোকে তাহার সংসর্গ করিতে ভীত হয়। পরদারা হরণ অতি জঘন্য কর্ম্ম, লোকের নিকট কুযশ, আয়ুরহানি, বলহানি, ধনহানি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে।। অত্যন্ত পরদার সেবাতে যুবাকালেই জরাগ্রস্ত হয়, এবং কোন সময় সঙ্কটাপন্ন হইয়া মৃত্যুপথেও আরোহণ করে। ধাতুক্ষয় জন্য ক্ষয়কাশ রাজযক্ষ্মাদি রোগও পরদারকৃৎপুরুষে প্রবেশ করে। সুহৃৎবর্গের পরিত্যাগ করা অতি গর্হিত কর্ম্ম, তাহাতে লোকের নিকট অনুরাগ থাকে না. ভূমিষিক্ত জনসমাজে নির্ব্বোধ হইতে হয়. সুহৃৎগণের সাহায্য না পাইলে বিপৎকালে পরিমুক্তি পায়না। প্রতি পদেহ বিপদ ঘটিবারই সম্ভাবনা, অতএব কোন ক্রমেই সুহৃৎ বর্গকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে।

অত্যাজ্যত্রয়।

ভক্তঞ্চ ভজমানঞ্চ তবাস্মীতি চ বাদিনং।
ত্রীনেতান্ শরণপ্রাপ্তান্ বিষমেঽপি নসংত্যজেৎ।।

অনুগত ভক্ত, আশ্রিতভোজক, আর আমি তোমার এবাক্য অকপটে কহে, এই তিন ব্যক্তিই শরণাপন্ন হয়। আপনি বিষমস্থ হইলেও ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিবেক না।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভ স্তস্মাদেতত্ত্রয়ংত্যজেৎ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, এই তিন নরকের দ্বার, আত্মনাশের কারণ হয়। অতএব যত্নপূর্ব্বক এই তিনকে পরিত্যাগ করিবেক।

কামকে ত্যাগ করিতে না পারিলে, সকল কুৎসিত কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে হয়, এবং কামেন্দ্রিয় অতি দুর্জ্জয়, এসকল অনর্থকে ঘটায়, গম্যাগম্য বিচার করিবার সামর্থ্য থাকে না, কন্যা বধূ শ্বশ্রূ ভগনীত্যাদি অগম্যা স্ত্রীকেও কামুক ব্যক্তি বলাৎকার করিয়া থাকে কামে উন্মত্ত হইয়া কত কত লোকে বিমাতৃ প্রভৃতিতেও গমন করিয়াছে।

ক্রোধ অত্যন্ত অপকৃষ্ট ইন্দ্রিয়. ক্রোধের পরবশ হইলে, সকল অনর্থই ঘটিয়া থাকে। ক্রোধে প্রথমতঃ গাত্রের শোণিতকে উষ্ণ করে, চক্ষু রক্তবর্ণ হয়, প্রতি লোমকূপে শোণিতাগত হয়, এবং চক্ষু কর্ণাস্য নাসিকাদি জ্বালা নির্গত হয়, তজ্জন্য ক্রোধ কর্ত্তার শরীর দগ্ধ হয়। দ্বিতীয়তঃ ক্রোধভরে নিরপরাধি ব্যক্তিরও অপকার করিয়া থাকে, ক্রোধে দেব ব্রহ্মণাদিকে অমান্য করিয়া দুষ্কৃত লাভ করিতে হয়। অপর আর অধিক কি কহিব? ক্রোধবশে কত শত ব্যক্তি আপনার চিরজীবনীয় ধনে বঞ্চিত হইয়া গিয়াছে ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর রিপু। অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা সকলেরই বিহিত কর্ম্ম হয়।

লোভ যেমন পাপিষ্ঠ ইন্দ্রিয় এমত পাপিষ্ঠ ইন্দ্রিয় আর নাই। প্রথমতঃ লোভ প্রবেশ মাত্রেই বুদ্ধি নাশ করে। বুদ্ধিনাশ হইলে হিতাহিত বোধ শক্তি থাকেনা, বোধের অভাবে সকল অপকর্ম্মই করিয়া থাকে। মনুষ্য শরীরের প্রধান ছিদ্র লোভ, যেমন সছিদ্র কলসের জল সেই ছিদ্র দিয়া নির্গত হইয়া কলস শূন্য হয়, সেইরূপ লোভ দ্বার দিয়া মনুষ্যের বুদ্ধি নির্গত হইয়া যায়, লোভি ব্যক্তির আচার বিচার ধর্ম্ম কর্ম্ম জাতি কুল কিছুই রক্ষা পায় না। দেখ ধন লোভে দেবস্ব ব্রহ্মস্ব প্রভৃতি সকলই অপহরণ করে, রতি লোভে সকল স্ত্রীতেই গমন করিয়া থাকে, আহারের লোভে যবন ম্লেচ্ছ প্রভৃতি হীন জাতির বিচার থাকেনা, অনায়াসেই সর্ব্বাম্ন ভোজনে জাতি হারাইয়া পরকালের ধর্ম্মে বঞ্চিত হয়। অতএব লোভ দমন করা সকলেরই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

বাহ্য বিষয়ানন্দ। উল্লিখিত এই তিন কর্ম্ম যদিও আরব্ধকালে

কথঞ্চিৎ সুখপ্রদ বলিয়া কাহার বোধ হয়, কিন্তু পরিণামে যে সমস্ত প্রকার অকল্যাণ ঘটে তাহাতে কোন সংশয় মাত্র নাই।

চতুর্থ কর্ম্ম ত্যাগ।

চত্বারি রাজ্ঞাতু মহাবলেন বর্জ্জ্যান্যাহুঃ পণ্ডিতা
স্তানি বিদ্যাৎ। অল্প প্রজ্ঞৈঃ সহমন্ত্রং ন কুর্য্যাৎ
ন দীর্ঘ সূত্রৈরলসৈ শ্চারণৈশ্চ॥

মহাবল বিশিষ্ট রাজা হইলেও তৎকর্ত্তৃক চারি কর্ম্ম বর্জ্জনীয়, তাহা পণ্ডিতেরা জানিয়া কহিয়াছেন। অল্প বুদ্ধি ব্যক্তির সহিত কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিবে না। দীর্ঘ সূত্র ব্যক্তির সহিত কোন গুরুকর্ম্মে রত হইবে না। আলস্যযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা ধর্ম্মাদি কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইবে না। আর লোভি ব্যক্তি দ্বারা কোন দৈবকর্ম্ম করিবেক না।

অপিচ, অল্পবুদ্ধি, দীর্ঘসূত্রী, অলস ব্যক্তি, এবং লোভি ব্যক্তির সহিত কোন বিষয়ের মন্ত্রণা করিবে না। অর্থাৎ। মূর্খের সহিত মন্ত্রণায় কার্য্য বিনষ্ট হয়। দীর্ঘ সূত্রের সহিত মন্ত্রণায় কার্য্য সম্পন্ন হওয়া দুঃসাধ্য। অলস ব্যক্তির সহিত মন্ত্রণায় কার্য্য সিদ্ধ হয় না। লোভীর সহিত মন্ত্রণায় অপরের নিকট প্রকাশ হইবার সম্ভাবনা থাকে।

সম্পদ্যতাঞ্চ সংকল্পো মনুভাবশ্চ ধীমতাং।
বিনয়ঃ কৃতবিদ্যানাং বিনাশং পাপকর্ম্মণাং॥

সম্পত্তি বিশিষ্ট মানস মাত্রেই কর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বুদ্ধিমান ব্যক্তি দিগের অনুভবের অন্যথা হয় না। বিদ্যাসম্পন্ন ব্যক্তিরা বিনয়ী হয়। পাপকৃৎ লোকেরা বিনাশ পায়॥

অতএব, বৎস বিদ্যানন্দ! এই চারি কর্ম্মের ফলধারণার নিমিত্তে উপরিষ্ট প্রমাণ গুলিকে কণ্ঠস্থ করহ। বিনাভ্যাসে বিদ্যা ফল প্রদায়িনী হয় না।

করণীয় পঞ্চম কর্ম্ম।

পঞ্চাগ্নয়ো মনুষ্যেণ পরিচর্য্যা প্রযত্নতঃ।
পিতামাতাগ্নিরাত্মা চ গুরুশ্চ ভরতর্ষভ॥

সমস্ত যত্নে মনুষ্যের পঞ্চাগ্নি সেবা করা কর্ত্তব্য। পিতা, মাতা, অগ্নি, আত্মা এবং গুরু, ইঁহারা সাক্ষাৎ অগ্নি স্বরূপ হন অন্যান্য।

পঞ্চৈব পূজয়েল্লোকে যশঃ প্রাপ্নোতি কেবলং।
দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংশ্চ ভিক্ষূনতিথি পঞ্চমান্॥

দেবগণের, পিতৃগণের, এবং মনুষ্যগণের, সন্ন্যাসীগণের, আর অতিথি, এই পঞ্চম পূজার সেবা, ইঁহাদিগের পরিতুষ্টি জন্মাইলে, ইহ পরলোকে নির্ম্মল যশোলাভ হয় মনু কহিয়াছেন।

পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্ত্যস্য ছিদ্রশ্চেদেক মিন্দ্রিয়ং।
ততোস্য স্রবতি প্রজ্ঞা ভিন্ন কুম্ভে যথা পয়ঃ॥

মনুষ্যের কাম ক্রোধ লোভ মোহ মাৎসর্য্য, এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে এক ইন্দ্রিয় লোভই ছিদ্র হয়। ঐছিদ্র দিয়া সেই রূপ বুদ্ধি স্রব হয়, যদ্রূপ সছিদ্র কুম্ভের জলস্রব হইয়া যায়॥

পঞ্চত্বানুগমিষ্যন্তি যত্র যত্র গমিষ্যসি।
মিত্রামিত্রাণি মধ্যস্থা উপজীব্যোপজীবিনঃ॥

যথা যথা গমন করিবে, তথা তথা মিত্র অমিত্র মধ্যস্থ উপজীব্য উপজীবিন সঙ্গেহ গমন করিবেক। অর্থাৎ আত্মপ্রকৃতির অনুসারে সকলদেশেই সকল ফল লাভ হয়।

অতএব নিয়মানন্দ! এই উপদেশের মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দেশ দেশান্তর গমনে ভীরুতা ত্যাগ করিহ। অর্থাৎ এমন মনে চিন্তা করা পুরুষের কর্ত্তব্য নহে, যে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশে গিয়া কিরূপে বন্ধু, বান্ধব বর্জ্জিত হইয়া কোন উপজীবিকায় বাস

করিব। তন্নিমিত্ত শাস্ত্রে কহিয়াছেন, মনুষ্যেরা যে সে দেশে গমন করুক সর্ব্বত্রেই শত্রু মিত্র বন্ধু বান্ধব উপজীব্য উপজীবন আছে। কেবল আপনং কর্ম্মানুসারে লোকের ফল ভোগ হইয়া থাকে এই মাত্র।

ষট্কর্ম্ম বিদিত লক্ষণ।

ষড় দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা।
নিদ্রা তন্দ্রা ভয়ং ক্রোধ মালস্যং দীর্ঘসূত্রতা ॥

যে সকল ঐশ্বর্য্যেচ্ছু ব্যক্তি, তাহাদিগের অতিনিদ্রা, অতি-তন্দ্রা অতিভয়, অতিক্রোধ, অতিআলস্য এবং দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় দোষকে অবশ্য ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

এই দোষে ঐশ্বর্য্যাগম হওয়া দূরে থাকুক্ প্রভূত ঐশ্বর্য্য শালি ব্যক্তি যদি এতদ্দোষের পরিহার না করে, তবে তাঁহাকেও ঐশ্বর্য্যে ভ্রষ্ট হইতে হয়। অতএব এই ছয় দুর্গাকরদোষের পরিত্যাগ করা মঙ্গলের কারণ॥

ষড়িমান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে।
অপ্রবক্তারমাচার্য্য মনধীয়ান মৃত্বিজং॥
অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাঞ্চাপ্রিয়বাদিনী।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতং॥

যে গুরু জ্ঞানখলতা প্রকাশে শোভন উপদেশ না করেন। যে পুরোহিত বিদ্যাধ্যয়ন না করেন। যে রাজা যথা বিধানে প্রজা পালন না করেন। যে স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হয়। যে গোরক্ষক গ্রাম ভিন্নস্থানে গোচারণ করিতে না যায়। অরণ্য বাসেচ্ছু যে নাপিত হয়। এই ছয় ব্যক্তিকে অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। যেমন সমুদ্র তরণেচ্ছু ব্যক্তি ভগ্নপোতকে পরিত্যাগ করে।

ষড়েবতু গুণাঃ পুংসা ন হাতব্যা কদাচন।
সত্যং দান মনালস্য মনুসূয়া ক্ষমাধৃতিঃ।
ষন্নামাত্মনি নিত্যানা মৈশ্বর্য্যাং যোধিগচ্ছতি॥

সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, ক্ষমা, ধৈর্য্য, এই ছয় মহাগুণ, ইহাকে ঐশ্বর্য্যাকাঙ্ক্ষু ব্যক্তি কোন ক্রমেই ত্যাগ করিবেক না। যাহার এই ছয় গুণ শরীরে নিত্য অবস্থিতি করে, সে ব্যক্তি অবশ্যই মহদৈশ্বর্য্য যুক্ত হয়॥

ষড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্ত্তং না বলোকনাৎ।
গাবঃসেবা কৃষি র্ভার্য্যা বিদ্যা বিষলসঙ্গতিঃ॥

পশু, সেবা, কৃষিকার্য্য, স্ত্রী, বিদ্যা, ম্লেচ্ছসংসর্গ, এই ছয়কে ব্যক্তি সাবধানে সর্ব্বদা অবলোকন করিবেক, এক মুহূর্ত্ত অবলোকন না করিলেই বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ পশু গবাশ্বাদি, সেবা, প্রভুর পরিচর্য্যা, কৃষি, চাসকর্ম্ম, আর আপনার স্ত্রী, ম্লেচ্ছ যবনাদির সহিত বাস করিতে হইলে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবেক, অনবধানতা হইলে ক্ষণ কালের মধ্যেই বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা। এবং বিদ্যালোচনা সতত করিবে, এক মুহূর্ত্ত আলোচনা না করিলে অনায়ত্ত হইয়া যায়।

ষড়েতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্ব্বোপকারিণঃ।
আচার্য্যং শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাশ্চ মাতরং॥
নারীং বিগতকামাশ্চ কৃতার্থাশ্চ প্রয়োজনং।
নাবং নিস্তীর্ণ কান্তারাং আতুরাশ্চ চিকিৎসকং॥

শিক্ষোত্তীর্ণ শিষ্য আচার্য্যকে, বিবাহানন্তর পুত্র মাতাকে, নিবৃত্তকাম পুরুষ স্ত্রীকে, কার্য্য সাধনানন্তর প্রয়োজনকে, নদ্যাদি পার হইয়া নৌকাকে, আরোগ্য হইলে বৈদ্যকে, প্রায়ই অবজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু ইঁহারা সকলেই পূর্ব্বোপকারী হন॥

অতএব বিজয়ানন্দ! এই উপদেশ করিলাম, তোমরা কখন পূর্ব্বোপকারি ব্যক্তি সকলের প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিহ না, যথা সাধ্য উপকারীর প্রত্যুপকার করিবে, অসমর্থ হইলে তাহাদিগের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া সর্ব্বদাই মান্য করিহ,

অতএব, কৃতঘ্ন পদের বাচ্য হইবে, কোন ক্রমে আপনার কল্যাণ পথের অবলোকন করিতে পারিবে না।

ঈর্ষী ঘৃণী ত্বসন্তুষ্টঃ ক্রোধনো নিত্য শঙ্কিতঃ।
পর ভাগ্যোপজীবীচ ষড়েতে নিত্য দুঃখিতাঃ॥

পরশ্রী কাতর ব্যক্তি ও ঘৃণাকর কর্ম্মকৃৎ পুরুষ, আর ক্রোধশীল জন, ও নিত্য শঙ্কাযুক্ত মনুষ্য, এবং পরভাগ্যোপজীবী এই ছয় ব্যক্তি নিত্য দুঃখিত হয়। অর্থাৎ ইহারদিগের সুখ কোন কালেই নাই॥

আরোগ্য মানৃণ্যমবিপ্রবাসঃ সদ্ভির্মনুষ্যৈঃ সহ সংপ্রয়োগঃ। স্বপ্রত্যয়া বৃত্তিরভীত বাসঃ ষড্‌জী বলোকস্য সুখানি রাজন্।

অঋণী, অপ্রবাসী, সাধুদিগের সহিত্তবাস, এবং কথোপকথন, আর আপনার প্রত্যয় জনিকাবৃত্তি, ভয় শূন্যস্থানে বাস, এই ছয় মনুষ্যলোকের সুখের নিমিত্ত হয়; অর্থাৎ এই ব্যক্তি নিত্য সুখে কাল যাপনা করে।

সপ্তম কর্ম্ম ত্যাগ লক্ষণ।

স্ত্রিয়োহক্ষা মৃগয়াপানং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ পঞ্চমং।
মহচ্চদণ্ডপারুষ্য মর্থদূষণমেবচ।

পরদারা হরণ, অক্ষদ্যূত ক্রীড়া, মৃগয়া, মদ্যাদিপান, কটুবাক্য প্রয়োগ, মার পীটকরণ, অন্যায় পূর্ব্বক অর্থোপার্জ্জন, এই সকল কর্ম্ম অতি গর্হিত, ইহা ত্যাগকরা সল্লোকের ন্যায্য কর্ম্ম হয়

পরদারাগমন করা ইহাতে বেশ্যাদির সঙ্গে আলাপ করা দূরে থাকুক, স্বদারেও অত্যন্ত আসক্ত হইবে না॥ ১॥

অক্ষক্রীড়া ভয়ঙ্কর কর্ম্ম,। অর্থাৎ পণ পূর্ব্বক ক্রীড়া যাহাকে জুয়াখেলা বলে। এই ক্রীড়ায় একদিনেই সর্ব্বস্ব নাশ হয় এবং ইহাতে অহরহ কলহ কলাপে আরত থাকিতে হয়।

মৃগয়া। অস্ত্র শস্ত্রাদি ধারণ পূর্ব্বক প্রাণীবধার্থ ভ্রমণ, ইহা অত্যন্ত নিষ্ঠুর কার্য্য।

পান। মদ্য, অর্থাৎ মত্ততা জনক দ্রব্য, এই মদ্য ত্রিবিধ প্রকারে ত্রিংশৎ সহস্র। সুরা, সম্বিত, আসব, গৌড়ী, পৌষ্টি, মাধ্বী, সুরা ত্রয়। আসব ফলোদ্ভব, তাড়ী এবং দ্রাক্ষাদি ফল নির্যাসে জন্মে। সম্বিৎ। গাঁজা, চরস, আহিফেণ, সিদ্ধি, তামাকু প্রভৃতি বহু সহস্র হয়। ইহা সকলই নিষিদ্ধ, বিশেষতঃ সুরা পান করা কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে, সুরাপানে জ্ঞান নষ্ট হয়, জ্ঞানহীনতা প্রযুক্ত সকল কুকর্ম্মই উপস্থিত হয়, এবং পান শীলের শারীরীক কি মানসিক কি পারিক সমস্ত বিক্রিয়া জন্মে,।

বাক্ পারুষ্য। গালাগালী করণ অতি দুরূহ কর্ম্ম। ইহাতে সকলেরই অপ্রিয় হইতে হয়। এবং তজ্জন্য সকলের সহিত সর্ব্বদাই বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। দণ্ড পারুষ্য মারপীট করণ। অতি হুড়ুক কার্য্য। ইহাতে হানি ব্যতীত কিছু মাত্র উপকার নাই, সকলেই গোঁয়ার বলে, এবং দাঙ্গাবাজ বলিয়া রাজাও তাহার প্রতি বিরক্ত হন্। যে ব্যক্তি মারপীঠ লইয়া সর্ব্বদা থাকে, সে ব্যক্তির নামে সতত অভিযোগ উপস্থিত হয়, তজ্জন্য রাজা দণ্ড করেন, সুতরাং অর্থাপচয় ঘটে, কখন বা শারীরীক দণ্ড জন্য কারাবদ্ধ থাকিতে হয়, অতএব একর্ম্ম করাতে ভদ্রতা রক্ষা পায় না।

অর্থ দূষণ অতি জঘন্য কর্ম্ম। অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ করার নাম অর্থ দূষণ। এই সমস্ত দোষের পরিগ্রহ করিলে আপনার সর্ব্বতো ভাবে অনিষ্টোৎপত্তি হয়, প্রসঙ্গতঃ অন্যেরও সমূদনিষ্ট জন্মিয়া থাকে। একারণ এই সপ্ত কর্ম্মের আচরণ করা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত নিষিদ্ধ হয়।

অষ্টম কর্ম্ম লক্ষণ।

অষ্টৌপূর্ব্ব নিমিত্তানি নরস্য বিনিশিষ্যতঃ।
ব্রাহ্মণান্ প্রথমংদ্বেষ্টি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুদ্ধ্যতে॥

ব্রাহ্মণস্বানিচাদত্তে ব্রাহ্মণাংশ্চ জিঘাংসতি।
রমতে নিন্দয়াচৈষাং প্রশংসান্নাভিনন্দতি॥
নৈনান্ স্মরতি কৃত্যেষু যাচিতায়াভ্যসূয়তি।
এতান্ দোষান্ নরঃপ্রাজ্ঞো বুদ্ধেদ্বুদ্ধ্যা বিবর্জ্জয়েৎ।

মনুষ্যের বিনাশ দশা উপস্থিতের পূর্ব্বে এই অষ্ট প্রকার দোষ নিমিত্ত স্বরূপ উদয় হয়। প্রথম ব্রাহ্মণের দ্বেষকরে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধে প্রবৃত্ত হয়,। তৃতীয় ব্রহ্মস্ব হরণে স্পৃহাকরে। চতুর্থ ব্রাহ্মণের হিংসাকরে এবং ব্রাহ্মণ শরীরে আঘাত করে। পঞ্চম, ব্রাহ্মণ নিন্দায় সুখী হয়,। ষষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখী হয়। সপ্তম, কোন কার্য্যোপলক্ষে ব্রাহ্মণকে স্মরণ করেনা, অর্থাৎ কিছুদিতে হইবে বলিয়া আহ্বান করেনা। অষ্টম ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিলে কিঞ্চিৎ দেওয়া থাকুক্ তিরস্কার করতঃ তাহার সমস্ত দোষের আবিষ্কার করে যে ব্যক্তি বুদ্ধিমান সেই আপন বুদ্ধিতে বুঝিয়া এই সকল বিনাশ কারণ মহান্ দোষেকে পরিত্যাগ করেন।

অষ্টাবিমানি হর্ষস্য নরো নীতানি ভারত।
বর্ত্তমানানি দৃশ্যন্তেতান্যেব সুসুখান্যপি॥
সমাগমশ্চ সখিভি র্মহাংশ্চৈব ধনাগমঃ।
পুত্রেণচ পরিসঙ্গঃ সন্নিপাতশ্চ মৈথুনে॥
সময়েচ প্রিয়ালাপঃ স্বযুথেষু সমুন্নতিঃ।
অভিপ্রেতস্য লাভশ্চ পুজাচ জন সংসদি॥

আপনার বর্ত্তমান সুখের নিমিত্ত এই অষ্ট প্রকার নীতি হয়। যাহাতে নিত্যই হর্ষের বৃদ্ধি। সখা ব্যক্তির সমাগম। মহাধনের নিত্য আয়। পুত্রের সহিত সংপ্রীতি। মৈথুনে সংন্নিপাত অর্থাৎ শুক্রক্ষয় নহে। ইচ্ছানুযায়ী সময়ে ভার্য্যার সহিত আলাপ। স্বগোত্র মধ্যে আপনার উন্নতি। অভিলাষানুসারে লাভ। আর মনুষ্য সমাজে সমাদর।

অষ্টৌগুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি প্রজ্ঞাচ সৌম্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ। পরাক্রমশ্চ বহুভাষিতাচ দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতা চ॥

নৈপুণ্যবুদ্ধি, সৌম্যগুণ, আর জিতেন্দ্রিয়ত্বতা, শাস্ত্র দর্শিতা, পরাক্রম, বহুজ্ঞতা, অর্থাৎ গদ্য পদ্যাদি রচনাদ্বারা বক্তৃতা, শক্ত্যানুসারে দান, ও কৃতজ্ঞতা। এই অষ্ট প্রকার গুণ মনুষ্য মাত্রকে আশু দীপ্তমান্ করে॥

অরে বৎস বিষয়ানন্দ! সর্ব্ববাদি সম্মত ধর্ম্মকে জানিয়া বিদ্যা শিক্ষা করিয়া উত্তীর্ণ হইতে পারিলেই লোকে সভ্যবলে। অতএব তোমরা ধর্ম্ম পথের পথিক যদি হইতে পার, তবেই এই ধরণী তলে অতুল্য মান লাভ করিয়া প্রসন্ন চিত্তে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে।

সপ্তম চমক।

সভ্যলক্ষণ।

বিষয়ানন্দ। হে গুরো! আপনি সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্মাবলম্বী হইতে যে আজ্ঞা করিলেন, ইহা উচিত বিবেচনা করিলাম, কিন্তু কাহাকে সর্ব্ববাদিসম্মত ধর্ম্ম বলে তাহা আমরা জানিনা, অতএব আজ্ঞাদি উপদেশ করিলে সেই পথে চলিবার যত্ন করিব। এবং কিরূপে ব্যবহার করিলে সভ্যতা শিক্ষা হয় তাহাও অনুগ্রহ করিয়া কহেন।

বিজ্ঞানানন্দ। রে বৎস। বেদোক্ত নিষেকাদি শ্মশানান্ত দশবিধ সংস্কারকে শাস্ত্রে ধর্ম্ম বলেন। তদ্ভিন্ন মনুযাজ্ঞবল্ক্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্র বক্তারাও সর্ব্বসাধারণের ব্যবহারকেও দশধর্ম্ম বলিয়াছেন। যথা।

ধৃতিঃক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ।
ধীর্ব্বিদ্যা সত্য মক্রোধোদশকং ধর্ম্মলক্ষণং॥

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশবিধ ধর্ম্মের লক্ষণ হয়।

ধৃতিকে ধৈর্য্য বলে, অপকারীর অপকার না করাকে ক্ষমা। স্বশরীর বশীভূত করণকে দম বলে অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মাদির সহন। অন্যায় পূর্ব্বক পরবিত্ত হরণ না করার নাম অস্তেয়। সদাচারের নাম শৌচ। ইন্দ্রিয়াদি জয় করার নাম ইন্দ্রিয়নিগ্রহ। যথার্থ কারী বুদ্ধিকে ধী বলে। সদসৎ পরিজ্ঞানের নাম বিদ্যা। যথার্থের উপলব্ধিকে সত্য বলে। ক্রোধ করিবার কারণ সত্ত্বেও ক্রোধ না করার নাম অক্রোধ; এই দশধর্ম্মের অতিক্রম করিলেই অধার্ম্মিক শব্দের বাচ্য হয়। সুতরাং দশধর্ম্মান্তর্গত বলিয়া সকলে ঘৃণা করে। পূর্ব্বে মনুবংশ প্রসূত বেণরাজাকে দশধর্ম্মগত বলিয়া ভৃগু তাঁহাকে বিনাশ করেন। ধর্ম্মের বিপরীত অধর্ম্মেরও দশটি গণ আছে। যথা।

মত্তঃ প্রমত্ত উন্মত্তঃ শ্রান্তঃ ক্রুদ্ধো বিভুক্ষিতঃ।
ত্বরমাণশ্চ লুব্ধশ্চ ভীতঃ কামীচ তে দশঃ॥
তস্মাদেতেষু ভাবেষু নপ্রসজ্জেত পণ্ডিতঃ।

মত্ত, প্রমত্ত, উন্মত্ত, শ্রান্ত, ক্রুদ্ধ, ক্ষুধাতুর, ত্বরমাণ, ভীত, কামী, এই দশ ব্যক্তিকে শাস্ত্রে দশধর্ম্মগত বলে। একারণ পণ্ডিত ব্যক্তি এই দশধর্ম্মে চিত্ত প্রসজ্জা করেন না॥

মাদক দ্রব্য পানাশক্ত ব্যক্তিকে মত্ত কহে। শুদ্ধ অহঙ্কারা ধর্ম্ম কর্ম্মাদির ব্যাঘাত কর্ত্তার নাম প্রমত্ত। উদ্ধত বুদ্ধি, এবং অহঙ্কার মত্ত ব্যক্তির নাম উন্মত্ত। অনিত্যশ্রমশীল ব্যক্তিকে শাস্ত্রে শ্রান্ত বলেন। শুভাশুভ সকল বিষয়েই যে ক্রোধ করে, তাহার নাম ক্রুদ্ধ। সর্ব্বদা ক্ষুধাতুর যে তাহার নাম বুভুক্ষিত, অর্থাৎ শৌচাশৌচ সময়াসময় বিচার না করিয়া ভক্ষ্যাভক্ষ্য সকলেই আহার করে। অত্যন্ত লোভিব্যক্তিকে সকলে লুব্ধ বলে। হিতাহিত বিবেক শূন্যের নাম ত্বরমাণ। ভয়াতুর ব্যক্তির নাম ভীত। কামাতুর জনের নাম কামী। এই দশ কর্ম্ম অত্যন্ত গর্হিত, একারণ সকলেরই ইহাতে সাবধান থাকা উচিত।

বিষয়ানন্দ। গুরু মহাশয়। আপনি দশ ধর্ম্মের বিপরীত যে এই দশ প্রকার অধর্ম্ম কহিলেন, ইহার মধ্যে কোন ধর্ম্মের বিপরীত কোন অধর্ম্ম, তাহা পৃথক করিয়া কহিলেই আশু ধারণা হয়।

বিজ্ঞানানন্দ। বৎস! যে ব্যক্তি মত্ত তাহার সত্য নাই। প্রমত্ত জনের আচার নাই। উন্মত্তের ক্ষমা নাই। শ্রান্ত ব্যক্তির দম নাই। ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধী নাই। ক্ষুধাতুরের ধৃতি নাই। ত্বরমাণব্যক্তির ইন্দ্রিয়নিগ্রহ নাই। লোভিব্যক্তির অস্তেয় নাই। ভীতিযুক্ত ব্যক্তির বিদ্যা নাই অর্থাৎ জ্ঞান নাই। কামী পুরুষ অক্রোধী নহে। সুতরাং সুসভ্য পণ্ডিতগণেরা নিন্দিত হইতেও নিন্দিত এই দশকর্ম্ম ত্যাগ করিতে আদেশ করেন। যাহারা নিয়ত এই দশ কর্ম্মের পরিগ্রহ করিয়া থাকে, তাহারা সভ্য পদের বাচ্য কি হইবে বরং আরণ্য হিংস্রপশু হইতেও ভয়ঙ্কর হয়।

যঃকাম মন্যুং প্রজহাতি রাজন পাত্রে প্রতিষ্ঠা
পয়তেখনঞ্চ। বিশেষবিৎ শ্রুতবান্ ক্ষিপ্রকারী
তং সর্ব্বলোকঃ কুরুতে প্রমাণং ॥

বিদুর, ধৃতরাষ্ট্রকে কহিয়াছেন। হে রাজন্! যে ব্যক্তি কাম আর ক্রোধকে জয় করে, আর সৎপাত্রে ধন দান করে। ও শীঘ্র কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে পারে। এবং শাস্ত্রের বিশেষ মর্ম্মজ্ঞ হয়। তাহাকেই সকল মনুষ্য সুসভ্য জ্ঞানী বলিয়া প্রমাণ করেন।

জানাতি বিশ্বাসয়িতুং মনুষ্যান্ বিজ্ঞাত দোষেষু
দধাতি দণ্ডং। জানাতি মাত্রাঞ্চ তথা ক্ষমাঞ্চ
তন্তাদৃশং শ্রীজুষতে সমগ্রা ॥

যেব্যক্তি বিশ্বস্ত মনুষ্য সকলকে জানেন অর্থাৎ মনুষ্যের বাহ্যাভ্যন্তর বিশুদ্ধ জানিয়া বিশ্বাস করেন। আর মনুষ্যের যথার্থ দোষ জ্ঞাত হইয়া দণ্ড করেন। এবং বিশেষ দোষ জানিয়াও বারেক

ক্ষমা করেন। এমত ব্যক্তিকেই সমস্ত ঐশ্বর্য্যাধিদেবী লক্ষ্মী সমাশ্রয় করেন॥

প্রাপ্যাপদং ন ব্যথতে কদাচি দুদ্যম মন্বিচ্ছতি চাপ্রমত্তঃ। দুঃখঞ্চ কালে সহতে যতাত্মা ধুরন্ধর স্তস্য জিতাঃ সপত্নাঃ।

আপদ প্রাপ্ত হইয়া যে ব্যক্তি ব্যথিত না হয়। এবং উৎপথগামী হইতে ইচ্ছা না করে, আর অপ্রমত্ত হয়, দুঃখের কালে দুঃখ সহ্য করে। ইন্দ্রিয় সকলকে উত্তম বশে রাখে। তাহার অজেয় শত্রুও পরাজয় পায়।

অনর্থকং বিপ্রবাসং গৃহেভ্যঃ পাপৈঃ সার্দ্ধং পরদারাভিমর্ষং। দম্ভং স্ত্রৈণং পৈশুনং মদ্যপানং ন সেবতে যঃ সসুখী সদৈব॥

যে ব্যক্তি বিনাকারণে গৃহ হইতে দূর দেশে বাস না করে, আর পরাঙ্গনিষ্টকারি ব্যক্তির সংসর্গ না রাখে, মৎসরতা দোষে লিপ্ত না থাকে। অত্যন্ত স্ত্রীর বশতাপন্ন নাহয়। খলতাদি দোষ বর্জ্জিত হয়। মদ্য পানে রত না থাকে। সেই ব্যক্তিই নিরত সুখী অতএব বৎস বিষয়ানন্দ! কেবল ধন হীন ব্যক্তিকে দুঃখী ও ধন থাকিলেই যে সুখী হয় এমত নহে।

নাত্মান মবমন্যেত পূর্ব্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
আমৃত্যোঃ শ্রিয়মন্বিচ্ছেন্নৈনাং মন্যেত দুর্ল্লভাং॥

পূর্ব্ব ধন সম্পত্তি নাই বলিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করা মত নহে। আমরণ কালপর্য্যন্ত ধনের চেষ্টা করিবেক। মনে দুর্ল্লভজ্ঞান করিবেক না।

সর্ব্বং পরবশং দুঃখং সর্ব্বমাত্মবশং সুখং।
এতদ্বিদ্যাৎ সমাসেন লক্ষণং সুখ দুঃখয়োঃ॥

যে সকল পরাধীন তাহাই দুঃখের কারণ হয়। আত্মবশ যে কেবল কর্ম্ম তাহাই সুখের কারণ। অতএব সংক্ষেপতঃ সুখ দুঃখের এই লক্ষণ জানিহ।

এবম্ভূত বিপাকজ্ঞাতা ব্যক্তি সকলকে সভ্য কহিতে হয়, তদ্ব্যতীত ব্যক্তি সকলকে অসভ্য বলা যায়। অন্যায় পূর্ব্বক পরধন হরণে দুঃখ ব্যতীত সুখ লেশ মাত্রও নাই। বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইতে পারে। অর্থাৎ পরধন হরণের কৌশল করিতে হইলে অনেক সময় নষ্ট করিতে হয়, এবং মন্ত্রণা দ্বারা তৎকর্ম্ম সিদ্ধির নিমিত্ত অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। আর তৎসিদ্ধির নিমিত্তে অনেকের সহায়াপেক্ষা করে, অসিদ্ধ হইলে যৎপরোনাস্তি দুঃখ আসিয়া চিত্তকে আচ্ছন্ন করে।

মদ্যপান শীলেরা মদ্যপানে যে সুখানুভব করে সে ভ্রান্তি মাত্র, ফলে তাহাতে সুখ গন্ধও নাই। প্রথম পানকালে তাহার তেজে বদনকে বিকটাকার করিতে হয়, গলোধঃ করণে যত দূর যায় তত দূর পর্য্যন্ত বিদীর্ণবৎ হইয়া যায়। পরে মত্ততা প্রযুক্ত জ্ঞান নাশ হয়। জ্ঞান নাশ হইলে হিতাহিত পথ্যাপথ্য শুভাশুভ জ্ঞানে অবসন্ন হইয়া যত কুকার্য্য আছে তাহার সকলই ঘটিয়া থাকে। পানাসক্ত ব্যক্তি পাদ সঞ্চালনে অশক্ত হইয়া প্রায়ই ভূমিতলে পতিত হয়। তন্নিমিত্ত শিরঃ পাণি, পাদ, চক্ষু, কর্ণ নাসিকাদিতে সর্ব্বদাই আঘাত লাগে। তদাঘাতজনিত বেদনা তৎকালে উপলব্ধি করিতে পারে না, কিন্তু মত্ততাবস্থার যত অন্তর হইতে থাকে ততই অনুভব করিয়া অসুখী হয়, এবং পান কর্ম্ম যে দুষ্কর্ম্ম ইহা মনে মনে চিন্তা করিয়া আপনাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে। মদ্যপানে বাক্যের বিকার জন্মে, অর্থাৎ মত্ত ব্যক্তির বাক্য বন্ধনের শৈথিল্য হয়. কাহাকে কি কহে তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র নিশ্চয় থাকে না, মদ্যপানবশে কত কত সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও রাজমার্গে পতিত হইতে দেখা যায়। কত শত শত মত্তলোকের বদনকমলে কুক্কুরেও প্রস্রাব করিয়া দিয়াছে। কত মত্তব্যক্তির জীবিত শরীরের মাংসও শৃগালে ভক্ষণ

করিয়াছে। কত কত মত্ত ব্যক্তি সৌধতল হইতে ভূমিতলে পতিত হইয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। কত কত ব্যক্তি পানদোষে অগম্যা স্ত্রী বিচারে অশক্ত হইয়া বিমাতৃ পর্যন্তও গমন করিয়াছে, কত কত মত্ত লোকে মৃত মাতাকে চিতারূঢ় করিয়া মত্ততা প্রযুক্ত তাহার উত্তপ্ত মাংসও ভোজন করিয়াছে। অতএব মদ্যপানে যে রূপ অনর্থ, ঘটে তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ আছে। এই সকল গর্হিত কর্মকৃৎ পুরুষের মধ্যে কে সুখী হইয়াছে না হইতেছে, না হইবে! তবে ভ্রান্ত পুরুষেরা যে সুখ বোধ করে, যে দদ্রু ও গাত্রকণ্ডু কণ্ডুয়নের ন্যায় সুখের উপলব্ধি মাত্র। তদ্রূপ ধর্মাতিক্রম করিয়া অধার্মিক পুরুষের কিঞ্চিৎ সুখানুভব হইয়া থাকে।

নযো ভ্যসূয়ত্যনুকম্পতেচ ন দুর্ব্বলং প্রাতিভাব্যং করোতি। নাহাহ কিঞ্চিৎক্ষমতে বিবাদং সর্ব্বত্র সাদৃক্ লভতে প্রশংসা॥

যে ব্যক্তি পরগুণে দোষারোপ না করে। এবং সর্ব্ব জীবানুকম্পী হয়, আর দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশ না করে। কাহার প্রতি কটুবাক্য ক্ষেপ না করে। আপনার ক্ষতি হয় তথাপি বিবাদে ক্ষান্ত থাকে। এমত ব্যক্তি সর্ব্বত্রেই সভ্যরূপে প্রশংসা লাভ করে।

যোনোদ্ধতং কুরুতেজাতুবেশং নপৌরুষেণাপি বিকত্থতে হন্যান্। ন মূর্চ্ছিতঃ কটুকানাহ কিঞ্চিৎ প্রিয়ং সদা তং কুরুতে জনোপি॥

যে ব্যক্তি উদ্ধত বেশ ভূষাদি না করে, অর্থাৎ বিজাতীয় বেশ ভূষা পরিচ্ছদাদি না করে। আপনার পুরুষকারতা দ্বারা অন্য কোন জনকে তাচ্ছিল্য করিয়া অবিজ্ঞ না বলে। এবং ক্রোধ বশে কাহাকে কটু না কহে। তাহাকেই সর্ব্বজনে প্রিয় করিয়া লয়॥

ন বৈরমুথাপয়তি প্রশান্তং ন দর্পমারোহতি ন প্রমূঢ়ঃ। ন দুর্গতোস্মীতি করোতিমন্যুং তমার্য্য শীলং পরমাহু রার্য্যাঃ ॥

যে ব্যক্তি নির্ব্বিরোধিব্যক্তিদিগের বৈরতার উদ্দীপন করিয়া না দেয়, আর দর্পারূঢ় না হয়। কোন কার্য্যে অতি মুগ্ধ না হয়। এবং আমি বিপদগ্রস্ত হইয়াছি যে.বলে সে ব্যক্তির প্রতি কোপ না করে, এমত আর্য্যশীল ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা পরম সত্য বলেন।

ন স্বেসুখে বৈকুরুতে প্রহর্ষং নান্যস্ত দুঃখে ভবতি প্রতীতঃ। দত্বা ন পশ্চাৎ কুরুতেঽনুতাপং স কথ্যতে সৎপুরুষার্থ শীলঃ ॥

যে ব্যক্তি আত্ম সুখে এবং পরদুঃখে হর্ষের আহরণ না করে। অর্থাৎ পরদুঃখে দুঃখী হয়, আর দান করিয়া পশ্চাৎ ক্ষতিবোধে পরিতাপিত না হয়। সেই ব্যক্তিকেই সকলেই সাধু ও ধর্ম্মশীল কহিয়া থাকেন।

দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্ম্মান্ বুভূষতে যঃ সপরাবরজ্ঞঃ। সযত্র তত্রাভিগতঃ সদৈব মহাজনস্যাধিপত্যং করোতি ॥

যে ব্যক্তি দেশাচার ও সময় এবং জাতিধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে বিচলিত না হয়। তাহাকেই সকলে পারদর্শী বলেন, সে ব্যক্তি যেস্থানে গমন করুক্ সেই স্থানে থাকিয়াই মহাজনরূপে আধিপত্য লাভ করে।

অতএব, বৎস বিষয়ানন্দ। স্বধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিই মহাজন রূপে সর্ব্বত্র মান্য হয়। তদ্ভিন্ন এধর্ম্ম কিছু নয়, আমাদিগের আচার বিচার আহার ব্যবহারাদি কিছু নয়, আমাদের জাতি, কুল, পরিচ্ছদ, শাস্ত্রাদি কিছু নয়, এরূপ বাদীকে অব্যবস্থিত চিত্তবলে,

সে ব্যক্তি সভ্য শব্দের বাচ্য কিহইবে বরং মনুষ্যপদের বাচ্যই নহে।

দম্ভং মোহং মৎসরং পাপকৃত্যং রাজদ্বিষ্টং পৈশুনং পূগবৈরং। মত্তোন্মত্তৈ র্দুর্জ্জনৈ শ্চাপিবাদং যঃ প্রজ্ঞাবান বর্জ্জয়েৎ সপ্রধানঃ॥

যে ব্যক্তি দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, পাপকার্য্য, অর্থাৎ দুশ্চেষ্টা, রাজবিদ্বেষ ও খলতা, লোকের সহিত অনিত্য বৈরতা না করে। এবং যে বুদ্ধিমান, মত্ত উন্মত্ত ও দুর্জ্জন ব্যক্তির সহিত আলাপ মাত্র না করে। সেই সভ্য, সেই সর্ব্বলোক সমাজে প্রধান হয়।

দমং শৌচং দৈবতং মঙ্গলানি প্রায়শ্চিত্তং বিবিধান লোকবাদান্। এতানি যঃ কুরুতে নৈত্যকানি তস্যোত্থানং দেবতারাধয়ন্তি॥

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করে, শৌচাচার বিশিষ্ট হয়, এবং দৈবকর্ম্মে রত হয়, শুভ কর্ম্মানুষ্ঠানে যত্ন পরায়ণ হয়, পাপক্ষালনার্থ চান্দ্রায়ণাদি প্রায়শ্চিত্ত আর পুরাবৃত্ত কথা শ্রবণে রুচি, করে, উক্তাদি সকল কর্ম্মের অকপটে নিত্য অনুষ্ঠান যে করে, সে ব্যক্তি ইহলোকে সভারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকিয়া পরলোকে দেবতাদিগের আরাধনীয় হয়।

সমৈর্ব্বিবাদং কুরুতে ন হীনৈঃ সমৈঃ সখ্যং ব্যবহারং কথাশ্চ। গুণৈর্ব্বিশিষ্টাংশ্চ পুরোদধাতি বিপশ্চিত স্তস্যনয়াঃ সুনীতাঃ॥

যে ব্যক্তি সমান ব্যক্তির সহিত বিবাদ করে, হীনের সহিত বিবাদ না করে; এবং সমানের সহিত সখ্য ও ব্যবহার এবং আলাপ করে, আর বিশিষ্ট গুণবান্ ব্যক্তি সকলকে সম্মুখে রাখে। সেই ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা নীতিজ্ঞ বলিয়া থাকেন।

অতএব। বৎস বিষয়ানন্দ! বাক্যে সত্য সত্য বলিলে সত্য হয় না। সত্যের মত কার্য্য করিলেই সত্য হয়। যে ব্যক্তি পরিমিত আহারাদি করে, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে সমবিভাগ করিয়া দেয়, আর পরিমিত বেশভূষা করে, অর্থাৎ আপনার যেমন বিভব তদনুরূপ বেশ ভূষা করে, উদ্ধত বেশ না করে। শক্ত্যানু-সারে দৈব পৈত্রকর্ম্ম করে, কোনমতে তাহার বাদ না হয়। যাচিঞা করিলে বঞ্চিত না করিয়া শক্র হইলেও কিঞ্চিৎ দেয়, এরূপ আত্মবান্ সুভব্য ব্যক্তির কস্মিন্ কালেও আপদুত্থান হয় না। দৈব বশতঃ কদাচিৎ যদিও হয়, তথাপি সেই সাধু ব্যক্তিকে অবসন্ন করিতে পারে না।

চিকীর্ষিতং বিপ্রকৃতঞ্চ যস্য নান্যেজনাঃ কর্ম্ম-
জানন্তি কেচিৎ। মন্ত্রেগুপ্তে সম্যগনুষ্ঠিতে চ
নান্যোপ্যস্য ব্যথতে কশ্চিদর্থঃ ॥

যে ব্যক্তির চিকীর্ষিত কর্ম্মের অভিপ্রায় অন্যে জানিতে না পারে। আর মন্ত্রণাও গোপন থাকে, তাহাকে কোন বিষয়েই কেহ অবসন্ন করিতে পারে না॥

যঃ সর্ব্বভূত প্রশমেনিবিষ্টঃ সত্যং মৃদুর্মান কৃচ্ছ্রদ্ধ
ভাবঃ। অতীব স জ্ঞায়তে জ্ঞাতিমধ্যে মহামণি
র্জাত্যইব প্রসন্নঃ ॥

যে ব্যক্তির সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, ও সকলের সহিত মিত্রতা থাকে, সত্য অথচ প্রিয় বাক্য কহে, আর নম্র স্বভাবাপন্ন হয়, অকপট চিত্ত, এবং সকলেরই মান রক্ষা করে, যেমন মণিজাতির মধ্যে মহামণি প্রসন্ন, সেইরূপ মনুষ্য সমাজে সেই ব্যক্তি অতিশয় সুপ্র-সন্নরূপে বিখ্যাত হয়॥

য আত্মনা পত্র পতে ভূশন্দরঃ স সর্ব্বলোকস্য
গুরুর্ভবত্যুত। অনন্ত তেজাঃ সুমনাঃ সমাহিতঃ
স্বতেজসা সূর্য্যইবাবভাসতে ॥

যে ব্যক্তি পরোপকারার্থ আপনার ক্ষতি স্বীকার করে, এবং আত্মশরীর দ্বারা যথাশক্তি পরার্থ সাধন করে, সেই সর্ব্বলোকের আদরণীয় পূজার্হ হয়, এবং তাহার শরীরে ঐশীক্ষমতা প্রকাশ পায়, অতএব সেই সুব্রত, সেই সমাহিত চিত্ত, যদ্রূপ সূর্য্যদেব গগনে প্রকাশমান আছেন, সেইরূপ সর্ব্বলোকে সে ব্যক্তিও স্বীয় তেজের সহিত সুপ্রকাশিত হয়॥

শুভং বা যদিবা পাপং দ্বেষ্যম্বা যদিবা প্রিয়ং।
আপৃষ্ট স্তস্যতদ্ব্রুয়া দ্যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবং॥

শুভ বা অশুভ, দ্বেষ্য, বা প্রিয়, যেকোন বিষয়ের প্রশ্ন করিলে, তাহার স্বরূপ উত্তর করিবেক, তাহাতে প্রশ্ন কর্ত্তার অশুভ হয় হউক্ এবং প্রীতি না জন্মায় না জন্মাউক্ কিন্তু তন্নিমিত্ত প্রশ্ন কর্ত্তার অনুরাগ বিরাগের প্রতি লক্ষকরা উত্তর দাতার বিহিত নহে॥

মিথ্যোপেতানি কর্ম্মাণি সিদ্ধেয়ুর্যানি ভারত।
অনুপায প্রযুক্তানি মাস্মতেষু মনঃ কৃথাঃ॥

মিথ্যাযুক্ত প্রবঞ্চনা মূলক যে সকল কর্ম্ম, তাহা যদি কদাচিৎ সুসম্পন্ন হয়, কিন্তু পরিণামে তাহাতে কোন আপদুত্থান হইলে, তাহা হইতে পরিত্রাণ হইবার কোন উপায় থাকে না, একারণ মিথ্যা প্রবঞ্চনাতে যে কর্ম্ম সাধ্য হয়, তাহাতে মনকরা কর্ত্তব্য নহে।

অতএব বৎস বিদ্যানন্দ! এই সংসারে মিথ্যাবাদী ও প্রবঞ্চকের সহায়তা করিতে কেহই সম্মত হয় না। যদি কদাচিৎ তজ্জাতীয় দুর্ব্বুদ্ধি ব্যক্তি তাহার সাহায্যার্থ সম্মতি প্রদান করে, কিন্তু পরিণামে কোন ক্রমেই তাহাতে সম্পন্ন হইতে পারে না। একারণ সুসভ্য পণ্ডিতগণেরা দূরদর্শিতা প্রযুক্ত মিথ্যাপেত কর্ম্মে কখনই চিত্তকে অভিনিবিষ্ট করেন না। এই মনুষ্যলোকে সকল ধর্ম্ম হইতে সত্য যেমন গরীয় ধর্ম্ম, মিথ্যাবাক্য ও তদ্রূপ গরীয় অধর্ম্ম

হয়। অতএব সমস্ত যত্নের সহিত মিথ্যার উপরতি যে কর্ম্মে হয়, সেই কর্ম্মের সমাচরণ করাই কর্ত্তব্য।

যচ্ছক্যং গ্রসিতুং গ্রস্তং গ্রস্তং পরিণমেচ্চয়ৎ।
হিতঞ্চ পরিণামে যৎ তদাদ্যং ভূতি মিচ্ছতা॥

যে পর্য্যন্ত আহার করিতে পারে, তাহাই আহার করিবেক, কিন্তু পরিণামে যাহা জীর্ণ হয়। সেইরূপ ঐশ্বর্য্যেচ্ছু ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া কর্ম্ম করিবেক, যাহাতে অর্থ বিপ্লব না হইয়া পশ্চাৎ হিত হয়।

বনস্পতেরপক্কানি ফলান্যপচিনোতিযঃ।
সনাপ্নোতি ফলং তেভ্যো বীজঞ্চাস্য বিনশ্যতি॥

যে ব্যক্তি ফলবান বৃক্ষের সেবা করিয়া তাহার অপক্কফল ভগ্ন করে। সেব্যক্তি ঐ ফলের সম্যক্ রসাস্বাদনে বঞ্চিত হয়, এবং অপক্ক ফল ভগ্নজন্য তাহার বীজও বিনাশ পায়।

যস্তু পক্ক মুপাদত্তে কালে পরিণতং ফলং।
ফলাদ্রসং সলভতে বীজাচ্চৈব ফলং পুনঃ॥

যে ব্যক্তি কালে পরিপক্ক হইয়াছে এমত ফল গ্রহণ করে, সে ব্যক্তি ফল হইতে সম্যক্ রস প্রাপ্ত হয়, এবং পক্ক ফলের বীজে বৃক্ষোৎপত্তি হইলে, তাহা হইতে পুনর্ব্বার ফল প্রাপ্তির সংপূর্ণ প্রত্যাশা থাকে।

কাংশ্চিদর্থান্ নরঃ প্রাজ্ঞো লঘুমূলান্ মহাফলান্।
ক্ষিপ্র মারভতে কর্ত্তুং ন বিঘ্নয়তি তাদৃশান্॥

অল্পমূল অথচ মহা ফলবান্ হয় এবং অল্পায়াসে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় অনেক আয়াসে পাইতে না হয়। এমত বৃক্ষকে সুধীগণে কদাচ ছেদন করেন না। অর্থাৎ যে কোন বিষয় কর্ম্ম হউক্ বহ্বাড়ম্বর ব্যতী সমারম্ভ মধ্যে অল্পকালে বহু অর্থ উপচ হয়,

এতাদৃশ কর্ম্মের প্রতি বিজ্ঞমনুষ্যেরা কদাপি বিদ্বাচরণ করেন না। ফলিতার্থ, যে কর্ম্মে অল্পায়াসে বহু বিত্ত লাভ হয়, সেকর্ম্মের পূর্ব্বে পরিজ্ঞান হওয়ায় ও সামান্য বৈচক্ষণ্য নহে॥

চক্ষুষা মনষা বাচা কর্ম্মণা চ চতুর্ব্বিধং।
প্রসাদয়তি যো লোকং তং লোকোনু প্রসীদতি॥

চক্ষু, মন, বাক্য, কর্ম্ম, এই চতুর্ব্বিধ বিষয় দ্বারা প্রসন্নতা জানা যায়। অর্থাৎ লোক প্রতি যে ব্যক্তি প্রসন্ন হয়, তদনুসারে লোকেও তাহার প্রতি প্রসন্নতা দেখাইয়া থাকে। ইহাতে বোধ হইতেছে, যে তুমি যাহাকে বক্র চক্ষু দেখাইবে, সেও তোমাকে বক্র চক্ষুতে দেখিবে। তুমি যাহাকে মনে বিরুদ্ধ ভাব ভাবিবে। সেও তোমার প্রতি বিরুদ্ধ ভাবে চলিবেক। তুমি যাহাকে কটু কহিবে, সেও তোমাকে কটু কহিতে অপেক্ষা করিবেক না। তুমি যাহার মন্দ করিবে, সেও তোমার মন্দ করিতে চেষ্টিত কেন না হইবেক!

যস্মাত্রস্যন্তি ভূতানি মৃগব্যাধা ম্‌ৃগাইব।
সাগরান্তা মপিমহীং লব্ধা স পরিহীয়তে॥

যদ্রূপ ব্যাধ হইতে মৃগজাতিরা ভয় ব্যাকুলিত হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি হইতে মনুষ্য সকলে নিয়ত ত্রাস পায়, সেই ব্যক্তি সাগরান্তা সমস্ত মেদিনী লাভ করিলেও অল্পকালের মধ্যে বিনষ্ট হয়। অর্থাৎ ধর্ম্ম, অর্থ, দৈহিক বিষয়ে মনুষ্যকে নিরর্থ ভয় প্রদর্শন করাইয়া উৎপাত গ্রস্ত করিলে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণা হয়। প্রজার মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইলে জগৎপিতা ভগবান্‌কে নিরন্তর স্মরণ করে, সুতরাং ভয়াকুলিত প্রজা কর্ত্তৃক স্মৃত হইলে সর্ব্ব ভয়চ্ছেত্তা ভগবান্ প্রজা পীড়ক ব্যক্তির পরিবর্ত্তন অবশ্যই করেন।

নতেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যোবৈযুবা প্যধীয়ান স্তং বেদ স্থবিরং বিদুঃ॥

অবিদ্বান্ ব্যক্তির মস্তকের কেশ পক্ক হইলেও বৃদ্ধ কহে না। কিন্তু বিদ্বান্ যুবা পুরুষকেও জ্ঞানবানেরা বৃদ্ধ বলিয়া জানেন॥

মৌনান্ন নির্ব্ভবতি নারণ্যবসনান্মুনিঃ।
স্বলক্ষণন্তু যোবেদ সমুনিঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে॥

কেবল মৌনাবলম্বনে, কি অরণ্যবাস করিলে মুনি হয় না। যিনি আত্ম শরীরের লক্ষণজ্ঞ তিনই শ্রেষ্ঠ মুনি হয়েন।

নোচ্ছিন্দ্যা দাত্মনো মূলং পরেষাং নাতিতৃষ্ণয়া।
উচ্ছিন্দন্ হ্যাত্মনো মূলং নাত্মানং তাংশ্চ পীড়য়েৎ॥

লোভাকৃষ্ট চিত্ত হইয়া আপনার এবং অপরের অর্থ নাশ করিবেক না। কেননা আপনার কিম্বা পরের ধন নষ্ট করিলে, আপনাকে এবং পরকে পীড়াদেওয়া হয়॥

ধর্ম্ম মাচরতে যস্ত্র সদ্ভিশ্চরিত মাদিতঃ।
বসুধা বসু সংপূর্ণা বর্দ্ধতে ভূতি বর্দ্ধিনী॥

আদিকালাবধি সাধুগণেরা যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, যে ব্যক্তি সেই ধর্ম্মের আচরণ করেন, তাহার সম্বন্ধে ধন পূর্ণা এই বসুন্ধরা বসু বর্দ্ধিনী হন অর্থাৎ তাহাকে অশেষ প্রকার ঐশ্বর্য্য ভোগ করান।

বিষয়ানন্দ। আচার্য্য মহাশয়! ধর্ম্মানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্যকর্ম্ম বটে, কিন্তু তাহার সময় আছে। বাল্যকালে বিদ্যাভ্যাস করিয়া, যৌবন কালে ধনোপার্জ্জন করিবেক, বৃদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইলে ধর্ম্মানুষ্ঠান করা বিহিত বিবেচনা সিদ্ধ হয়।

বিজ্ঞানানন্দ। বৎস বিষয়ানন্দ। বাল্যকালাবধি ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে বার্দ্ধক্যাবস্থায় ধর্ম্মেবিশ্বাস থাকে না। অতএব প্রথমাবস্থায় যেমন বিদ্যাভ্যাস করিবে তেমন ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও অভ্যাস করিতে হইবেক। যথা।

যুবৈব ধর্ম্ম শীলঃ স্যাদনিত্যং খলুজীবিতং।
কোহি জানাতি কস্যাদ্য মৃত্যুকালো ভবিষ্যতি॥

যুবা কালেই ধর্ম্মশীল হইবে জীবনের বিশ্বাস কি? জীবন

কাহার কখনও নিত্য নহে। কে জানে কাহার অদ্য মৃত্যু কাল উপ-পস্থিত হইবে।

প্রতিক্ষণ ময়ং কাল ক্ষীয়মাণো নবর্দ্ধতে।
ধ্রুবং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্ম সঞ্চয়ঃ॥

প্রতিক্ষণই পরমায়ুর ক্ষয় ব্যতীত বৃদ্ধি নাই, নিকটস্থ মৃত্যু ইহা নিশ্চয় জানিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করা কর্ত্তব্য।

সুবৃত্তঃ শীল সম্পন্নঃ প্রসন্নাত্মাত্মবিদ্বুধঃ।
প্রাপ্যেহলোকে সম্মানং সুগতিং প্রেত্যেগচ্ছতি॥

শোভনবুদ্ধিমান, সুশীল, সচ্চরিত্র, প্রসন্নমনা, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি, ইহলোকে সম্মান লাভ করতঃ পরলোকে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়েন॥

যস্য বাঙ্মনসী স্যাতাং সম্যক্ প্রণিহিতে সদা।
তপ স্ত্যাগশ্চ সত্যঞ্চ সবৈপরমবাপ্নুয়াৎ॥

যে ব্যক্তির বাক্য এবং মন সম্যক্ রূপ অপ্রমত্ত হয়, এবং তপস্যা, দান ও সত্য কথনের অনুষ্ঠান থাকে, সেই ব্যক্তিই পূর্ব্বানুরূপ ইহলোকে সম্মান লাভ পূর্ব্বক, দেহান্তে পরম পদ প্রাপ্ত হয়েন॥

ধর্ম্মোনিত্যঃ প্রশান্তাত্মা কার্য্যযোগ বহঃসদা।
না ধর্ম্মে কুরুতে বুদ্ধি নচপাপে প্রবর্ত্ততে॥

প্রশান্তচিত্তব্যক্তি ধর্ম্মকে নিত্য আশ্রয় করতঃ কার্য্যোপায়ে সর্ব্বদা তৎপর থাকেন, সে ব্যক্তি কদাচই অধর্ম্মের অনুশীলন করেন না, এবং পাপেও প্রবৃত্ত হয়েন না।

ধর্ম্মার্থো যঃ পরিত্যজ্য স্যাদিন্দ্রিয় বশানুগঃ।
শ্রীপ্রাণধন দারেভ্যঃ ক্ষিপ্রং স পরিহীয়তে॥

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম এবং অর্থ এই দুইকে পরিত্যাগ করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়বশে কাল যাপনা করে, সে ব্যক্তি অবিলম্বে শ্রী, প্রাণ, ধন, দারা প্রভৃতি হইতে শীঘ্র পরিচ্যুত হয়।

বন্ধু রাত্মাত্মন স্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
সএব নিয়তো বন্ধুঃ সএব নিয়তো রিপুঃ॥

যে ব্যক্তি আপনি আপনার ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়াছে, সেই ব্যক্তি আপনিই আপনার বন্ধু। অতএব আপনিই আপনার নিয়ত বন্ধু, এবং আপনিই আপনার নিয়ত রিপু হয়॥

প্রাপ্যচাপ্যুত্তমং জন্ম লব্ধাচেন্দ্রিয় সৌষ্টবং।
নবেত্ত্যাত্মহিতং যস্তু সভবেদাত্ম ঘাতকঃ॥

যে ব্যক্তি উত্তম মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হইয়া, এবং সুন্দর ইন্দ্রিয় লাভ করতঃ আপনার হিত না জানে; সেই ব্যক্তিই আত্মঘাতী হয়

নাভিনন্দেত মরণং নাভিনন্দেত জীবিতং।
কালমেব প্রতীক্ষেত নির্দ্দেশং ভৃতকো যথা॥

আপনার মরণকেও ইচ্ছা করিবেক না, এবং জীবনকেও ইচ্ছা করিবেক না, শুদ্ধ কালকেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকিবেক, যেমন কর্ম্মচারী পুরুষেরা আপনার বেতন লাভের নিমিত্ত সময়কেই প্রতীক্ষা করিয়া থাকে।

অনুবন্ধানপেক্ষেত সানুবন্ধেষু কর্ম্মসু।
সপ্রধার্য্যচ কুর্ব্বীত ন বেগেন সমাচরেৎ॥

যে যেকোন কর্ম্ম করুক তাহার অনুবন্ধের অপেক্ষা করিবেক, অনুবন্ধের ধার্য্য করিয়া পশ্চাৎ কর্ম্মের সমাচরণ করিবেক, সহসা কোন কর্ম্মই করিবেক না॥

অনুবন্ধঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বিপাকাংশ্চৈব কর্ম্মণাং।
উত্থান মাত্মনশ্চৈব ধীরঃ কুর্ব্বীত নান্যথা॥

আদৌ কর্ম্মের অনুবন্ধ, এবং কর্ম্মের বিপাক যে সকল, তাহা দেখিয়া ধীর ব্যক্তি পশ্চাৎ কর্ম্ম করিতে আপনার উত্থান করেন, ইহার অন্যথাতে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন না॥

অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্মের ফল পশ্চাৎ কিরূপ ঘটিবে, ইহা বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালন দ্বারা অনুমান করিয়া জানিবে, যদি কর্ত্তব্য বোধ হয় তবে করিবেক, অকর্ত্তব্য বোধে করিবেক না। এরূপ উত্তর ফলদর্শি ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা সভ্য বলেন।

ভক্ষ্যোত্তম প্রতিচ্ছন্নং মৎস্যো বড়িশ মায়সং।
রূপাভিপাতী গ্রসতে নানুবন্ধ মপেক্ষ্যতে॥

উত্তম ভক্ষ্যে প্রচ্ছাদিত লৌহ বড়িশ, তাহার অনুবন্ধ না জানিয়া স্বরূপতঃ ভক্ষ্যরূপ পরিজ্ঞানে মৎস্য গ্রাস করে।

অর্থাৎ ইহা বিবেচনা করেনা যে এই অগাধ সলিল মধ্যে উত্তম আহারীয় বস্তু কি রূপে সংস্থিত হইয়াছে। সুতরাং কারণানুসন্ধান না করিয়া স্বীয় কর্ম্ম বিপাকে পতিত হইয়া গ্রাসকরতঃ বড়িশ বিদ্ধ হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে। সেইরূপ যে ব্যক্তি অনুবন্ধের অপেক্ষা না করিয়া কর্ম্ম করে, তাহার অসংশয় মৃত্যু হয়।

যঃ প্রমাণং নজানাতি স্থানে বৃদ্ধৌ তথাক্ষয়ে।
কোষে জনপদে দণ্ডে ন স রাজ্যেহ বতিষ্ঠতে।

যে ব্যক্তি আয়, ব্যয়, স্থিতি এবং ধন, রাজ্য, দণ্ড ইত্যাদির প্রমাণজ্ঞ না হয় সে ব্যক্তি কখনই রাজ্যে অবস্থিতি করিতে পারেনা।

অর্থাৎ যে রাজা আপনার ভাণ্ডারে কত ধন আছে, তাহার পরিমাণ জানে না, এবং আপনার রাজ্য কতদুর তাহার সীমা করিতে পারে না। আর কত ব্যয় হইয়া কত ধন অবশিষ্ট

থাকিল তাহার প্রমাণজ্ঞ নহে, এবং ন্যায়যুক্ত বিচার করিতে শক্ত হয়না। এমত রাজা শত্রু রহিত রাজ্য প্রাপ্ত হইলেও রক্ষা করিতে পারে না। রাজা কি? সামান্য ঐশ্বর্য্যবান্ গ্রহস্থব্যক্তিও যদি এরূপ দোষে লিপ্ত হয়, তবে তাহারও ঐশ্বর্য্য রক্ষা পায়না।

ইহাতে এমত মনে করিহনা, যে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া কেবল আয় ব্যয় স্থিতির প্রমাণজ্ঞ হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য রক্ষণ করিলেই সভ্য হয়? তাহা নহে। ধর্ম্মার্থযুক্তনীতিকুশলব্যক্তি যদি এরূপ বিষয় রক্ষা করিয়া চলিতে পারে, তবে সেই ব্যক্তিই সভ্য হয়। নতুবা দয়াধর্ম্ম রহিত, দৈব পৈত্রকার্য্য বর্জ্জিত, অমাত্য ভৃত্য পরিবার পালনে ও দান ধর্ম্মে বহিষ্কৃত ব্যক্তি যদি বিষয় রক্ষায় নিপুণ হয়, তথাপি সে কদর্য্যাচারী ব্যতীত শিষ্টসম্প্রদায় মধ্যে কখনই গণনার যোগ্য হয় না।

যস্ত্বেতানি প্রমাণানি যথোক্তান্যনুপশ্যতি।
যুক্তো ধর্ম্মার্থয়োর্জ্ঞানে সরাজ্য মধিগচ্ছতি ॥

যে ব্যক্তি উপরি উক্ত যথা প্রমাণে ধর্ম্মার্থজ্ঞানেযুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিই রাজ্যৈশ্বর্য্যে অধিগমন করিতে পারে।

যদি এরূপ বিচিকিৎসা হয়, যে যথোক্ত প্রমাণের বহির্ভূত ব্যবহার করিলেও অনেকানেক ব্যক্তিকে একালে ঐশ্বর্য্যশালী দেখা যায়, একথা সত্য। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, যে এ তাহার পূর্ব্ব কর্ম্মায়ত্ত, কিন্তু ইহজন্মকৃত অধর্ম্মার্জ্জিত বিষয়ের প্রতি চিরস্থায়ীত্বের বিশ্বাস নাই।

অধর্ম্মেণৈব রাজেন্দ্র যতো ভদ্রাণি পশ্যতি।
স্বল্পকালে বিলীয়ন্তে আমপাত্র মিবাম্ভসা ॥

হে রাজেন্দ্র! অধর্ম্মে কখন মঙ্গল নাই। অধর্ম্মদ্বারা অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য অল্পকালের মধ্যেই সেইরূপ বিনাশ পায়, যেমন কাঁচা মৃত্তিকার পাত্রে জল রাখিলে সে জলদ্বারা অল্পকালেই গলিয়া যায় ॥

বৎস বিষয়ানন্দ! এ দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য এই যে, অধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন করিলে কিঞ্চিৎকাল ধনীরূপে মান্য হয়, কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ঐধনের সহিত তাহার বিনাশাবস্থা উপস্থিত হইয়া উঠে।

নরাজ্য প্রাপ্ত মিত্যেব বর্ত্তিতব্য মসাম্প্রতং।
শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো হন্তি জরা রূপ মিবোত্তমং॥

অবিনীত অদান্ত পুরুষের প্রাপ্ত রাজ্যশ্রী অল্পকালেই বিনাশ হয়। এই অবিনয়, শ্রীকে সেইরূপ নষ্ট করিয়া থাকে, যেরূপ একা জরাবস্থা পুরুষের উত্তম রূপকে নষ্ট করে।

অসত্যের পর পাপ নাই, অসত্যবাদী কখনই কল্যাণাচলে আরোহণ করিতে পারেনা। সমস্ত প্রকার উৎকট পাপ ঐ অসত্যবাদী জনকে সমাশ্রয় করিয়া থাকে, কালেং সেই সকল পাপ স্বীয়বলে ঐ অসত্যবাদীর ধন, মান, কুল, শীল এবং পরমায়ু প্রভৃতিকে বিনষ্ট করে।

যথা যথাহি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মনঃ।
তথা তথাস্য সর্ব্বার্থাঃ সিদ্ধ্যন্তে নাত্রসংশয়ঃ॥

যেমন যেমন কল্যাণকর্ম্মে মানব মনোভিনিবেশ করিবেক, তেমন তেমন তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবেক, তাহাতে কোন সংশয় নাই॥

মদ্যপানং কলহং পূগবৈরং ভার্য্যা পত্যো রন্তরং জ্ঞাতিভেদং। রাজদ্বিষ্ঠং স্ত্রীপুংসয়ো র্ব্বিবাদং বর্জ্জ্যাণ্যাহু র্যশ্চপন্থা প্রদুষ্টং॥

মদ্যপান, অনর্থ কলহ, মিথ্যাবৈর, পতি পত্নীর ভেদ প্রদর্শন, ও তাহাদিগের বিরোধে মধ্যস্থ হওন, জ্ঞাতি ভেদ, রাজার দ্বেষ, স্ত্রী পুরুষের বিবাদ জন্মাইয়া দেয়া, পণ্ডিতেরা দুষ্টপথ জানিয়া এসকল কর্ম্মকে বর্জ্জন করিতে কহিয়াছেন, অর্থাৎ এপথে গমন

করা কর্ত্তব্য নহে; ইহাতে আপনার অকল্যাণ ব্যতীত কল্যাণ হয় না।

সামুদ্রিকং বাণিজকং চৌরপূর্গং শলাকবৃত্তিঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ। অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান্ সাক্ষ্যেত্বধি কুর্ব্বতে সপ্তঃ॥

জল যানারোহণ পূর্ব্বক বাণিজ্য কার্য্যে দেশ দেশান্তরে গমনাগমন যে করে, আর চৌর্য্যবৃত্ত্যুপজীবী যে হয়, ও বিজাতীয় কুৎসিত বৃত্ত্যুপজীবী হয়, ও চিকিৎসাব্যবসায়ী, ও শত্রু কি মিত্র, এবং ঋণ প্রদান করিয়া তাহার বৃদ্ধি যে ব্যক্তি গ্রহণ করে, এই সপ্ত জনকে সাক্ষ্য প্রদানে অধিকৃত করিবেনা, অর্থাৎ ইহাদিগের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে।

ভূগোল্কয়া জ্ঞায়তে জাতরূপং যুগেন ভদ্রং ব্যবহারেণ সাধুঃ। শূরোভয়েপ্যর্থকৃচ্ছ্রেষু ধীরঃ কৃচ্ছ্রং শ্চাপৎ সুহৃদ শ্চারয়শ্চ॥

অগ্নিতে দাহ করিলে সুবর্ণ পরীক্ষা জানা যায়, স্বভাবেতে ভদ্রকে, ব্যবহারে সাধুকে জানা যায়, উপস্থিত ভয়ে বীরকে ও অর্থ ক্লেশে ধীরকে জানা যায়, কষ্টাপন্নাবস্থায় এবং আপদুপস্থিতকালে শত্রু ও মৈত্রকে পরিচিত হওয়া যায়।

জরারূপং হরতি ধৈর্য্যমাশা মৃত্যু প্রাণান্ ধর্ম্মচর্য্যানসূয়া। ক্রোধ শ্রিয়ং শীলমনার্য্যসেবা হ্রিয়ং কামঃ সর্ব্ব মেবাভিমানঃ॥

জরা মনুষ্যের রূপ হরণ করে, লোভ ধৈর্য্য হরণ করে, মৃত্যু প্রাণ হরণ করে, অসূয়া ধর্ম্মচর্য্যাকে নাশ করে, কুসংসর্গ স্বভাব নাশক, কাম লজ্জাণহারক হয়, কিন্তু এক অভিমান এই সকলের সংহার করে।

নসাসভা যত্র নসন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধানতে যে নবদন্তি
ধর্ম্মং। নাসৌ ধর্ম্মো যত্র নসত্যমস্তি নতৎসত্যং
যচ্ছলেনাভ্যুপৈতি॥

সে সভা সভা নহে, যাহাতে পণ্ডিতগণের সমাগম নাই, সে
সকল পণ্ডিত পণ্ডিত নহে, যাহারা ধর্ম্মোপদেশ না করে, সে ধর্ম্ম
ধর্ম্ম নহে, যাহাতে সত্য নাই, সে সত্য সত্য নহে, যাহাতে
ছল আছে।

সত্যং রূপং শ্রুতং বিদ্যা কৌল্যং শীলং বলং ধনং।
শৌর্য্যঞ্চ চিত্রভাষ্যঞ্চ দশ সংসর্গ যোনয়ঃ॥

সত্য বাক্য কথন, লাবণ্য, শাস্ত্রব্যুৎপত্তি, জ্ঞান, কৌলিন্য,
সদ্ভাব, বল এবং ধন, শূরতা, চিত্র ভাষা অর্থাৎ বিচিত্রপদ বিন্যাস
পূর্ব্বক বক্তৃতা করণ, এই দশ সংসর্গজাত হয়। অর্থাৎ আলো-
চনায় বৃদ্ধি পায়।

প্রজ্ঞানেনাগময়তি যঃ প্রাজ্ঞেভ্যঃ সপণ্ডিতঃ।
প্রাজ্ঞোহ্যবাপ্য ধর্ম্মার্থে শক্নোতি সুখমেধিতুং॥

পণ্ডিতের সংসর্গ করিলে নির্ম্মল বুদ্ধি হয়, নির্ম্মল বুদ্ধি লাভে
সৎশাস্ত্র আলোচনা করিবার ক্ষমতা জন্মে, শাস্ত্রালোচনায় ক্ষমতা
হইলেই পণ্ডিত হয়, পণ্ডিত হইলেই ধর্ম্ম এবং অর্থ এতদুভয়ের
লাভ হয়, ধর্ম্মার্থ লাভে চিরকাল সুখভোগ করিতে শক্ত হয়।

ধর্ম্মেণরাজ্যং বিন্দেত ধর্ম্মেণ পরিপালয়েৎ।
ধর্ম্মমূলাং শ্রিয়ং প্রাপ্য ন জহাতি নহীয়তে॥

ধর্ম্মে রাজ্য লাভ করিয়া ধর্ম্মদ্বারা পরিরক্ষা করিবেক, যেহেতু
ঐশ্বর্য্যের মূল ধর্ম্ম, সেই ধর্ম্মকর্ত্তৃক ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলে নাশ হয়
না, এবং লক্ষ্মীও তাহাকে ত্যাগ করেন না।

অনসূয়ার্জ্জবং শৌচং সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা।
দমঃ সত্য মনায়াসো ন ভবন্তি দুরাত্মনাং।

অনসূয়া, সারল্য, সদাচার, সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, জিতেন্দ্রিয়তা, সত্যভাষণ, অনায়াস, এই সকল দুরাত্মাদিগের হয়না।

অর্থাৎ পরগুণে দোষারোপ না করার নাম অনসূয়া। কুটিলতা বর্জ্জনের নাম সারল্য। শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত সদাচার করণের নাম শৌচ। যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টির নাম সন্তোষ, অপ্রিয় বাক্য বর্জ্জনের নাম প্রিয়বাদিতা। ইন্দ্রিয়দমনের নাম দম, মিথ্যার উপরতির নাম সত্য, গাঢ়ানুরাগ প্রযুক্ত বহু আয়াস বিনা সহজ সাধ্যকে অনায়াস বলে, ইহা দুরাত্মাদিগের কখনই সম্ভব হয় না।

অষ্টম চমক।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস বিষয়ানন্দ! জগতে পরমেশ্বর যত বস্তু সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাক্য হইতে উৎকৃষ্ট বস্তু কিছু নহে, যত সুরস পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার মধ্যে বাক্যাপেক্ষা সুরস কোন পদার্থ নহে, যত সুমধুর মিষ্টদ্রব্য আছে, কিন্তু বাক্য মাধুর্য্যাপেক্ষা সুমধুর কোন দ্রব্যই নহে। বাক্যেতেই শত্রু, বাক্যেতেই বন্ধু লাভ হয়। বাক্যদ্বারা এই জগৎ সুরক্ষিত হইয়াছে। মধুর বাক্যে জগৎ বশ, কর্কশ কটুবাক্যে জগৎ শত্রু হয়। অতএব বৎস! সহস্র২ গুণে ভূষিত ব্যক্তি যদি মুখ দুষ্ট হয়, তবে সকলেই তাহাকে অপ্রিয় করে, আর সহস্র২ দোষ সত্ত্বেও মধুরবাদীকে প্রিয় করিয়া লয়। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল দুইটি দেখাইতেছি।

দেখ! কোকিলপক্ষী অতিখলস্বভাব, কৃষ্ণবর্ণ, অতিকুৎসিত, রক্তচক্ষুতে দৃষ্টি ক্ষেপ করে, কখন নীড় করিয়া বাস করেনা, পর পুত্রের হিংসা করে, অর্থাৎ কাকের অণ্ড নষ্ট করিয়া তাহার বাসাতে আপনি অণ্ড প্রসব করে, কখন সন্তানের প্রতিপালন করিতে জানে না, এতদোষে লিপ্তথাকিয়াও এক মধুর বাক্য প্রয়োগজন্য জগজ্জনের বল্লভতম হইয়াছে। সর্পজাতি অতি সুলক্ষণ, সৌন্দর্য্যযুক্ত, গাত্রঅতিসুশীতল, মলয়াচল

নিবাসী, মারুভাশী হয়, তথাপি বিষদুষ্টাস্য জন্য অতি ভয়ঙ্কর রূপে জগল্লোকের নিকট অতি অপ্রিয় হইয়া রহিয়াছে।

অতএব বিষয়ানন্দ। সুসমাহিতচিত্ত হইয়া শ্রবণ করহ, যদি জগতের প্রিয় হইতে বাসনা থাকে, তবে বাক্ পারুষ্যকে সংযত করিয়া সকলেরপ্রতিই মধুর বাক্য প্রয়োগ করিহ, যে বাক্য শ্রবণে আর্দ্র চিত্ত না হয়, সেওকি বাক্য! দুষ্ট বাক্য ক্ষেপ করায় আপনার ক্ষতি ব্যতীত উপকৃতি দর্শেনা।

আক্রোশ পরিবাদাভ্যাং বিহিংসন্ত্যবুধা বুধান্।
বক্তাপাপ মুপাদত্তে ক্ষমমাণো বিমুচ্যতে॥

মূর্খ ব্যক্তিরা ক্রোধীশাপরবশে আক্রোশ এবং পরনিন্দাবাদ দ্বারা পণ্ডিতগণের হিংসা করে, কিন্তু তাহাতে ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট পণ্ডিতের কিছুমাত্র হানি হয় না, কেবল ঐ মূর্খ কটু বক্তাই পাপে লিপ্ত হয় এইমাত্র।

অত্যারোহতিকল্যাণং বিবিধাবাকসুভাষিতা।
সৈব দুর্ভাষিতা রাজন্নধর্ম্মায়োপপদ্যতে॥

বিবিধ প্রকার সুভাষিত বাক্য দ্বারা কল্যাণ পদবীতে আরোহণ করে। আর সেই বাক্য দুর্ভাষিত হইলে, তাহাতে অধর্ম্ম ব্যতীত কোনধর্ম্ম উপপন্ন হয় না।

বাক্যেই স্বর্গ, বাক্যেই নরক, বাক্যেই মান, বাক্যেই অপমান, কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই হয়। তুমি, আর তুই, এই দুই বাক্য সমানাক্ষরে পরিণত, উচ্চারণ করিতেও সমান সময় লাগে, রসনাও উচ্চারণ কালে সমান রূপ পরিশ্রান্তা হয়। কেবল শুভা শুভ শ্রবণ মাত্র, তুমি কহিলে লোকের মান থাকে, বক্তাও জন সমাজে শিষ্ট রূপে সমাদৃত হয়, তুই কহিলে লোকের মান হানি এবং বক্তাও তাহাতে লোক সমাজে অশিষ্ট রূপে পরিচিত হয়। তুমি এই বাক্য সুভাষিত, তুই এবাক্য দুর্ভাষিত হয়। বিনয় বাক্যে আপামর সাধারণেরই পরিতুষ্টি জন্মে, অবিনয় বাক্যে সকলেরই

অপ্রিয় হয়। বাক্যের আঘাত অস্ত্র শস্ত্রাদির আঘাত অপেক্ষা অতিশয় কঠিনতর হয়। অতএব সাধান হওয়া ভাল, হটাৎ কাহাকে কটু বাক্য আঘাত করা কর্ত্তব্য নহে। দুর্ব্বাক্যাঘাতে মনোভঙ্গ হইলে, আর পুনর্ব্বার তাহার সংযোজন হয় না।

রোহতে চ শরৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনাহতং।
বাচাদুরুক্তং বীভৎসং ন সংরোহতি বাক্‌ক্ষতং॥

কুঠারাদি অস্ত্রদ্বারা ছিদ্যমানবনস্থবৃক্ষের পুনঃ প্ররোহয়। কিন্তু দুর্ব্বাক্যরূপ শরক্ষতমর্ম্মের আর পুনঃ প্ররোহ হয় না। অর্থাৎ মর্ম্মান্তিক কটু বাক্যে মনো ভঙ্গ হইলে, আর কস্মিন্ কালেও মনঃ প্রসন্ন হয় না॥

কর্ণা নালীক নারাচান্নির্হরন্তি শরীরতঃ।
বাক্‌শল্যন্তু ন নির্হর্ত্তুং শক্যো হৃদিশয়োহিসঃ॥

শর, তোমর, ভল্লাদিঅস্ত্র বিদ্ধ হইলে, শরীর হইতে তাহা উদ্ধার করিবার বিস্তর উপায় আছে। কিন্তু হৃদি বিদ্ধ দুর্ব্বাক্যরূপ যে অস্ত্র, সে হৃদয়েই বিদ্ধ থাকে, তাহাকে উদ্ধার করিবার কোন উপায় নাই।

অতএব বিষয়ানন্দ! বালক কালাবধি অভ্যাস না করিলে, যৌবন কালে বাক্যকে সংযত করিতে পারে না, বাক্য কথনের পূর্ব্বে শুভাশুভ বিবেচনা করিতে হয়, কথনানন্তর বিবেচনা নাই। সন্ধিত অস্ত্র ত্যাগ করিলেও কদাচিৎ ব্যর্থ হয়, কিন্তু বাক্য শর ক্ষেপ করিলে মোঘ হয় না।

যস্মৈ দেবা প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবং।
বুদ্ধিং তস্যাপকর্ষন্তি সোর্ব্বাচীনানি পশ্যতি॥

দেবতারা যাহাকে পরাভব প্রদান করিবেন তাহার পরাভবের পূর্ব্বেই সুবুদ্ধিকে অপহরণ করেন। সুতরাং বিনাশকারিণী কুবুদ্ধির বশে সে জগৎ কেই অর্ব্বাচীন দেখে। অর্থাৎ সাধু ব্যক্তিকে

অসাধু, ধার্ম্মিক কে অধার্ম্মিক, ধর্ম্মকে অধর্ম্ম, সত্যকে অসত্য, সুহৃৎকে অসুহৃৎ, উপকারীকে অনুপকারী, শুভকে অশুভ, করণীয়কে অকরণীয়, সুপথকে কুপথ, লাভকে অলাভ বোধকরে। তখনই অনুমানে বুঝিতে হইবে যে ইহার বিনাশ দশা উপস্থিত হইয়াছে।

বুদ্ধৌ কলুষভূতায়াং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে।
অনয়োনয় সংকাশো হৃদয়া ন্নাপসর্পতি ॥

প্রত্যুপস্থিত বিনাশ কালে মলিনা বুদ্ধিতে অনয়কে, নয় স্বরূপ বোধ হয়, সেই অনয় তাহার হৃদয় হইতে কখনঅন্তর হয় না।

অর্থাৎ বিনাশকালের পূর্ব্বে মতি ভ্রংশ হয়, তাহাকেই কলুষ ভূতা বুদ্ধি বলে, সেই কলুষভূতাবুদ্ধিতে যত অশুভ কর্ম্ম, সে সকল কর্ম্মকেই শুভ বলিয়া ধারণা করে, তাহাকে সুহৃৎগণে সদুপদেশ করিলেও তাহার হৃদয়ে অশুভ বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং প্রাকৃতলোকসকলেই তাহাকে (মতিচ্ছন্ন) বলে। যাঁহারা সৎপুরুষ রূপে প্রতিপন্ন হইতে কামনা করেন, তাঁহাদিগের উচিত যে এরূপবুদ্ধির কার্য্য দৃষ্টে বিবেচনা করিয়া আত্ম শুভান্বেষী হইয়া পণ্ডিত দিগের এবং সুহৃৎগণের উপদেশ গ্রহণ করেন, তাঁহাদিগের অসম্মতিতে কোন কর্ম্ম সম্পন্ন করিতে প্রস্তুত না হন।

দিবসেনৈব তৎকুর্য্যাদ্যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ।
অষ্টমাসেন তৎকুর্য্যাদ্যেন বর্ষা সুখং বসেৎ ॥
পূর্ব্বে বয়সি তৎকুর্য্যা দ্যেন বৃদ্ধং সুখং বসেৎ।
যাবজ্জীবেন তৎকুর্য্যা দ্যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ ॥

দিবসে এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে রাত্রিকালে নিরুদ্বেগে সুখ নিদ্রা ভজনা হয়। অষ্টমাসে এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে বর্ষার চারিমাস সুখে থাকিতে পারে। যৌবনাবস্থায় এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে বৃদ্ধাবস্থায় সুখে বাস হয়। যাবজ্জীবন এমত কার্য্য করিবে, যাহাতে পরলোকে ক্লেশ না হয় ॥

নবম চমক।

বিষয়ানন্দ হে আচার্য্য! আপনি পূর্ব্বে আজ্ঞা করিয়া ছিলেন, সভ্য লক্ষণ কহিবেন, অতএব কিরূপ স্বভাবাপন্ন হইলে সভ্য হয় তাহা উপদেশ করুন্।

বিজ্ঞানানন্দ! নানা গ্রন্থে নানা ছন্দে সভ্যগুণের বর্ণনা করিছেন, তথাপি মহারাজাভর্ত্তৃহরির সভাসদ কুসুমদেবনামা পণ্ডিতঃ অষ্টাদশ প্রকার অসভ্য লক্ষণ কহিয়াছেন, তাহাই প্রথমতঃ সংক্ষেপেতে কহি।

আত্ম স্বার্থ পরাযেচ সত্যধর্ম্ম বিবর্জ্জিতাঃ।
পরোপকার রহিতা নিরর্থ পর পীড়কাঃ।
যেবেদ বাহ্যাকৃতিন স্তেষাং সভ্যগুণেন কিং।।

যে সকল লোক আত্ম স্বার্থ পরায়ণ, সত্য এবং ধর্ম্ম বর্জ্জিত হয়, পরোপকার ধর্ম্ম রহিত, নিরর্থ পরপীড়াদায়ক, বেদ বহির্গত সকল কর্ম্ম করে, তাহাদিগের সভ্যগুণে কি করিতে পারে। যাহারা সাধু বিচার, সাধ্বাচার সাধ্বাহার, সাধুক্রিয়াদিতে বিমুখ, তাহারদিগের সভ্য গুণের সহিত সম্পর্ক কি? যাহারা আত্মশ্লাঘী, পর পরগুণ শ্রবণে অসর্ষী হয়, এবং উত্তমাধম বর্ণ বিচার করে না, তাহাদিগের সহিত সভ্য গুণের কি সম্পর্ক? যাঁহারা জ্ঞানখল, গুরু শাস্ত্রে বিশ্বাস হীন, আর প্রচ্ছন্নবঞ্চক, তাহাদিগের সভ্য গুণের সহিত কোন সম্পর্ক নাই। এই সকল অসভ্য লক্ষণ ইহার অপেক্ষা আরো শাস্ত্রে কহিয়াছেন, অতএব সংক্ষেপেত মহা ভারতীয় প্রমাণে সভ্য লক্ষণ কিঞ্চিৎ কহি শ্রবণ করহ।

কর্ম্ম চৈতদসাধূনাং বৃজিনং নাম সাধুবৎ।
নশ্রদ্ধধানা ধর্ম্মস্য তে নশ্যন্তি ন সংশয়ঃ।।

অসাধু ব্যক্তিরা অসাধু কর্ম্মকেই সাধু কর্ম্ম বলিয়া সমাচরণ করিয়া থাকে। কিন্তু সেই সকল কর্ম্ম তাহাদিগের সুপাক দুঃখের

নিমিত্ত হয়। এবং যথার্থ ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন জন্য বিনাশদশা প্রাপ্ত হয়।

ফলিতার্থ সাধু আর অসাধুর ভিন্ন২ গঠন নহে, সাধু কর্ম্ম করিলেই সাধু, অসাধু কর্ম্ম করিলেই অসাধু হয়। মনুষ্যকে অসাধু বলার পর আর তিরস্কার করিবার অপেক্ষা থাকে না।

কর্ম্মচেৎ কিঞ্চিদন্যস্থা দিরতরন্নসমাচরেৎ।
যৎকল্যাণ মভিধ্যায়েৎ তত্রাত্মানং নিযোজয়েৎ ॥

যাঁহারা, সভ্য তাঁহারা ধর্ম্ম ভিন্ন কিঞ্চিন্মাত্র ও অধর্ম্ম কর্ম্মের সমাচারণ করেন না। লোক শাস্ত্র প্রসিদ্ধ শুভকর্ম্মেই আপনাকে নিযুক্ত করেন।

অতএব বৎসবিষয়ানন্দ! সর্ব্বশাস্ত্রেই এরূপ ব্যক্তিসকলকে সভ্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। নতুবা অপূর্ব্ব বেশ বিন্যাসাদি ও গাত্রমার্জ্জন, সুগন্ধ দ্রব্য মৃক্ষণ পূর্ব্বক লম্বসাটপটাবৃত হইয়া নগরে নগরে স্বীয় রূপ লাবণ্য দেখাইয়া বেড়াইলে সভ্য হয় না, এবং আমরা জ্ঞানী, আমরা বিচক্ষণ, আমরা সভ্য বলিয়া সভায় সভায় বক্তৃতা করিলেও জ্ঞানীও সভ্য হয় না, বরং তাহাতে মূর্খতাই পদে পদে প্রকাশ পায়।

নালোকে রাজতে মূর্খঃ কেবলাত্মপ্রশংসয়া।
অপিচেন্মজ্জয়া হীনঃ কৃতবিদ্যঃ প্রকাশতে ॥

কেবল আত্মপ্রশংসায়, এবং মার্জ্জিতরূপলাবণ্য দ্বারা লোক সমাজে মূর্খ দীপ্তি পায় না। কিন্তু কৃতবিদ্যব্যক্তি মার্জ্জনাদি হীন হইলেও সর্ব্বত্রে প্রকাশ মান হয় ॥

বৎস বিষয়ানন্দ! এই কৃতবিদ্য, ও মূর্খ বলাতে কেবল শিল্প বা অন্যান্য শাস্ত্রে নৈপুণ্য কি অনৈপুণ্য এমত নহে, ধর্ম্মজ্ঞান বিশিষ্টকে বিদ্বান্, ধর্ম্ম জ্ঞান বর্জ্জিত ব্যক্তিকে মূর্খ কহিয়াছেন, যে ব্যক্তি পরধনাদিতে লোভ শূন্য, সর্ব্ব জীবে সমদর্শী এবং দৈব পৈত্রকর্ম্মে তৎপর, সেই সুসভ্য, সেই সুপণ্ডিত।

নবক্তা বাক্য পটুতা ন দাতা দান কর্ম্মণি।
রণং জিত্বা ন শূরশ্চ বিদ্যয়া নচ পণ্ডিতঃ ॥

কেবল গদ্য পদ্যাদি রচনা দ্বারা বাচালতা করিলে বক্তা হয় না, পাত্রা পাত্র বিবেচনা না করিয়া ধন ছড়াইলেই দাতা হয় না। বাহুবলে সংগ্রাম জয় করিয়া রাজ্য লাভ করিলেও বীর হয় না, আর বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেও পণ্ডিত হয় না।

সত্যবাদী ভবেদ্বক্তা দাতা পরহিতেরতঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং জিতঃ শূরঃ পণ্ডিতা ধর্ম্মচারিণঃ ॥

সত্যবাদিব্যক্তিকেই বক্তা কহে, পরের হিতকারি ব্যক্তিকে দাতা বলে, জিতেন্দ্রিয়ব্যক্তিকে শূরবলে, আর শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্ম যাজন যাঁহারা করেন তাঁহাদিগকেই পণ্ডিত বলে।

পাপং চেৎ পুরুষঃ কৃত্বা কল্যাণ মভিপদ্যতে।
মুচ্যতে সর্ব্ব পাপেভ্যো মহাভ্রৈরিব চন্দ্রমাঃ ॥

যে ব্যক্তি যৌবন কালে নিয়ত অশেষ পাপ করিয়া, পরে এমত বোধ করে যে আমি অনেক উৎকট পাপ করিয়াছি, এক্ষণে আর করিব না, ইহা নিশ্চয় করতঃ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শাস্ত্র সিদ্ধ কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তবে পূর্ব্বকৃত সমস্ত পাপ হইতে পরিমুক্ত হইয়া মেঘান্তরিত চন্দ্রের ন্যায় সেব্যক্তি পুনঃ সাধুবৎ প্রকাশ পায়।

যথাদিত্য সমুদ্যন্ বৈ তমঃ সর্ব্বং ব্যপোহতি।
তথা কল্যাণ মাতিষ্ঠন্ সর্ব্বপাপং ব্যপোহতি ॥

যদ্রূপ সূর্য্যদেব উদয় হইয়া সমুদয় তমোরাশিকে বিনাশ করেন। তদ্রূপ কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে পূর্ব্বকৃত সমুদায় পাপ বিনষ্ট হয় ॥

পাপানাং বিদ্ধ্যনুষ্ঠানং লোভমোহৌ দ্বিজোত্তম।
লুব্ধাঃ পাপং ব্যবস্যন্তি নরানাতি বহুশ্রুতাঃ ॥

লোভ আর মোহ এই দুইকেই পাপের বিশেষ অনুষ্ঠান বলিয়া জানহ। লোভ মোহাভিভূত অশাস্ত্রবিৎ ব্যক্তিরা পাপকেই নিশ্চয় করিয়া লয়। অর্থাৎ লোভি ব্যক্তিরা পরকাল মানা করে না, কেননা পরকালের ভয় থাকিলে লোভের কার্য্য সম্পন্ন হয় না. লোভে না হয় এমত অপকর্ম্মই নাই। অতএব বিষয়ানন্দ! লোভ সম্বরণ করা সৎপুরুষদিগের সর্ব্বদাই কর্ত্তব্য। দেখ, ধন লোভে চুরি জুয়াচুরি, বাট্ পাড়ি, এবং বিষাস্ত্র লগুড়াদি দ্বারা পর প্রাণ ঘাতন অনায়াসেই করিয়া থাকে। লোভ এমনই পদার্থ, যে রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়াও লোভের অনুরোধে দেবস্ব ব্রহ্মস্ব প্রভৃতি অপহরণ করিতে সর্ব্বদা অভিলাষী হয়। স্ত্রীলোভে গম্যাগম্যা বিরুদ্ধা বিরুদ্ধ সম্পর্ক বিচার থাকে না। আহারের লোভে বৈধ অবৈধ সকল দ্রব্যই ভোজন করিয়া থাকে, তাহাতে জাতি কুল বর্ণ বিচার করিতে পারে না, সুতরাং যথেষ্টা চরণে প্রবৃত্ত হয়।

অধার্ম্মিক লোক সকল তৃণ সংবৃত্ত কূপের ন্যায় অধর্ম্ম কলাপকে ধর্ম্মরূপে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে, কেন না তাহাদিগের কুৎসিত কর্ম্মদৃষ্টে লোকে অধার্ম্মিক না বলে, অতএব তাহারা যে জিতেন্দ্রিয়তা, ও পবিত্রতা জানায় সেশুদ্ধ ধর্ম্মাশ্রিত প্রলাপ মাত্র।

অভব্যো ভব্য রূপেণ ভস্মচ্ছন্ন ইবানলঃ।
যতিরূপ প্রতিচ্ছন্নো জিহীর্ষুস্তাং মনিন্দিতাং॥

যে ব্যক্তি অসৎ হয়, সে ব্যক্তি ভস্মাচ্ছন্ন অগ্নির ন্যায় আপনার অসৎতাকে সদ্রূপে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। যেমন অতি অভব্য অসৎরাবণ শ্রীরামের প্রণয়িনী অনিন্দিতা সীতা হরণেচ্ছু হইয়া ভব্য যতিরূপে প্রতিচ্ছন্ন হইয়াছিল।

অতএব, অরে বৎস! অসতের বাক্যে আপন চিত্তকে লোভিত করিহ না, নষ্টেরা বাক্যে বিশিষ্টরূপ সারল্য জানায়, কিন্তু তাহাদিগের স্বভাব ও কার্য্যের পরীক্ষা না লইয়া কেবল কথায় সজ্জন বলিয়া যে ব্যক্তি বিশ্বাস করে, তাহার অসংশয় বিপৎ ঘটনা হয়।

দশম চমক।

বিষয়ানন্দ হে আচার্য্য! আপনি যে শিষ্টাচার শিক্ষার উপদেশ করিলেন, ইহা অতি কঠিন সাধ্য বোধ হইতেছে, কেন না, নানা দেশীয়, নানা মত আছে, তাহা চিত্তেধারণা করা অল্পবুদ্ধির কার্য্য নহে। অতএব এমত সুগম পথ প্রদর্শন করাউন্, যাহাতে অনায়াসে গমন করিতে পারি, নচেৎ গহন বিপিন সদৃশ ধর্ম্মারাণ্যে প্রবেশ করা যায় না। আপন আপন যুক্তিতে ধর্ম্ম নিরূপণ করা সুদূর পরাহত।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে বৎস! শিষ্টাচার শিক্ষার মূল কারণ পিতামাতার সেবা পরিচর্য্যা করণ। জগৎপিতা জগদীশ্বর প্রথম আত্ম শরীর হইতে এতৎ চরাচর প্রভৃতি সকল বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থান বিভাগ করিয়া যথা নিয়মে তাহা প্রচলিত রাখিবার নিমিত্ত আপনার প্রথম পুত্রকে উপদেশ করেন, পরে তিনিও আপন পুত্রকে উপদেশ দেন। এইরূপে পুত্র পরম্পরা পিতৃ উপদেশানুসারে ঈশ্বরকৃত নিয়ম সকল অর্থাৎ আচার ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, দৈব, পৈত্রকর্ম্ম, বর্ণাশ্রমাদি বিভাগে জ্ঞান, ব্রতোপবাসাদি যথা বিধানে চলিয়া আসিতেছে, ইহার অন্তর হইয়া চলিতে কাহার সাধ্য নাই, চলিলেও স্বপদে থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহাকে বিপথ বলা যায়, যে হেতু সাধুপথপ্রদর্শনার্থ মনুষ্যের আদিপুরুষ জগদ্ধাতার প্রথম পুত্র স্বায়ম্ভুব মনু উপদেশ করিয়া গিয়াছেন। যথা

যেনাস্য পিতরো যাতা যেন যাতাঃ পিতামহাঃ।
তেন যায়াৎসতাং মার্গ স্তেন গচ্ছন্নরিষ্যতে॥

যে পথে পিতা গমন করিয়াছেন, যে পথে পিতামহেরা গমন করিয়াছেন, সেই সাধুদিগের পথ, সে পথে গমন করিলে কোন মতে অবসন্ন হয় না।

অতএব বৎস!—ইহার অপেক্ষা ধর্ম্মশিক্ষা এবং সভ্যতা শিক্ষার সুগম উপায় আর নাই। পিতা মাতার নিকট উপদিষ্ট হইয়া

পূর্ব্ব পুরুষানুরূপ সদাচারের অভ্যাস করিলে শিষ্ট সম্প্রদায় মধ্যে গননীয় হয়। পিতা মাতার আজ্ঞা লঙ্ঘন ও তাঁহাদের উপদেশকে অগ্রাহ্য করিয়া আপনার যুক্তিমত, কিম্বা অশিষ্ট সংপ্রদায়ীর উপদেশানুসারে আচার ধর্ম্মাদির পরিগ্রহ করিলে শিষ্ট সম্প্রদায় গণ্য হয় না, এবং কোন ধর্ম্মেই উত্তীর্ণ হইতে পারে না। পিতা ও মাতার প্রসন্নতা লাভ করিতে না পারিলে, কোন প্রকারেই সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে না, এবং পরকালেও নিস্তীর্ণ হইতে পারে না, পরকালের কথা দূরে থাকুক্ মাতাপিতাকে অসন্তোষ রাখিলে ইহলোকে কোন সুখেরই ভোক্তা হইতে পারে না। সে যদি বৃহস্পতি তুল্যও পণ্ডিত হয়, তথাপি জন সমাজে অজ্ঞত্বাদি দোষ জন্য উপহাসের এক আধার স্বরূপ হয়। একারণ উপদেশ স্থলে তোমাদিগকে মহাভারতীয় এক আখ্যায়িকা কহি, সমাহিত চিত্তে শ্রবণ করহ।

কান্য কুব্জ দেশে কৌশিক নামে অকৃতদার এক ব্রাহ্মণ, পিতা মাতার অসন্তোষতায় সুদুষ্কর তপোধর্ম্মে লিপ্ত হইয়াও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ বৃদ্ধামাতা ও বৃদ্ধপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া যখন পুলহাশ্রমে তপস্যা করিতে গমন করেন, তখন তাঁহার মাতা ও পিতা অত্যন্ত কাতর হইয়া, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম পুত্রকে বিস্তর নিষেধ করিয়া কহেন।

অরে বৎস! তুমি এ বুদ্ধি পরিত্যাগ করহ, আমরা বৃদ্ধ হইয়াছি, এ সময়ে ঘোরতর দুস্তর বৃজিনার্ণবে নিঃক্ষেপ করিয়া তুমি কোন্ ধর্ম্ম উপার্জ্জন করিতে অভিলাষ করিতেছ, আমারদিগকে দুঃখ সমুদ্রে ভাসাইলে তোমার কোনধর্ম্ম হইবে না, এক্ষণে আমারদিগের সেবাপরিচর্য্যা করিলে গৃহে বসিয়াই তোমার সকল ধর্ম্ম উপার্জ্জন হইবেক। আমরা অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়াছি, তাদৃশ গতি শক্তি রহিত আমার দিগের রক্ষণাবেক্ষণ এবং সেবা পরিচর্য্যা করে এমত ব্যক্তি মাত্র নাই। অন্ধের যষ্টি স্বরূপ সবেমাত্র এক পুত্র তুমিই আছ, এসময় নিষ্ঠুর হইয়া আমাদিগকে তুমি যদি পরিত্যাগ করিয়া যাও তবে আমাদিগের কি গতি হইবে? ইহাও তো তোমার চিন্তা করা উচিত। একে পুত্রবিচ্ছেদানল জ্বালা, তাহার পর জঠরানল জ্বালা, এই বৃদ্ধশরীরে আমরা কি প্রকারে সহ্য করিতে শক্তি

হইন! অরে বৎস! এরূপ দীন হীন ভূশকাতর বৃদ্ধ পিতা মাতাকে দুঃসহ দুঃখ পাথোধি সলিলে ভাসাইয়া তপস্যায় তুমি কত পুণ্য সঞ্চয় করিবে? শাস্ত্রে কহে পিতামাতার সেবায় পুত্রের এবং পতি সেবাতে স্ত্রীলোকের যে ধর্ম্ম, তাহার কোটি কোটি অংশের একাংশও তপস্যাদিতে নাই, অতএব আমাদিগের সেবাব্যতীত তোমার তপস্যা করা গর্হীয় ধর্ম্ম নহে।

অরে প্রাণপ্রিয়তমপুত্র! এক্ষণে এসকল কুবুদ্ধিবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমরা যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন আমাদিগের আনন্দ জনক হইয়া সেবা কর, আমাদিগের উপরম হইলে পশ্চাৎ তপোধর্ম্মের সমাচরণ করিও। সংপ্রতি গৃহস্থধর্ম্মে সংযুক্ত থাকিয়া জনক জননীর সেবা কলে জগজ্জনকের প্রিয় পাত্র হও। নিরর্থ দুঃখজালে আবৃত করিয়া আমাদিগের ক্লেশপ্রদ হইলে তোমার কদাপি কোন সংকল্প সিদ্ধি হইতে পারিবেক না।

রে বৎস! তোমার অদর্শনে আমাদিগের রোদন ব্যতীত আর কোন অবলম্বন থাকিবে না, সুতরাং নিরন্তর জলাবিল নয়নহেতু অন্ধ হইবার বিস্তর সম্ভাবনা। অতএব তপোধর্ম্মের বিরাম করতঃ আমাদিগের নয়নগোচরে অবস্থিতি করিয়া সতত নয়নানন্দ প্রদান করহ। এরূপ পিতামাতার সাক্ষেপোক্তিরপ্রতি শ্রোত্র পাত মাত্র না করিয়া তপোজিগীষায় বৃদ্ধ পিতা ও বৃদ্ধামাতাকে সুদুস্তর শোকসাগরে নিঃক্ষেপ করতঃ তপস্যার্থ স্বগৃহ হইতে পুলহাশ্রমাভিমুখে প্রস্থান করিলেন।

পথি পর্য্যটন দ্বারা কিয়দ্দিবসকে অতিবাহন করতঃ পুলহাশ্রমোপনীত হইয়া সুরম্য গণ্ডকীতীরে শালগ্রামতীর্থে তপোধর্ম্মে নিবিষ্টচেতা হইয়া পঞ্চতপাদি কঠোর কঠোর ব্রত সকলের নিয়ম পরিগ্রহ করিয়া বহু সংবৎসর কালকে অতিপাত করিলেন।

বায়ু পত্র ফল জলাহারাদির নিয়মগ্রহণ জন্য শীর্ণকলেবর অস্থিচর্ম্ম বিশিষ্ট, কোটরাশ্রিত চক্ষু, জটাজাল মণ্ডিত মস্তক, লম্বশ্মশ্রুনখাদিবিশিষ্টহইলেন, কিন্তু সর্ব্বগাত্র দিয়া অন্তস্থিত তপোগ্নিজ্বালা নির্গত হইতে লাগিল। দৈবযোগে কদাচিৎ গণ্ডকী তীর নীরসঞ্চারি এক ক্রৌঞ্চপক্ষী ঐ কৌশিকের উপরি

ভাগে উড্ডীয়মান হইয়া পুরীষ বর্জ্জন করিল, বায়ু বেগে ঐ বিষ্ঠার এক বিন্দু ঐ তপস্বিকৌশিকের গাত্রে সংলগ্ন হইল তদ্দৃষ্টে দ্বিজবরকৌশিক ক্রোধান্ধীভূত হইয়া ঐ বকের প্রতি কোপদৃষ্টি নিঃক্ষেপ করিলেন। তদীক্ষণমাত্রতঃ কালান্তদহনোপম প্রলয়াগ্নি নির্গত হইয়া এককালিন বকপক্ষীকে ভস্মসাৎ করিল। তাহা দেখিয়া আপনার তপোবলের পরীক্ষা প্রাপ্ত হইয়া কৌশিক মহাঅভিমানী হইলেন, এবং আমি চীর্ণব্রত হইয়াছি এমত নিশ্চিত অবধারণা করিলেন। এক্ষণে আর আমার তপস্যা করিবার কোন প্রয়োজন করেনা।

আপনাকে দৃঢ় রূপে সুসিদ্ধ জানিয়া তপস্যার বিরাম করতঃ বিদেহ নগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ক্রমশঃ পথ পর্য্যটন দ্বারা শ্রান্ত এবং ক্ষুৎ পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া মধ্যাহ্নকালে কোন এক ব্রাহ্মণ গৃহে অতিথি হইলেন। সেই গৃহ কর্ত্তা অতিবৃদ্ধ, তৎপত্নী পতিব্রতধর্ম্ম পরায়ণা, যৎকালে ঐ কৌশিক তদ্গৃহে উপস্থিত হইলেন; তৎকালে সেই পতিব্রতা ব্রাহ্মণী যথা শাস্ত্র পতি সেবা কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। বাক্যমাত্রে অতিথিকে উপবেশন করিতে করিয়া পতি সেবা করিতে লাগিলেন, তাহাতেই তাঁহার অতিরিক্ত কালক্ষেপ হইয়া গেল। ক্ষুধা তৃষ্ণায় দহ্যমান কৌশিক উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিলেন, মাগো আমাকে ক্ষুধা তৃষ্ণায় অতি বাধিত করিয়াছে, ত্বরায় ভিক্ষা প্রদান করহ। পতিব্রতা উত্তর করিলেন, বৎস! কিঞ্চিৎ অপেক্ষা করহ। পুনর্ব্বার অতিপর ক্ষণান্তর কৌশিক পুনর্ব্বার ভিক্ষা চাহিয়া কহিলেন মা! আমি অতিশয় কাতর হইয়াছি, আর ক্ষুধা সহ্য করিতে পারিনা। পতিব্রতা কহিলেন, বৎস! আরও কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষা কর। পুনর্ব্বার কিয়ৎ কালানন্তর কৌশিক ভিক্ষা চাওয়াতে, পতিব্রতা পুনঃ ক্ষণ কালাপেক্ষা করিতে কহিলেন। এই রূপ কৌশিক যতবার বলেন পতিব্রতাও ততবার অপেক্ষা করিতে কহেন। তখন মহাভিমানি কৌশিক ঈষৎ কোপের আহরণ করিয়া কহিলেন, রে চণ্ডালপ্রসূতে! তুই আমাকে চিনিতে পারিলি না, যে আমি কে। সামান্য জ্ঞান করিয়া তাচ্ছিল্য করিতেছিস্। আমি

যে সকল কঠিন ব্রত ধারণ করতঃ উগ্র তপস্যা করিয়াছি, তাহার ফলে এইক্ষণে ভস্মসাৎ করিব, আর সহ্য হয় না। কৌশিকের এতৎ অভিমানযুক্তবাক্য শ্রবণ করিয়া, পতিব্রতা স্মেরাননা হইয়া কহিলেন ঠাকুর স্থির হও, অবোধের ন্যায় এত ক্রোধ করা উচিত নহে, সম্বরণ করহ। আমি কাকী বকী নহি, আমি পতিব্রতা স্ত্রী, যদি পতি চরণে মনথাকে, তবে তোমার ওকোপে আমার কি ক্ষতি হইবে? একটি বককে ভস্ম করিয়াই এত অভিমান।

পতি ব্রতার বদন বিগলিত এই বকভস্মের কথা শ্রবণ মাত্রেই কৌশিকের গাত্রলোমাঞ্চিত, ওকণ্ঠ ওষ্ঠ তালু শুষ্ক হইয়াগেল, বিস্ময়াবিষ্টচিত্তে আত্মকৃত বকভস্মের বিবরণ স্মরণ করিয়া, আপনা আপনি মনেং চিন্তা করিতে লাগিলেন। কি আশ্চর্য্য! আমি গণ্ডকীতীরে পুলহাশ্রমে নিবিড়বিপিনে যে বক ভস্ম করিয়াছি, কুলবধূ হইয়া এই পতিব্রতা স্ত্রী ইহা কি প্রকারে বিজ্ঞাত হইল। অত্যন্ত চমৎ কৃত হইয়া কৌশিকঋষি বিনয়াবনতকন্ধরে পতিব্রতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মা গো! তুমি কে, আমি চিনিতে পারিলাম না। আমি নির্জ্জন পুলহাশ্রমে বক ভস্ম করিলাম, তুমি কুলবধূ গৃহাশ্রমে থাকিয়া কি প্রকারে তদ্বৃত্তান্তাবগত হইলে, ইহার স্বরূপতত্ত্ব আমাকে কহিতে আজ্ঞা হয়। তখন পতিপরায়ণা পতিব্রতাললনা, কৌশিকের বিনয় বচন শ্রবণে, সহাস্যবদনে কহিলেন। হে ধরামরকৌশিক! তুমি অতি অবোধ, তোমার দুষ্কৃতি ক্ষালন হয় নাই, অতএব তুমি আমার স্বরূপ তত্ত্ব জানিবার যোগ্য পাত্র নহ, তোমাকে ইহার বিশেষ কারণ কি কহিব, বিদেহ নগরে তুলাধার নামে পিতৃ মাতৃ ভক্ত ধর্ম্ম ব্যাধ তোমাকে বিস্তারিত বৃত্তান্ত কহিবে। অতএব এস্থান হইতে মিথিলায় ত্বরায় গমন করহ। তাহার নিকট উপদেশ পাইলে বিশেষ তত্ত্ব জানিতে পারিবে। সেই ব্যাধ সর্ব্বজ্ঞ বহুদর্শী সর্ব্ববেদ বেদান্তবিৎ ত্রিকাল জ্ঞাতা পুরুষ। আমি পতিসেবার ফলে সর্ব্বজ্ঞা হইয়াছি এইমাত্র সংক্ষেপে কহিলাম। ইহা কহিয়া যথোচিত ভক্তিসহকারে সেবা করিয়া কৌশিককে বিদায় করিলেন।

অনন্তর, কৌশিক, পতিব্রতার নিকট পূজাগ্রহণ করতঃ বিদায়

হইয়া ধর্ম্মব্যাধের দর্শনাকাঙ্ক্ষায় বিদেহ নগরোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে গমন করিতে করিতে আপন মনে কতই বা চিন্তা করিতেছেন, এবং কতই বা আপনাকে আপনি ধিক্কার দিতেছেন হা! আমি কি অভাজন, আমি কি অপুণ্যকর্ম্মা, এতকাল পর্য্যন্ত কঠিনতর ব্রত ধারণে যৎপরোনাস্তি ক্লেশের সহিত পঞ্চতপাদি করিয়াও সর্ব্বজ্ঞত্বাদি লাভ করিতে পারিলাম না। অবলা হইয়া যোগিদিগের প্রার্থনীয় যে সর্ব্বজ্ঞত্ব তাহ গৃহে বসিয়া লাভ করিয়াছে, ইহাও সামান্য চমৎকারের বিষয় নহে, এই পতিব্রতা ধর্ম্মব্যাধের যেরূপ প্রশংসা করিল, না জানি সেই বা কি রূপ প্রভাবান্ হইবে?।

এইরূপ চিন্তায় পথিমধ্যে কতিপয় দিবসকে অতিবাহন করতঃ মিথিলা নগরে উপস্থিত হইয়া ধর্ম্মব্যাধের অন্বেষণা করিয়া বিপণস্থানে তাহার সাক্ষাৎ করিলেন। তুলাধার আপনার ধর্ম্মপত্নীর সহিত একত্র উপবিষ্ট হইয়া মাংস বিক্রয় করিতেছে। ব্রিজদেব কৌশিকঋষিকে দেখিবামাত্র সম্ভ্রমে গাত্রোত্থান করতঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটবদ্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন। হে অবনীদেব। অদ্য আমার সফল জন্ম, সফলাক্রিয়া, সুপ্রভাতা রজনী, যেহেতু মহানুভাব সাধুর সন্দর্শন করিলাম। আমি চণ্ডাল, অতি হীন, লুব্ধক, পাপজাতি হীনযোনি প্রভব, নিরন্তর অধম কর্ম্ম দ্বারাই জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করি। ভবদ্বিধ মহাত্মাদিগের সহিত আমার সাক্ষাৎ হওয়া সুদূর পরাহত, কেবল মৈথিলীপতিব্রতার বাক্যানুসারেই এ দীন হীন পাপীয়ান্‌ব্যক্তিকে কৃতার্থ করিতে এ অধমালয়ে আপনার সমাগমন হইয়াছে, অতএব যথাজ্ঞান যথামতি আমি যে ব্যক্তিৎ উপদেশার্হ বাক্য তোমাকে কহিব, তাহাতে কিয়ৎকাল বিলম্ব করিতে হইবে।

সংপ্রতি আপনি আমার ভবনে গিয়া কিঞ্চিৎক্ষণ বিশ্রাম করুন্। ইহা কহিয়া মধ্যাহ্নকালে পণ্যস্থল হইতে স্ত্রীপুরুষে মাংস বিক্রয়কর্ম্মের অবহার করতঃ কৌশিককে সঙ্গে লইয়া স্বগৃহে সমাগত হইলেন। ধর্ম্মব্যাধ পুরপ্রবিষ্ট হইয়া বৃদ্ধ মাতা

পিতাকে তৈলাদি মৃক্ষণদ্বারা সুশীতল সলিলে স্নান করাইলেন। স্নানানন্তর যথাযোগ্য ভোগ্য দ্রব্য ভোজনে সুতৃপ্ত করতঃ অপূর্ব্ব শয্যাতে শয়ন করাইয়া সস্ত্রীকে পিতা ও মাতার পাদ সম্বাহন করিতে লাগিলেন। কৌশিকঋষি ধর্ম্ম ব্যাধের ধর্ম্মজ্ঞতা ও সদ্ব্যবহার, এবং পিতা মাতায় ঐকান্তিকী ভক্তি দেখিয়া এককালীন বিস্ময় পাথোধি সলিলে নিমগ্ন হইলেন।

অনন্তর, তুলাধার পিতা মাতার আজ্ঞা লইয়া আতিথেয় কর্ম্ম সম্পাদনার্থ কৌশিকের নিকট সমাগত হইয়া বিনয় পুরঃসর কহিতে লাগিলেন। হে প্রভো! আপনি ভূদেব ব্রাহ্মণ জাতি, আমি অতি নীচ চণ্ডাল বংশ প্রসুত, আমার ভবনে আপনার সেবা কি প্রকারে হইতে পারে? এবং না হইলেও বা এদীনের ধর্ম্ম রক্ষা কি রূপে হয়? ইহা কহিয়া কোন বিশিষ্ট স্থানে বাসা দিয়া সেবা পরিচর্য্যা করিয়া, তদাজ্ঞানুসারে স্বভবনে আসিয়া স্নানাদি করিয়া পিতা মাতার পত্রাবশিষ্ট প্রসাদান্ন ভোজনে স্বীয় জঠরানলের শান্তি করিলেন।

মহর্ষি কৌশিক, তুলাধারের চরিত্র এবং সর্ব্বজ্ঞত্ব, ও ধার্ম্মিকতা দেখিয়া মনে২ আত্মকৃত তপস্যার বিস্তর শ্লাঘা করিতে লাগিলেন। আমি কঠিনতর ক্লেশ সহ্য করিয়া যে তপস্যা করিয়াছিলাম, সেই ফলেই আমার এবম্বিধ সাধু সঙ্গ লাভ হইল। নতুবা এধর্ম্মব্যাধের সহিত সঙ্গ হইবার সম্ভাবনা কি ছিল, ইহাকে চণ্ডাল যে বলে সেই চণ্ডাল, যদিও ব্যাধকুলে উৎপন্ন বটে, তথাপি চরিত্র গুণে সাধু শব্দের বাচ্য হইয়াছে। এক্ষণে এই সুশোভন চরিত্র ধর্ম্মব্যাধের নিকট প্রশ্ন করিয়া যদি আপনার কিঞ্চিৎ কল্যাণ কর উপদেশ গ্রহণ করিতে পারি, তবেই আমার ক্লেশার্জ্জিত তপস্যার চরিতার্থতা লাভ হয়।

অনন্তর অবসানবেলায় ধর্ম্মব্যাধ কৌশিকসমীপে সমাগত হইয়া ভূম্যাসনে উপবেশন করতঃ দ্বিজ পুঙ্গবের মনঃস্থিত সমস্ত বিষয় এবং পতিব্রত ফলে পতিব্রতা স্ত্রীর সর্ব্বজ্ঞত্বাদি বিষয় বিস্তারিত করিয়া কহিলেন। তন্মুখচ্যুত অত্যদ্ভুত বিস্মাপনীয়া ধর্ম্মকথার অনুশ্রবণ করতঃ কৌশিকঋষির চিত্ত অতি চমৎকৃত

হইল। সাতিশয় বিনয়দ্বারা তুলাধারকে কহিতে লাগিলেন। হে সাধো! তোমার সহিত সংসর্গ করিয়া আমি পরম পবিত্র হইলাম, তুমি ভগবদনুগ্রহীত পরম সাধু, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া কিঞ্চিৎ উপদেশ করহ, যাহাতে আমি শিষ্ট সমাজে সভ্যরূপে গণ্য হইতে পারি।

শিষ্টাচারং কথমহং বিদ্যামীতি নরোত্তম।
এত দিচ্ছামি ভদ্রং তে শ্রোতুংধর্ম্মভৃতাম্বর॥
বনপর্ব্বং।

হে সর্ব্বধর্ম্মভৃতাম্বর! হে নরোত্তম! আমি কিরূপে শিষ্টাচার জানিতে পারি। এবং তোমার নিকট পরম কল্যাণীয় উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি॥

কৌশিকঋষির এতৎ প্রশ্নের উত্তর স্থলে ধর্ম্মব্যাধ তাঁহাকে সমস্ত শিষ্টাচার উপদেশ করিতেছেন। যথা।

যজ্ঞোদানং তপোবেদাঃ সত্যঞ্চ দ্বিজসত্তম।
পঞ্চৈতানি পবিত্রাণি শিষ্টাচারেষু নিত্যদা॥

হে দ্বিজসত্তম! যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, এবং সত্য, এই পঞ্চ শিষ্টাচারেতে নিত্যানুষ্ঠেয় হয়, ইহার অন্যথাচরণে শিষ্টাচার সম্পন্ন হইতে পারেনা।

অর্থাৎ এতৎ পঞ্চ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে মনুষ্য মাত্রেই সভ্য পদবীতে সমারূঢ় হয়। তন্নিমিত্ত, পঞ্চকর্ম্মের পৃথক্‌২ ফল দর্শন করাইতেছি। প্রথম যজ্ঞাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইলে, তদনুরোধে সর্ব্বদা শুদ্ধাচারে থাকিতে হয়, আদি পদে ব্রহ্মচর্য্যব্রত নিয়ম দেবার্চ্চনাদি ও বৈধাহার যথেষ্টাচারের পরিহার করিতে হয় এবং সংযতেন্দ্রিয়বান হইতে হয়, অবিহিত বিহারাটন ব্যবহারাদিতে বিরত থাকিতে হয়। সুতরাং যজ্ঞাদি কর্ম্মে আরত ব্যক্তির অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিবার সাবকাশ থাকেনা।

অতএব সর্ব্ববাদী সম্মত সভ্য মূলক যজ্ঞ কর্ম্মই পুরুষের প্রথম সম্পাদনীয় হইয়াছে। মনুষ্যের মন অতিচঞ্চল, তাহাকে ধর্ম্ম

মন, রজ্জু তে দৃঢ় বন্ধন না করিয়া যদৃচ্ছাবশে বিচরণ করিতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। একারণ যজ্ঞাদি কর্ম্মের বিধিবোধন দ্বারা মনকে অনবকাশ প্রদান পূর্ব্বক কদর্য্য কর্ম্ম হইতে নিরস্ত করা অবশ্য করণীয় কর্ম্ম হয়। মন্বাদি শাস্ত্রে কহিয়াছেন, আচারবান্ ব্যক্তির আয়ু বৃদ্ধি হয়, আচারবানের গৃহে লক্ষ্মীর বাস হয়, আচারবান্ ব্যক্তিকে কোন অকল্যাণ স্পর্শ করিতে পারে না। আহার শুদ্ধিতেই মনুষ্যের চিত্ত শুদ্ধি হয়।

যে ব্যক্তি অবিরত অবৈধ মদ্যমাংসাদি তেজস্কর কদর্য্য দ্রব্যের আহার করিয়া থাকে, দ্রব্যগুণে তাহার চিত্ত তমোভিভূত হয়, সুতরাং তমোগুণোদ্রেকে উন্মত্ত স্বভাব জন্মে, উন্মত্ত ব্যক্তির পরকালের ভীতি কি হইবে? ইহ লোকেরই লজ্জাভয়ে জলাঞ্জলি দেয়, লজ্জাভয় যাহার না থাকে, তাহাকে সকল সাধুলোকে ঘৃণা করে, কেবল ঘৃণাও নহে বরং তাহাকে দেখিয়া সতত ত্রাসিত হয়। যাঁহারা শুদ্ধাচার ও শুদ্ধাহার করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের রোগ শঙ্কা থাকে না, লক্ষের মধ্যে কদাচিৎ কোন এক ব্যক্তিকে রোগী দেখিতে পাওয়া যায়। বরং প্রাতঃ স্নান হবিষ্যাহার ফলে চির রোগী ব্যক্তিকেও সমস্ত রোগে পরিমুক্ত হইতে দেখা যায়।

কামক্রোধৌ বশেকৃত্বা দম্ভং লোভ মনার্জ্জবং।
ধর্ম্মইত্যেব সন্তুষ্টা স্তেশিষ্টা শিষ্ট সম্মতাঃ॥

কাম, ক্রোধ, দম্ভ, লোভ, কৌটিল্যাদিকে জয় করার নাম ধর্ম্ম, যাঁহারা এসকল ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া সন্তোষ চিত্ত থাকেন, তাঁহারাই শিষ্টগণের সম্মত শিষ্ট হয়েন।

নতেষাং বিদ্যতে বৃত্তং যজ্ঞ স্বাধ্যায়শালিনাং।
আচার পালনঞ্চৈব দ্বিতীয়ং শিষ্ট লক্ষণং॥

যজ্ঞশীল, ও স্বাধ্যায়শীল ব্যক্তিদিগের যে স্বভাব, কাম ক্রোধ লোভাদিতে আকৃষ্ট অসন্তুষ্ট চিত্ত অশিষ্টদিগের সে স্বভাব হয় না, সুতরাং সদাচারের অনুপালনকে শাস্ত্রে দ্বিতীয় শিষ্ট লক্ষণ বলিয়া ধৃত করিয়াছেন॥

গুরু শুশ্রূষণং সত্য মক্রোধং দান মেবচ।
এতচ্চয়তুষ্টয়ং ব্রহ্মন্ শিষ্টাচারেষু নিত্যদা ॥

হে কৌশিক! গুরু সেবা করণ, সত্যবাক্য কথন, ক্রোধের পরিবর্জ্জন, আর দান, এই কর্ম্মচতুষ্টয় শিষ্টাচারের নিত্য অনুষ্ঠেয় হয়।

গুরুশব্দে এখানে কেবল শিক্ষাগুরু কি দীক্ষাগুরু নহেন পিতা, মাতা, পিতৃব্য, পিতামহ, মাতামহ, মাতুল এবং অতিথি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সকলকেই গুরুবলে, তাঁহাদিগের সেবা পরিচর্য্যা করার নাম গুরু শুশ্রূষণ॥

শিষ্টাচারে মনঃ কৃত্বা প্রতিষ্ঠাপ্যচ সর্ব্বশঃ।
যামরং লভতে তুষ্টিং সানশক্যা হ্যতোঽন্যথা॥

সর্ব্বতঃ প্রকারে চিত্তাভিনিবেশ পূর্ব্বক শিষ্টাচারের সমাচরণ করিলে, এবং সর্ব্ব জনকে শিষ্টাচারে সংস্থাপিত করিলে, যেরূপ সন্তোষচিত্ত হয়, তাহার অন্যথাচরণে কথনই সেরূপ তুষ্টির লাভ করা যায় না।

গুরু শুশ্রূষাদি কর্ম্মে রত ব্যক্তির চিত্ত অতি পবিত্র হয়, তাহার পরলোকের পরীক্ষা করিবার অপেক্ষা কি? ইহলোকে সর্ব্বদে তাহার যশোলাভ হয়, তাহাতেই তাহার পরলোকের পরিচয় পাওয়া যায়। আর পিতা, মাতা, দেব, দ্বিজ এবং অতিথিসেবিজনেরা অবশ্যই আপনাকে কৃতার্থ বলিয়া মানে।

সত্যবাদি ব্যক্তির যেরূপ মন পবিত্র, সেইরূপ তাহার রসনাও পবিত্রা হয়। সত্য কথা যে কহে, তাহাকে সকলেই আদর, এবং বিশ্বাস করে। বক্তাও ক্ষোভ শূন্য হয়, এবং সর্ব্বজনসমাজে বক্তৃতা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। প্রণালীমত কহিলেই চরিতার্থতা লাভ হয়, সংলগ্ন বা অসংলগ্ন হইল, এরূপ অগ্রপশ্চাৎ চিন্তার কোন বিষয় থাকে না।

অসত্য কথন অতিদুরূহ ব্যাপার, অনেক আয়াসে বাক্যাবলিকে গ্রন্থন করিতে হয়, পাছে অসত্য প্রকাশ পায়, এজন্য সর্ব্বদাই

সঙ্কুচিত থাকে, এক অসত্য বাক্যকে প্রণালী দ্বারা সত্যবৎ প্রতি পন্ন করিতে চাহিলে, তাহার প্রতিপ্রসবে সহস্র সহস্র মিথ্যা কথা কহিতে হয়, কিন্তু মিথ্যা কহিলেও অসত্য কখন সত্যের ন্যায় সুস্থির থাকে না। পদে পদে মিথ্যা বাক্যের স্খলন হইয়া যায়। মিথ্যাবাদী স্বীয় মিথ্যাভিসন্ধির প্রকাশভীতিপ্রযুক্ত সতত কুণ্ঠিত থাকে, সুতরাং অসত্যবাদী ক্ষণ কালের নিমিত্তে চিত্তের সন্তোষতা লাভ করিতে পারে না।

অক্রোধিব্যক্তির সর্ব্বত্রেই সুখ বৃদ্ধি, চিত্ত সন্তোষিত থাকে। এবং আপনার শরীরকেও সুস্নিগ্ধ রাখে, অসন্তোষতা জনক কোন মানস বিকার জন্মেনা। ক্রোধের পরবশব্যক্তি সর্ব্বদাই অস ন্তোষে, ক্রোধ রিপু অত্যন্ত দুরন্ত, শান্তব্যক্তিকেও অনায়াসে অশান্ত করতঃ নিতান্ত ব্যাকুলিত করে। ক্রোধের দৌরাত্ম্য কি কহিব? আদৌ ক্রোধ কর্ত্তারই শরীরের বিকার জন্মে, তাহাতে সমস্ত শরীরস্থ শোণিতের উষ্ণতা হয়, তৎপ্রভাবে নেত্রাস্য বৈবর্ণ হয়, এবং হস্ত পাদ চক্ষুজ্বালা ও নাসিকা কর্ণরন্ধ্র দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ন্যায় উত্তাপ নির্গত হয়। সেই তাপে ক্রোধিব্যক্তির প্রথমতঃ স্বীয় শরীর দগ্ধ হয়, পশ্চাৎ প্রসঙ্গতঃ অন্যেরও হানি হইবার সম্ভাবনা। ক্রোধজন্য সহসা অপরের সহিত বৈরতা উপস্থিত হয়, তজ্জন্য ক্রোধি ব্যক্তির প্রতি সকলেই বিরক্ত থাকে। অত- এব সকলের অহিতকারি ক্রোধকে দূরে পরিত্যাগ করিয়া নিয়ত অক্রোধরূপ সন্তোষ কাননে বাস করাই শিষ্ট দিগের কর্ত্তব্য হয়।

দান অতি পবিত্রকর্ম্ম, দাতা ব্যক্তির চিত্ত নিয়ত সন্তোষ সলিলে অভিষিক্ত হইতে থাকে। দানের পর কর্ম্ম নাই, সর্ব্বশাস্ত্রেই কহে দানে দুর্গতি খণ্ডে। দান কর্ম্মে যেরূপ চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হয়, আর কোন কর্ম্মে সেরূপ চিত্তের প্রসন্নতা জন্মেনা। দান ধর্ম্ম পরমপদ লাভের কারণ হয়। সংসারি ব্যক্তির দানকর্ম্ম সমস্ত কর্ম্মাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম্ম। দাতাব্যক্তি ইহলোকে যশস্বী ও কীর্ত্তিমান রূপে পরিচিত হইয়া, পরত্রে স্বর্গ সুখের অনুভব করিয়া ভোগাবসানে মর্ত্ত্যলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণে দানানুরূপ ঐশ্বর্য্যযুক্ত হয়।

অদাতা পুরুষ, ইহ পরলোকে সমস্ত সুখ বঞ্চিত, এবং কৃপণা-

পরাদে ভূষিত হইয়া সর্ব্বসমাজেই অনাদৃত হয়। অদাতা ব্যক্তির নামোচ্চারণ বা প্রভাত সময়ে তন্মুখাবলোকন করিতে সকলেই বিরক্ত হন। তন্নিমিত্ত কৃপণজন জনসমক্ষে আপনার প্রসন্নতা দেখাইতে পারে না। সুতরাং অদাতাব্যক্তি সর্ব্বদাই অসন্তোষিত থাকে।

অতএব, হে কৌশিক! তোমাকে যথাজ্ঞান, যথামতি, আমি সত্যোপদেশ করিতেছি, "ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেরিত্যাদি" ক্রিয়াই কেবল সকল সিদ্ধির কারণ হইয়াছে। বেদাদি শাস্ত্রক্ষরের আবৃত্তি করিলে শিষ্টাচার রক্ষা হয় না, শাস্ত্রোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবার অপেক্ষা করে? কেবল সত্য বাক্য কহিলেই সত্যবাদী হয় না, ইন্দ্রিয় দমন পূর্ব্বক সত্যধর্ম্মানুষ্ঠানের আবশ্যক হয়, নতুবা চুরী জুয়াচুরী প্রবঞ্চনা ডাকাইতি বাটপাড়ি করিয়া যদি কেহ সত্য বলে যে আমি এতৎ কর্ম্ম সকল করিয়াছিলেম কি সত্যবাদী তাহাকে বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? কেবল ইন্দ্রিয় দমন করিলেই জিতেন্দ্রিয় হয় না, যোগাভ্যাসাদি করিবার প্রয়োজন আছে। নতুবা জরাবস্থবিগতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকেও শিষ্ট বলিয়া অঙ্গীকার করিতে হয়। সুতরাং শিষ্টাচার শিক্ষার প্রতি বেদাভ্যাস, সত্যবাক্য, ইন্দ্রিয় দমন, এবং যোগাভ্যাসাদি কর্ম্ম সকলকে কারণ মান্য করিয়াছেন। শুদ্ধ বেশ ভূষাদি দ্বারা বাহ্যে পরিচ্ছিন্ন রূপ লাবণ্যযুক্ত হইলেই সভ্য হয় না? চিত্ত পরিষ্কার রাখিবার বিস্তর অপেক্ষা করে।

যেত্বুশিষ্টাঃ সুনিয়তাঃ শ্রুতিযোগ পরায়ণাঃ।
ধর্ম্ম পন্থান মারূঢ়াঃ সত্যব্রত পরায়ণাঃ।
নিযচ্ছন্তিপরাং বুদ্ধিং শিষ্টাচারান্বিতা নরাঃ॥

যে সকল ব্যক্তিরা শিষ্টসম্মত জিতেন্দ্রিয়, ও বেদোদিত কর্ম্ম পরায়ণ এবং ধর্ম্মপথারূঢ়, সত্যব্রত পরায়ণ, তাঁহারাই পরাৎপর ধর্ম্মপথে বুদ্ধিকে লইতে সমর্থ হয়েন। অর্থাৎ পিতৃ পিতামহাদি গুরু পরম্পরা যে পথে গমন করিয়াছেন, সেই পথারোহণ করাই সভ্যতার এক প্রধান কারণ হয়।

সত্যেকৃত্বা প্রতিষ্ঠান্তু প্রবর্ত্তন্তে প্রবৃত্তয়ঃ।
সত্যমেব গরীয়স্তু শিষ্টাচার নিষেবিতং॥

এক সত্যে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত প্রকার প্রবৃত্তি প্রবর্ত্ত হয়। অতএব শিষ্টাচার পরায়ণব্যক্তির সত্যই উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম।

অর্থাৎ বিনাসত্যে কোন ধর্ম্মই ধর্ম্মরূপে প্রতিভাত হয় না। যেমন ফালোৎখালিত লাঙ্গল অকর্ম্মণ্য, বুদ্ধিশূন্য জীবন ধারণ নিঃসার্থক, চক্ষু না থাকিলে দেহ অপদার্থ, বিষহীন ভুজঙ্গ নিঃশঙ্ক-নীয়, বিদ্যাহীন মনুষ্য নিঃসার, সেই রূপ সত্য বহির্ভূত ধর্ম্মও নিষ্ফল হয়। বিশেষতঃ যখন সত্যের আরোপ করিয়া মিথ্যাকে সত্যবৎ প্রতিপন্ন করিতে হয়, তখন সত্যই যে গরীয় পদার্থ তাহাতে সংশয় কি? অতএব কল্যাণকর সত্যধর্ম্মের অনুষ্ঠানের যত্ন করা সভ্যাভিমানিদিগের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য।

নাচারশ্চাসতাং ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচার লক্ষণাঃ।
যো যথা প্রকৃতির্জন্তুঃ সস্বাং প্রকৃতিমশ্নুতে॥

সদাচারই সাধুদিগের ধর্ম্ম, সুতরাং আচার লক্ষণাক্রান্ত ব্যক্তিকেই সাধু বলা যায়, তদ্ভিন্নাচার অসাধুধর্ম্ম হয়। অতএব যে যে প্রকৃতিক মনুষ্য, সে সেই প্রকৃত্যনুসারিক আচারের পরিগ্রহণ করে।

অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত আচারের নাম সদাচার, তদ্ভিন্ন অসদাচার হয়। যাঁহারা সুসভ্য তাঁহারা সদাচারে রত, অসভ্যব্যক্তিরাই লোক-শাস্ত্র-বিরুদ্ধাচারের সমাচরণ করিয়া থাকে।

ধারণাম্বাপিবিদ্যানাং তীর্থনা মবগাহনং।
ক্ষমাসত্যার্জ্জবং শৌচং শিষ্টাচার নিদর্শনং॥

বেদবিদ্যাভ্যাস, তীর্থস্নান, ক্ষমা, সত্য, সারল্য, সদাচারইত্যাদি শিষ্টাচারের নিদর্শন হয়।

অর্থাৎ কেবল অর্থোপার্জ্জন জন্য অর্থকরী শিল্পশাস্ত্রাদিতে পাণ্ডিত্য জন্মিলেই সভ্য হয় না, পরমার্থকরী বিদ্যার সহিত

অভ্যাস করিলে সভ্য হয়। অতএব বিদ্যাধ্যয়ন, তীর্থাবগাহন, ক্ষমাগুণ প্রকাশন, সত্য কথন, সারল্য প্রদর্শন, শৌচাচার করণ, এই ছয় সভ্য গুণের অঙ্গ, ইহার অনমুষ্ঠানে শিষ্টাচার রক্ষা হইতে পারে না।

সর্ব্বভূতদয়াবন্তো হ্যহিংসানিরতঃ সদা।
পরুষং ন প্রভাষন্তে সদামধুরবাদিনঃ।
শুভানা মশুভানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলবিত্তমা।
বিপাক মভিজানন্তি তেশিষ্টাঃ শিষ্টসম্মতাঃ॥

যাঁহারা সর্ব্বজীবে দয়াবান, আর অহিংসাধর্ম্মে নিয়ত রত, কাহার প্রতি কটুবাক্য ক্ষেপ না করেন, আপামর সাধারণ ব্যক্তিকেই মিষ্টবাক্যে সম্ভাষণ করেন, এবং শুভাশুভ কর্ম্মের ফল বিৎ ও কর্ম্মের বিপাকজ্ঞ হন, তাঁহারাই শিষ্টদিগের সম্মত শিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত হয়েন।

ন্যায়োপেতা গুণোপেতাঃ সর্ব্বলোক হিতৈষিণঃ।
সন্তঃ স্বর্গজিতঃ শুক্লাঃ সন্নিবিষ্টাশ্চ সৎপথে॥

যাঁহারা ন্যায়যুক্ত কার্য্যকারী, সদ্গুণাবলম্বী, এবং সর্ব্বলোকের হিতান্বেষী, বিশুদ্ধান্তঃকরণ, যথা শাস্ত্র ধর্ম্মপথাবলম্বী হন তাঁহারাই সাধু, স্বর্গজিত পুরুষ, ইহলোকে অবস্থিতি করিয়াও স্বর্গলোককে জয় করেন।

লোকযাত্রাঞ্চ পশ্যন্তো ধর্ম্ম মাত্মহিতানি চ।
এবং সন্তো বর্ত্তমানা স্ত্বেধন্তে শাশ্বতীঃ সমাঃ॥

বর্ত্তমান সাধু সকল ইহলোকে পুণ্য পর্ব্বোপলক্ষে লোকযাত্রা দর্শন করেন, অকপট ধর্ম্মদর্শী, এবং ধর্ম্মানুসারে আত্মহিতান্বেষী হন, এরূপ ব্যবহারে অভিবর্দ্ধিত সভ্যগণেরা এই মর্ত্ত্যলোকে অক্ষয়াকীর্ত্তিলাভ করতঃ পরলোকে নিত্যস্বর্গে অধিবাস করেন।

ত্রীণ্যেবতু পদান্যাহুঃ সতাং বৃত্তমনুত্তমং।
ন দ্রুহ্যেচ্চৈবদদ্যাচ্চ সত্যঞ্চৈব সদাবদেৎ।
সর্ব্বত্রহি দয়াবন্তঃ সন্তঃ করুণ বেদিনঃ॥

সর্ব্বজীবে দয়াবান্ করুণাশীল সাধুদিগের অনুত্তম স্বতঃ সিদ্ধ স্বভাবত্রয় হয়। কাহার হিংসা করেন না, আর যথাশক্তি দেওয়া আছে বঞ্চিত করা নাই। এবং অতন্দ্রিত সত্য বাক্য কহেন।

কর্ম্মণাশ্রুতসম্পন্নং সতাং মার্গমনুত্তমং।
শিষ্টাচারং নিষেবন্তো নিত্যং ধর্ম্মেষ্বতন্দ্রিতঃ॥

শাস্ত্রে সম্পন্ন কর্ম্মযুক্ত শিষ্টাচার, সাধুর অনুত্তম পথ সেই পথে অভিগমন করা, আর অকপটে তদ্ধর্ম্মযাজন করা, সভ্যগুণেচ্ছু ব্যক্তির সতত কর্ত্তব্য, এবং সভ্য লোকেরাও তাহারই নিত্য অনুষ্ঠান করেন।

প্রজ্ঞাপ্রাসাদ মারুহ্য মুচ্যন্তে বহবোজনাঃ।
প্রেক্ষন্তে লোকবৃত্তানি বিবিধানি দ্বিজোত্তম॥

হে দ্বিজোত্তম! বুদ্ধি স্বরূপ প্রাসাদে আরোহণ করতঃ বহুতর লোক পরিমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারা সকলের উপরিস্থিত হইয়া বিবিধ প্রকার লোক ব্যবহার দর্শন করিয়া থাকেন॥

এতত্তে সর্ব্ব মাখ্যাতং যথা প্রজ্ঞং যথাশ্রুতিঃ।
শিষ্টাচার গুণং ব্রহ্মন্ পুরস্কৃত্য দ্বিজর্ষভ॥

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমার যেমন জ্ঞান, যেমন বুদ্ধি, তদনুসারে এই শ্রুতিসম্মত শিষ্টাচারের গুণ তোমার সম্বন্ধে আখ্যাত করিলাম, এক্ষণে যেরূপে ইহার অনুষ্ঠান করিতে সক্ষম হও তাহার যত্ন কর। ইহলোকে স্বজাতীয় ধর্ম্মকর্ম্মের অনুষ্ঠান করাই মনুষ্যের কল্যাণের কারণ হয়। অর্থাৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে বুদ্ধি নির্ম্মল হয়, বুদ্ধি নির্ম্মল হইলে বিশেষ মেধা জন্মে, মেধার ক্ষম

তাতে ভগবত্তত্ত্বের অনুশীলন করিতে প্রবৃত্তি জন্মে, সেই ভগবৎ-কর্ম্মের অনুষ্ঠান প্রভাবে সকলের উপরি বর্ত্তিত হয়। সুতরাং উপ-রিস্থ-ব্যক্তি, অধঃস্থ সমস্ত লোকের সদসৎ কর্ম্ম ফলানুসারে যাতা যাতরূপ ঘোরতরা সংসারিণী প্রবৃত্তির অবলোকন করিয়া থাকেন। অতএব পৃথিবীতে মানব জন্ম গ্রহণ করিয়া যে স্বধর্ম্ম যাজন না করে, সে মানব শব্দের বাচ্য কখনই হয় না? সকল ধর্ম্মের মূল পিতা মাতা, অকপটে তাঁহাদিগের সেবা করাই পুত্রের প্রধান কর্ম্ম। যদিও আধিকারিক ধর্ম্ম কর্ম্মের সম্যক্ অনুষ্ঠান না করিতে পারে, তথাপি অহৈতুকী ভক্তির সহকারে পিতা ও মাতার সেবা পরিচর্য্যা করাতে সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হয়। অতএব মানবদিগের পিতা মাতাই পরাৎপর পরম বস্তু, ও পরমগুরু হয়েন। সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব প্রজাপতির অপরামূর্ত্তি বিশেষ। ইহাঁদিগকে ব্রহ্মসাবিত্রী, কি হর পার্ব্বতী, বা লক্ষ্মী নারায়ণ, এই দেবত্রয়ের মধ্যে যেরূপ ভাবনা কর, তাঁহারা সেই রূপই বটেন।

হে কৌশিক। আমি হীনজাতি বেদোদিত কর্ম্মে আমার অধি-কার নাই, কিন্তু পিতা মাতার সেবা করিয়া আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ হইয়াছে। তুমি পিতা মাতাকে ক্লেশ দিয়া আসিয়াছ, তোমার কোন কার্য্য সফল হইবে না, এখন স্বগৃহে গমন করিয়া পিতা মাতাকে পরিচর্য্যা দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তোমার অনুত্তমা সিদ্ধিলাভ হইবেক। এই উপদেশ দিয়া রাত্রি প্রভাতে কৌশিক ঋষিকে বিদায় করিলেন।

একাদশ চমক।

বিষয়ানন্দ। হে আচার্য্য! পিতা ও মাতার স্বরূপ মহিমা কিঞ্চিৎ উপদেশ করুন্। আমরা নিতান্ত অন্ধকূপে নিমগ্ন আছি, অজ্ঞান দৃষ্টি প্রযুক্ত মাতা পিতার স্বরূপ রূপ দর্শন করিতে পারি না, অনুগ্রহ প্রকাশে প্রণত শিষ্যদিগের উদ্বোধন জন্য উদ্দীপ্ত জ্ঞান চক্ষু প্রদান করেন।

বিজ্ঞানানন্দ। অরে সুগতিমন্ প্রিয়বিষয়ানন্দ! পিতা ও মাতার সদৃশ বন্ধু ত্রিজগতে আর কি আছে? তাঁহারদিগের দ্বারা জন্ম গ্রহণ করিয়া এই ধরণীমণ্ডলকে অবলোকন করিতেছি, এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, হিতাহিত, শুভাশুভ ও সুখ দুঃখ, সুহৃদ মিত্রাদির অনুভাবক হইতেছি। এবং নানাবিধ ধন রত্ন যান বাহনাদি ঐশ্বর্য্যযুক্ত হইয়া নানা প্রকার সুখ সম্ভোগ করিয়া সন্তুপ্ত হইতেছি, সেই পিতা মাতায় ভক্তিহীন হইয়া, তাঁহারদের সেবা পরিচর্য্যা না করিয়া, যে কিছু ধর্ম্ম কর্ম্মাদি করি, সে সকলই নিষ্ফল. এবং আত্মবিনাশের কারণ হয়। পিতা মাতার দৈহিক ক্লেশ, বা মানসীপীড়না দিয়া, যে ব্যক্তি আত্ম সুখ সাধনে যত্ন পর হয়। সেই কৃতঘ্ন, সেইমহামূঢ় তাহার প্রতি কখনই পরমাত্মা প্রসন্ন থাকেন না। এবং দুঃখাকর নরকানল হইতে কোন কালেই তাহার পরিমুক্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পিতা মাতার বশবর্ত্তী হইয়া তদাজ্ঞা প্রতিপালন না করিলে কোনরূপেই কোন ধর্ম্মের আলোক দেখিতে পায়না। অতএব পিতা মাতার আজ্ঞা লংঘন করিয়া কোন কর্ম্ম করিতে নাই। পিতা মাতাকে বঞ্চিত করিলে ঘোরান্ধকারে আপতিত হইতে হয়। কর্ম্ম বিপাকে কহেন, যে পিতৃদ্বেষে চৈতন্য শূন্য, মাতৃদ্বেষে মহান্ধ হয়। পিতা মাতা যাহার প্রতি প্রকোপিত থাকেন, তাহার নিরময় বিষম দুঃখার্ণব হইতে নিস্তার হইবার কোনক্রমেই সম্ভাবনা থাকে না। এতৎ সংসারে পিতা মাতার অপেক্ষা পুত্রের হিতৈষিবন্ধু কেহই নহেন। যিনি যাহার প্রতি যতই স্নেহ ও যতই বন্ধুতা, ও যতই কৃপালুতা, এবং যতই হিতৈষিতা জানাউন্ কিন্তু পিতা মাতার স্নেহের নিকট তাহা কোটি অংশের মধ্যেও একাংশ তুল্য হইতে পারে না। কারুণ্যাতিশয় প্রযুক্ত গর্ভধারণ পোষণ জন্য মাতা, পিতার অপেক্ষা গরীয়সী হয়েন।

অরে বৎস!! গর্ভ হইতে অবগম কালে মাতা ভূতল শায়িনী হন. এবং সেই বিষমাবস্থায় মাতার যে অপরিসীম ক্লেশ হয়, তাহা অনুস্মরণ করিতে হইলে পাষাণ হৃদয় হইলেও বিদীর্ণ হইয়া যায়

গর্ব্ভধারণ কালে মাসে মাসে যে কষ্ট স্বীকার করেন, এবং আরু-
চ্যাদি প্রযুক্ত আহার জন্য যে ক্লেশ সহ্য করেন, ও নিরন্তর
বমনাদিযুক্ত হইয়া অস্থিরা হয়েন, এবং প্রসবকালে সূতিকারোগ
কর্ত্তৃক পাপপীড়িত শূলাঘাতরূপ মহাবেদনাতে অভিভূতা হন
তাহা স্মরণপূর্ব্বক চিন্তা করিতে হইলে মহাত্মা ব্যক্তিকেও অশ্রু-
জলে পরিপ্লুত হইতে হয়। প্রসবকালে দেহ শৈথিল্য প্রযুক্ত
অত্যন্তরূপ ক্লেশ প্রাপ্তি, তাহাতে মরণকালের ন্যায় তাঁহার যে
যাতনা হয়, তাহা চিন্তা করিলে মাতৃ ঋণে চিরকাল পর্য্যন্ত আবদ্ধ
থাকিতে হয়। গর্ব্ভকালে কটু কষায়ণ দ্রব্য ভোজন ও পান জন্য
যে বিবিধ প্রকার ক্লেশ জন্মে, মাতার সেই সকল ক্লেশানুস্মরণে
কাহার না চিত্ত কারুণ্যার্দ্র হয়? প্রসবানন্তর দিবসত্রয় অনশন ও
ক্ষীরাগ্নি জ্বালাতে শরীর শোষণ জন্য মাতার যে কষ্ট হয়, তাহা
একবার স্মরণ করিতে হইলে চক্ষু জলে শরীর প্লাবিত হইয়া
যায়। সুদুর্ল্লভ ভক্ষ্য দ্রব্য প্রাপ্তেও মাতা পুত্রপীড়ানুরোধে কুপথ্য
বৎ পরিত্যাগ করেন, ভোজনাভিলাষ থাকিলেও ভোজন করিতে
পারেন না। রাত্রিকালে মাতার পরিধেয় বস্ত্র পুত্রের বিষ্ঠা মূত্রে
আর্দ্র হয়, পুত্রহিতৈষিণী মাতা পুত্র রক্ষার্থে সমস্ত রাত্রি সেই
ক্লেশ সহ্য করিয়া যাপনা করেন, সেই দুঃসহ ক্লেশকে ক্লেশ বোধও
করেন না। পুত্রের রোগোপস্থিত হইলে অতন্দ্রিত দিবা রাত্রি
সমান দুঃখ ভোগ করেন, সুস্থ শরীরেও অসুস্থের ন্যায় উপবাসাদি
কষ্ট গ্রহণ করতঃ কটুতিক্ত কষায়ণাদি নানাবিধ ঔষধ পান করেন,
মাতার সেই অবস্থায় যে যন্ত্রণা হয়, তাহার চিন্তা করিলে পাষ-
ণ্ডেরও হৃদি বিদীর্ণ হইয়া যায়। পুত্রকে ক্ষুধায় বিকল দেখিয়া
অত্যন্ত ব্যাকুলা হইয়া আপনার আবশ্যক কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াও
স্তন প্রদানে নির্ভর করেন, আপনি ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় পীড়মানা হই
লেও অতৃপ্ত সন্তানকে রাখিয়া আহারাদি করেননা, এমন সম্পূর্ণ
স্নেহময়ী জননীর স্নেহানুস্মরণে কে না তাঁহার চরণ সেবা করিতে
বিরত থাকে! দিবারাত্রি পুত্রস্তনপান করাতে মাতার শরীর
নিয়ত শুষ্ক হইয়া যায়, তথাপি তাহাতে মাতা ক্লেশ জ্ঞান করেন
না। যখন মাতার গর্ব্ভস্থ বালক, তখন তাঁহার অত্যন্ত ক্লেশ,

পরিপূর্ণ দশমাসে দুষ্কর যন্ত্রণা ভোগ হয়, ও সমস্ত গাত্র ভঙ্গ হয়, ও আসন্ন প্রসবে অস্থির গ্রন্থি সকল শৈথিল্য হয়, দিবারাত্রির মধ্যে কোন সময়েও সুখভজনা করিতে পারেন না, সর্ব্বদাই দুষ্কর দুঃখসাগরে অবসন্ন শরীর হয়, ইহার অনুস্মরণ যে করে, সে কখনই মাতৃ স্নেহ বিস্মৃত হইয়া মাতাকে আর দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হয় না। যাবৎকাল পুত্র স্তনপায়ী থাকে, তাবৎ মাতা অল্পাহারী হন, নিয়ম পূর্ব্বক আহার করেন, পাছে পুত্রের কোন পীড়া হয় এজন্য ইচ্ছানুসারে কোন দ্রব্যই আহার করিতে পারেন না। অনভিলষিত দ্রব্য ভোজনে নিয়ত ক্লেশ সহ্য করেন। পুত্রকে ব্যাধিত দেখিলে দিবারাত্রি রোদন করিয়া যাপনা করেন, এবম্ভূতা করুণাময়ী মাতার স্নেহকে অনুস্মরণ করিলে নিয়তই করুণাপাথোধি সলিলে ভাসমান হইতে হয়। অতএব যাহারা এমন হিতৈষিণী মাতাকে, এবং পরমহিতৈষি পিতাকে ক্লেশ-দিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা বন্যপশুজাতি হইতেও হীন, মাতা পিতার আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া চলিলে ইহলোকে পরম কল্যাণ, পরলোকেও পরম পদ লাভ হয়। মৃত মাতা ও মৃত পিতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিয়া স্মরণার্থে মৃতাহোপলক্ষে তাঁহা দিগের উদ্দেশতঃ শ্রাদ্ধে পিণ্ডদান করিতে শাস্ত্রে অনুশাসন করি-য়াছেন, তদনুসারে সুসভ্যলোকেরা নিত্য নৈমিত্তিক পর্ব্বোপ-লক্ষে, এবং মৃতাহে শ্রাদ্ধাদি করিয়া থাকেন।

অতএব, বৎস বিদ্যানন্দ! এমন নির্ব্বোধ কে আছে, যে মাতা পিতার শ্রাদ্ধোপলক্ষে দান না করিয়া ও যথা সাধ্য ব্রাহ্মণ ভোজ-নাদি না করাইয়া সভ্য হইতে ইচ্ছা করে? পিতামাতার শ্রাদ্ধাদি লোপকরতঃ কুলোচিত ধর্ম্ম কার্য্যের যাজন না করিয়া সভ্য হওয়া, তদপেক্ষা স্বকুলোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধাদি করিয়া অসভ্য হওয়াও বরং শ্রেষ্ঠ কল্প হয়। বেদাদি সকল শাস্ত্রেই কহিয়াছেন, যে যদি পিতা মাতা প্রভৃতির শ্রাদ্ধ না করে, তবে তাহার সমস্ত কর্ম্ম পণ্ড হয়, এবং পদে২ অমঙ্গল ঘটনা হয়। যদি শাস্ত্র ও শাস্ত্রবাক্য মান্য করিতে হয়, তবে সংস্কৃত শাস্ত্রই মান্য, অন্যান্য শাস্ত্র, শাস্ত্র মধ্যেই গণ্য হয়না, ইহা যবন ম্লেচ্ছ জাতী

যেরূপে অনেক কহিয়া গিয়াছেন, তাহা সংক্ষেপে উপদেশ করিতেছি মনোযুক্ত চিত্তে শ্রবণ করহ ।

দ্বাদশ চমক ।

সংস্কৃত শাস্ত্রসকল শাস্ত্রের আদি, তদ্দৃষ্টে অন্যান্যদেশীয়শাস্ত্রের জন্ম হইয়াছে, ইহা অনেকানেক ইংরাজী পুস্তকের লিপি দ্বারা সপ্রমাণ করিব যাহা পূর্ব্বে উক্ত করা গিয়াছিল । সংপ্রতি তাহার প্রমাণার্থে বিস্তারিত করিয়া কহিতেছি । যখন মনু সংহিতাদি শাস্ত্রে অনুশাসন করিয়াছেন, যে ব্রহ্মাবর্ত্তাদিদেশ হইতে সমস্ত পৃথিবীস্থ মানবগণে শিষ্টাচার শিক্ষা করিয়াছে, তখন এই দেশকে যে পরমেশ্বর বিদ্যা সম্পত্তির ভাণ্ডার করিয়াছেন তাহাতে কোন সংশয় বোধ হয় না । ইহা ইউরোপাদিদেশজাত বিদ্বান্‌দিগের কৃত পুরাবৃত্তের আবৃত্তি দ্বারা তোমাদিগের বোধ দিতে প্রবৃত্ত হইলাম ।

বর্ত্তমান কালে বৈদিক জাতিদিগের বলহীনতা দৃষ্টে, অন্যান্য অসভ্য জাতিকে যে সভ্য বলা সে কোন ক্রমেই সঙ্গত হয় না । সময়ে বলবান ব্যক্তিও দুর্ব্বল, হয় ধনীব্যক্তিও ধন হীন, হয়, ঐশ্বর্য্যশালিব্যক্তিও ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হয়, তন্নিমিত্ত সভ্যতার হানি হয় না । চিরকাল পর্য্যন্ত অসভ্য বেদব্রাহ্মণ বর্জ্জিত সর্ব্বধর্ম্ম বহিষ্কৃত জাতিরাও সভ্যজাতির নিকট উপদেশ পাইলে কালক্রমে পরিণামে তাহারাও সুসভ্য হয়, সকলই কালক্রীড়া, যখন যাহার সময় ভাল হয়, তখন তাহার নানা প্রকার সুখ সম্পত্তির বৃদ্ধি হইয়া থাকে, তন্নিমিত্ত কি ধন হীন ব্যক্তিকে অসভ্য বলা সঙ্গত, না প্রভূত ধন যুক্ত অসভ্য ব্যক্তিকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করা যাইবেক ? সংসর্গ বশতঃ কত কত অসভ্য জাতিদিগেরও স্থূলবুদ্ধি, ক্রমে চিক্কণ হইয়া উঠিয়াছে, সেই সূক্ষ্ম বুদ্ধির অনুসারে নানাদেশীয়শাস্ত্র সংগ্রহ দ্বারা, এবং সভ্যলোকের উপদেশ ক্রমে আপন২ ভাষাতে এক২ প্রকার গ্রন্থ রচনা করিয়া প্রাচীন গ্রন্থ কর্ত্তাদিগের ন্যায় অসভ্য

দেশেও আপন মত প্রচার করতঃ একপ্রকার ধর্ম্ম স্থাপনা করিয়াছেন। অতএব যাহারা চিরকাল অসভ্য ছিল, এমত জাতিরাও কালে ক্রমে সভ্যতা শিক্ষা করিয়া, অভিমানমদেমত্ততা প্রযুক্ত আদি কালাবধি যে জাতিরা সভ্য, তাহাদিগকেও অসভ্য বলিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহা সকলই সময়ের খেলা। কোনং ইংরাজী পুস্তকের প্রমাণ দ্বারা উপদেশ করিতেছি। পরোপদেশে কোন কোন বিষয়ে পণ্ডিত হইয়া আপন দেশের উন্নতি করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু নির্ব্বোধ জনে সে বিষয়ের উপলব্ধি করিতে না পারিয়া, কেবল স্বদেশের মর্য্যাদা খণ্ডন করিতেই সমস্ত যত্নকে সমর্পণ করে। আপন ধর্ম্মকে সুদৃঢ়করা সুপণ্ডিতের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হয়।

এই হিন্দু স্থানের উপান্তেই ম্লেচ্ছদেশ, সেই ম্লেচ্ছদেশের অন্তঃপাতি রোমান দেশ সংক্রান্ত মিশর নামে প্রসিদ্ধ এক দেশ আছে। তাহাকে হিন্দুস্থানীয়েরা মিশ্রদেশ, মুসলমানেরা মিসর ইউরোপীয়ানেরা ইজিপট বলিয়া খ্যাত করেন। পূর্ব্বাবধি সেই দেশে বাণিজ্য স্থল, তথায় বহুকালাবধি মুসলমান ও ইউরোপীয়ান, ও হিন্দুস্থানীয়েরা একত্র মিলিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তাহাকে এদেশের লোকেরা পাটন বলিতেন, প্রায় ৩০০০, ৪০০০ সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, ধনপতি সদাগর ও চাঁদসদাগর প্রভৃতি অনেকানেক বণিকসদাগরেরা অর্ণব পোতে দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয়ার্থে তথায় গমনা গমন করিতেন। ইদানীং সেই স্থানে গ্রীক দেশীয় রাজা, ছেকন্দরশাহা, যাঁহাকে ইউরোপীয়ানেরা আলেকজেণ্ডর বলেন, তিনি বাণিজ্য কর্ম্ম সম্পাদনীয় এক নগর স্থাপনা করেন, তাহা অদ্যাবধি তন্নামেই বিখ্যাত আছে।

সেই মিশ্রদেশে ধর্ম্ম কর্ম্ম ঈশ্বরোপাসনাদি বর্জ্জিত পূর্ব্ব যবন ও ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা, হিন্দু সমাগমে বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্ম ও আস্তিকতা, এবং রীতি নীতি বিশিষ্ট হিন্দুদিগের চরিত্র দেখিয়া আপনাদিগকে সর্ব্ব ধর্ম্ম বহিস্কৃত পশুবৎ হীনরূপে নিশ্চয় অবধারণা করিয়াছিল। সুতরাং তৎকালে কোন কোন সুচতুর ব্যক্তি আপ-

নাদিগের স্বদেশজাত লোকের পশুত্ব মোচনার্থে এবং সভ্যরূপে আপনি পরিচিত হইবার প্রত্যাশায় হিন্দুস্থানীয় মহাজনদিগের সকাশে ধর্ম্মকথা শ্রবণে প্রবৃত্ত হয়। অতএব ধর্ম্মানুশীলন প্রভাবে ক্রমে তাহাদিগের ধর্ম্ম প্রবৃত্তি জন্মিয়াছিল। অতি চতুর যবন ও ম্লেচ্ছজাতীয়েরা পরমার্থ বিশিষ্ট শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মপ্রস্তাব শ্রবণে তৎপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া, ক্রমশঃ স্বীয়২ কুৎসিত ব্যবহারের অন্তর করে, এবং আপনং বুদ্ধি বৃত্তির পরিচালন দ্বারা শাস্ত্র বাক্যের অঙ্কুশ মাত্রে আপন২ ভাষায় অনুবাদ করিয়া এক এক প্রকার ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করিয়া লয়। কিন্তু চাতুর্য্য প্রকাশে উপদেষ্টা হিন্দুদিগের নিকট তৎকালে এমত কথা প্রকাশ করে নাই, যে আর্য্যদিগের ধর্ম্ম শাস্ত্র নাই।

অবশেষে তাহাদিগের সেই চাতুর্য্যে গুণ না হইয়া সমূহ দোষের উৎপত্তি হইয়াছে। যে হেতু তৎকালে স্বকৃত পুস্তকের আর ভাব দোষাদির সংশোধন করিতে পারেন নাই। সংস্কৃত শাস্ত্রেরভাব লইয়া কেবল বুদ্ধিকৃত অনুমানে যে পর্য্যন্ত রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই রহিয়া গেল। পরে কালান্তরে তৎপুস্তক দেখিয়া অনেক লোকে অনেক পুস্তক রচনা করিয়া এক এক ধর্ম্ম স্থাপনা করে। ম্লেচ্ছ দেশের প্রধান ভাষা হিব্রু, তাহার পর গ্রীক্, ও রোমীয়-লাটিন ভাষা প্রকাশ হয়। লাটিন ভাষা সংস্কৃত ভাষার প্রতিরূপ হয়, তাহার পর লাইকরগস্ প্রভৃতিরাও এই দেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া গ্রীক্ ভাষায় অনেক পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। সেই সকল পুস্তক কর্ত্তারা স্বদেশে আপনাদিগকে ধার্ম্মিক রূপে জানাইবার জন্য, এক এক মত উপাসনার পথও প্রকাশ করেন, এবং আপনারাও উপাসনা ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন। সেই কালাবধি ম্লেচ্ছ ও যবন-জাতীয়েরা একপ্রকার ধর্ম্ম বলিয়া জানিয়াছিলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রও তদ্দেশে সেই অবধি প্রকাশ হইয়াছে, এবং এক এক প্রকার ধর্ম্মের যাজনও এক্ষণে করিয়া থাকেন, সুতরাং তদবধি ম্লেচ্ছাদি দেশে ধর্ম্মের প্রথা একাল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে। একথা পূর্ব্বের বিচক্ষণ লোকেরা মান্য করিতেন, আধুনিক ম্লেচ্ছ যবনের মধ্যে কেহকেহ দৌর্জ্জন্যপ্রযুক্ত প্রাণান্তেও অঙ্গীকার করিতে চাহেন না।

এক্ষণকার ম্লেচ্ছধর্ম্মোপদেষ্টারা সেই অপকৃষ্ট ধর্ম্মের প্রশংসা সূচক কত কত প্রকার পুস্তক রচনা করিয়া, নিয়তই দেব ব্রাহ্মণ ও বেদনিন্দাতেই সেই সেই পুস্তকের অধ্যাক ভাগ পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। বাইবেল প্রভৃতি পুস্তক যে প্রাকৃত লোকের রচিত, ইহা এতদ্দেশের লোকেরাই যে কেবল কহেন এমত নহে। "মারিস সাহেব" প্রভৃতি অনেকানেক বিচক্ষণ ইংলণ্ডীয় বিদ্বানেরাও কহিয়াগিয়াছেন। ইহা তাহারদিগের কৃত পুস্তকের লিপির অভিপ্রায়ে সুপ্রতীত আছে। তাহারা বাইবেল পুস্তককে ও খ্রিষ্টিয়ান ধর্ম্ম প্রভৃতিকে এক কালেই মান্য করিয়া গিয়াছেন।

ইউরোপাদি দেশে ধর্ম্মানুশীলন করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বে কোন বিশেষ শাস্ত্র ছিলনা। অনুমান (৩০০০ কিং ৩৫০০) সহস্র বৎসর গত হইল, মগধ দেশান্তঃপাতি পাটলীপুত্র নিবাসী (পাল) নামক কোন ক্ষত্রিয় রাজা, যিনি মহাশৈব ছিলেন, বৈষ্ণবদিগের সহিত উপাসনা বিষয়ক বিরোধে পরাভূত হইয়া স্বদেশ পরিত্যাগ করতঃ (মিশর) দেশে গিয়া কিছুদিন বাসকরেন। তৎকালে তথায় মুষা প্রভৃতি কয়েক জনা ধূর্ত্ত জুজাতীয় যবন তাঁহার নিকট আসিয়া মিলিত হন। তাঁহারা পাল রাজার উপদেশে ধর্ম্ম পথ দর্শন করতঃ অসভ্যতাদি দোষে পরিমুক্ত হইবার ইচ্ছায় পালের আনুগত্য করেন, কিন্তু মুষা অতি প্রবঞ্চক ধূর্ত্তের শিরোমণি ছিলেন, পালের নিকট উপদিষ্ট হইয়া হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্মানুসারে স্বকপোলকল্পিত স্বজাতীয় হিব্রু ভাষাতে বাইবেল নামে এক খানি পুস্তক রচনা করেন। বিচক্ষণ লোকেরা এখনও সেই পুস্তকের ভাব দেখিয়া অনুভব করিতে পারেন, যে বাইবেল পুস্তক হিন্দু শাস্ত্র পুরাণাদির কিঞ্চিৎ অংশের অনুবাদন মাত্র। অর্থাৎ পুরাণাদি শাস্ত্রের কোন কোন ভাগ অনুবাদ করিয়া লয়। যখন মিশর দেশে সেই পুস্তক প্রচার করিয়া আপনার মতের অনুসারে ধর্ম্ম গ্রহণ করাইবার প্রয়াস পাইলেন, তখন মিশরীয়লোকেরা বৃষ রূপ ধর্ম্মের উপাসনা করিত। সুতরাং তৎকালেমুষার মতে কেহ আসিল না। এবং মুষাকে স্বদেশ হইতে

তাড়িত করিল। অনন্তর মুষা ভীত হইয়া মিশর পরিত্যাগ পূর্ব্বক অসভ্য ইহুদীদিগের দেশে আসিয়া প্রবঞ্চনা বাক্যে লোকের মন ভুলাইয়া ঐ কল্পিত ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করিলেন, এবং সকলের নিকট এই কথা কহিতে লাগিলেন যে আমি ঈশ্বরের আজ্ঞায় এই ধর্ম্ম পুস্তক প্রকাশ করিয়াছি; ইহার মতে পরমেশ্বরের উপাসনা করিলে অনায়াসে সংসার সাগর উত্তীর্ণ হইয়া পরিত্রাণ পাইবে। এইরূপ মুষার প্রবঞ্চনা মূলক বাক্‌জালে আবদ্ধ হইয়া তদ্দেশীয় অজ্ঞানলোকেরা যথার্থই ঈশ্বরাজ্ঞা বোধে ঐ মুষা কৃত পুস্তককে ধর্ম্ম পুস্তক বলিয়া গ্রহণ করিল। মুষাও তদ্দেশে সকলের উপদেষ্টা রূপে প্রধান যাজক হইয়া উঠিলেন। ক্রমে ক্রমে লোক সকলের চিত্তকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন যে তাহারা একালে মুষাকে ঈশ্বরের কৃপাপাত্র যথার্থই জ্ঞান করিয়াছিল। ফলতার্থ এখনও অজ্ঞলোকের নিকট মুষা ঋষিদিগের ন্যায় তদ্দেশে সুমান্য আছেন।

এবং ঐ পাল রাজার নিকট পূর্ব্বে উপদেশ পাইয়া সভ্য হইয়াছিল আর আর যে সকল মিশরীয় লোক, তাহাদিগের নিকট শাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অনেকানেক গ্রীকদেশীয় লোকে ও বিদ্যা বিশারদ হয়। এইরূপ পরম্পরা সম্বন্ধে উপদেশ ক্রমে মিশর, গ্রীক, জরমেন, রোম, ইংলণ্ড, হোলণ্ড, পোর্ত্তুগীশ, ফ্রান্স প্রভৃতি যবন খণ্ডের যত যত দেশ, সে সকলই ক্রমে২ সভ্য হইয়াছিল।

(মেংহালহেড সাহেব) লার্ড হেষ্টিং সাহেবের অনুমতির অনুসারে (হালহেড স্কোড অব জেণ্টুলও) নামক, যে পুস্তক রচনা করেন, তাহার ভূমিকায় লিখিয়াছেন। " যে সকল ব্যক্তিরা হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া কহে, যে সংস্কৃত শাস্ত্রে পদার্থ বিদ্যা, ভূগোল, খগোল, শিল্প বিদ্যাদির উত্তম রূপ নিয়ম নাই, তাহাদিগের প্রতি বোধার্থে আমি হিন্দুস্থানীয় আধুনিক পণ্ডিত বাণেশ্বরবিদ্যালঙ্কার, ও গোপালভট্ট প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত লইয়া নীতি চিন্তামণি, কুতুহলকরণ, ও শিল্পসংহিতাদি নানা গ্রন্থের আলোচনা করিয়া তদর্থে বিশেষরূপ তত্ত্বজ্ঞ হইয়া, তদ্রুৎ

শাস্ত্রোক্ত (১) জিয়োগ্রেফী, (২) জিয়োমেটরি, (৩) আষ্ট্রনমি শিল্প বিষয়ক নীতি, পদার্থ বিদ্যা প্রভৃতি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে বিবেচনা করিবে যে হিন্দুশাস্ত্রে এসকল বিষয়ের পূর্ব্বে কিরূপ আলোচনা ছিল। (ডাক্তর ওয়াইজ সাহেব) বৈদ্যশাস্ত্র চরকের টীকার অর্থ ইংলণ্ডীয় ভাষায় অনুবাদ করতঃ সংস্কৃত শাস্ত্র প্রশংসা সূচক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহার ভূমিকার ৮ পৃষ্ঠায় লেখেন।

"সকল ভাষা হইতে সংস্কৃত ভাষা অতি গরীয়ভাষা ও সুশ্রাব্য এবং মনোহারিণী হয়। পৃথিবীতলে আরং যত ভাষা প্রচলিতা আছে, সে সকল ভাষার আদি সংস্কৃতভাষা, সংস্কৃত ভাষা হইতে কোন ভাষাই প্রাচীন ভাষা নহে। পৃথিবী সৃষ্টির সময় অবধি অদ্যাপিও প্রগাঢ় রূপে প্রচলিতা আছে। যেসকল প্রাচীনগ্রন্থ, সে সকল গ্রন্থ প্রায়ই ঐ সংস্কৃত ভাষাতে বিরচিত, হিন্দুস্থানের অধিক অংশেই সংস্কৃতভাষা প্রচলিতা, বিশেষতঃ গঙ্গাতীর সন্নিহিত বেহার, নগধাদি দেশে পূর্ব্বে সর্ব্বতোভাবে প্রচলিতা ছিল। পুরাতন কবিগণের কবিতার মধ্যে সংস্কৃত ভাষাতে ঐ সকল দেশের উপাখ্যান অনেক পাওয়া যায়, হিন্দুস্থানের মধ্যবর্ত্তী যে যে সকল স্থানের নাম লিখিয়াছে, সেসকল অতি পুণ্যক্ষেত্র, তাহাতে পূর্ব্বকালে ঈশ্বরের অবতারাদি ঐ স্থানেই হইয়াছিল বোধ হয়।

৯ পৃষ্ঠায় লেখেন। "ইউরোপীয়ান্ বিদ্বানেরা গ্রীক্, লাটিন প্রভৃতি যে সমস্ত ভাষাকে উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়াছেন, সে সমস্ত ভাষা ঐ সংস্কৃত ভাষা হইতে বাহির হইয়াছে। শুদ্ধ উচ্চারণ বৈলক্ষণ্যে বৈবর্ণ হইয়াছে এইমাত্র। কিন্তু গ্রীক্ কি লাটিন্ ভাষার মধ্যেং কোন কোন ভাষা অদ্যাপিও অবিকল সংস্কৃতানুরূপ রহিয়াছে, সংস্কৃতভাষায় মাতাকে মাতর, পিতাকে পিতর কহে, লাটিন্ ও গ্রীক্ভাষায়, (মাডর ও পিটর বলে) সংস্কৃত দাতব্য ও

(১) পৃথিবী পরিমাণ বিদ্যা, (২) অঙ্কবিদ্যা। (৩) জ্যোতির্ব্বিদ্যা।

সন্তাল শব্দকে, লাটিনাদিভাষায়, (ডেটেবো ও ডেনটল) কহে। শব্দার্থ এক উচ্চারণ গত বৈলক্ষণ্য মাত্র। ইহাতেই অনুমান করা যায়, যে সংস্কৃতভাষা সকল ভাষার আদি, সংস্কৃত বিদ্যা সকল বিদ্যার আদি, সুতরাং হিন্দুজাতিদিগকে আদি সভ্য বলা যায়। এক্ষণে যত যত দেশে, যত যত বিদ্যাসম্পত্তির বৃদ্ধি হইতে দেখা যায়, সে সমস্ত বিদ্যাই সংস্কৃত বিদ্যার প্রতিবিম্ব স্বরূপ জানিবে। সংস্কৃত বিদ্যার আলোচনায় মনের অত্যন্ত উৎসাহয়। এবং যতক্ষণপর্য্যন্ত সংস্কৃত শাস্ত্রের অনুশীলনে থাকা যায়, ততক্ষণই মন আনন্দার্ণবে মগ্ন হইয়া থাকে, সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রভাবে কেবল হিন্দুস্থানের পার্শ্বোপস্থ দেশ সকল সভ্য হইয়াছিল এমত নহে, ইউরোপাদি সমস্ত দেশের লোকেরাও ইদানীং ঐ সংস্কৃত শাস্ত্রমহিমায় সভ্য হইয়া উঠিয়াছে। পৃথিবীস্থ সমস্তলোকেই যে হিন্দুদিগের নিকট বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিল, ইহা সুন্দর রূপ উপলব্ধি হইতেছে, বিশেষতঃ ইউরোপীয়ানদিগের এক্ষণে যত বিদ্যা চাতুর্য্য, সংস্কৃত বিদ্যাই তাহার মূল হয়।

ঐ ইংরাজী পুস্তকে আরো লিখিয়াছেন। যে, " হিন্দুস্থানের প্রাচীন ঋষি ব্যাস, বশিষ্ঠ, ভৃগু, ভার্গব, পরাশর, জাবালি, পাতঞ্জল, গৌতম, সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, বৈশম্পায়ন, কণ, শাতাতপ জাতুকর্ণ, মার্কণ্ডেয়, অগস্ত্য, বামদেব, কাত্যায়ন, গর্গ প্রভৃতিরা পরমেশ্বরের বিনির্ম্মিত, বচনাতীত এই বিশ্বের সর্জ্জন, পালন, নিধনাদিকার্য্যের পরিচিন্তা করিতেন। এবং পরমেশ্বরের উপাসনায় নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া ঈশ্বরদত্তক্ষমতানুসারে ঈশ্বর কৃত সৃষ্ট্যাদিকার্য্যের সম্যক্ নিরূপণ করিয়াছিলেন। সেই সকলঋষিদিগের বিদ্যা বুদ্ধি ক্ষমতা ঈশ্বরানুগ্রহেই হইয়াছিল, তাঁহারা আপন আপন তপোবলে পরমেশ্বরের প্রিয়পাত্র হইয়া তত্ত্বরূপে পৃথিবীতলে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁহাদিগের ক্ষমতার দৃষ্টান্তস্থল পৃথিবীতে নাই। গ্রীকদেশীয় (টলেমি) নামক বিদ্বানকে ইউরোপীয়ানেরা জিয়োমেটরি ও আর্থমেটিক এবং আস্ট্রনমী বিদ্যাতে, যে অদ্বিতীয় বলেন, সে শুক্ত অজ্ঞানতার

কার্য্য। কেন না হিন্দুস্থানে গর্গপ্রভৃতি ঋষিরা এতদ্বিদ্যায় টলেমিহইতে যে কতবড় উচ্চছিলেন, এবং এসকল বিষয়ের যে কিরূপ সূক্ষ্মার্থ পরিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা বাক্যেও কহিয়া পর্য্যাপ্তি করা যায় না, ইউরোপীয়ানে সঙ্গীতবিদ্যায় (পিটাগোরাসকে) যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানিয়াছেন. কিন্তু তদপেক্ষা (জাতুকর্ণ ও কণ্ব) প্রভৃতি ঋষিরা যে কিরূপ সংগীত বিদ্যা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কদাপিও বক্তা দ্বারা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করা যায় না। এবং ঐ পিটাগোরাসও স্পর্শ করিতে পান নাই। তদপেক্ষা অধুনাতনকালেও হিন্দুস্থানে যে সকল রাগ রাগিণীসঞ্চারে সংগীতের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও ইউরোপীয়ানদিগের ধ্যানগোচরের বিষয়ীভূত নহে। শিল্পবিদ্যায় (আরকিমিডিজকে) যে অদ্বিতীয় বলেন, তদপেক্ষা পরাশর ঋষি যে কতগুণে উচ্চ ছিলেন তাহা কহিতে কাহারই সাধ্য নহে, এবং তৎকৃত পরাশরসংহিতাতে লিখিয়াছেন যে সজীব অজীব প্রভৃতি যন্ত্রদ্বারা মনুষ্যেরা তাবৎ কার্য্য অনায়াসে কৌশলে নিষ্পন্ন করিতে পারে। অপর কৃষিপরাশরসংহিতায় চাসের বিষয় জলপ্রবাহাদি বীজবপন, কেদার কর্ম্মপ্রভৃতি এবং উদ্যানকর্ম্মে বৃক্ষাদির রোগ নিরূপণ বৃক্ষের উপর বৃক্ষান্তরের সংযোজন অপুষ্প ফল বৃক্ষের পুষ্প ফলাদি করণের সম্যক্ সংকেত করিয়াছেন। ব্রহ্ম নিরূপণ বিষয়ে (প্লেটোকে) যে জ্ঞানি বলেন, তাহা হইতে বেদব্যাস যে কত বড় ছিলেন তাহা স্থূলবুদ্ধিগণেরা না বুঝিয়া প্লেটোকে প্রশংসা করিয়া থাকে (এরিসটটিলকে) তর্কশাস্ত্র বিষয়ে যে ইউরোপীয়ানেরা অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন, তদপেক্ষা গৌতমঋষি যে তর্কশাস্ত্রে কত বড় ক্ষমতা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন তাহা সামান্য জীবের অনুমানসিদ্ধ হয় না। যেহেতু তাঁহার তর্কের মধ্যে কোনক্রমেই প্রবেশ করা যায় না, সুতরাং হিন্দুস্থানীয়পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য বিষয়ে অন্যোন্যদেশীয় পণ্ডিতদিগেক গজের নিকট মশকরূপেও পরিগ্রহ করিবার যোগ্য নহে।

অপর মান্দ্রাজ ইঞ্জিনিয়র "কর্ণল কাল সাহেব" স্বকৃতপুস্তকে লিখিয়াছেন, যে ভারতবর্ষমধ্যে কুমারিকা অন্তরীপ অবধি গঙ্গা-

বলিয়া যে বিখ্যাত করে, তাহাতে বোধ হয় যে ইউরোপাদি দেশে প্রথম শিল্প প্রকাশক তিনিই থাকিবেন। অনুমান করি, বিশ্বকর্ম্মার কৃত শিল্পসংহিতার কোন অংশের কোন কোন শিল্প তিনি হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়া গিয়া ইউরোপাদি দেশে পরিচালন করিয়াছিলেন। সুতরাং আদি শিল্পীবর বলিয়া তদ্দেশজাত লোকেরা তাঁহার প্রশংসা অবশ্যই করিতে পারেন।

অপর।—"সর উলিয়ম জোনৃস সাহেব" আরো লিখিয়াছেন, যে হিন্দুদিগের পুরাবৃত্তে লেখে, যদ্রূপ দেবশিল্পীন্দ্র বিশ্বকর্ম্মা অগ্নি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া দেবতাদিগকে দিয়াছিলেন, তদ্দ্বারা দেবতারা অসুরদিগকে দগ্ধ করেন। তদ্রূপ বল্কেন সাহেবও অগ্নি অস্ত্র নির্ম্মাণ করিয়া পূর্ব্বে গ্রীকদিগকে প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে অনুভব করি, বল্কেন সাহেব উল্লিখিত বন্দুক কামানাদির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া থাকিবেন, তাহাতে বিশ্বকর্ম্মারকৃত অগ্নিবাণ বলিয়া বোধ হয় না।

লার্ড হিস্‌টিংস্ সাহেবের অনুমতিতে (হালহেড সাহেব) যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতেও এ বিষয়ের প্রামাণ্য হইয়াছে।

"গ্রীক্‌দেশীয় আলেকজেণ্ডর সাহেব, যাহাকে মুসলমানেরা ছেকন্দর সাহা বলিয়া থাকে, তিনি যৎকালে এই হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, ন্যূনাতিরেক যাহা হউক (২০০০) সহস্র বৎসর গত হইয়া থাকিবেক, তৎকালে মহারাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী ভর্ত্তৃহরি, অথবা রাজা বিক্রমাদিত্যই বা হউক্ এ দেশের সম্রাট রাজা ছিলেন, ক্ষত্রিয়বংশপ্রসূত পরশুরাম নামক তাঁহাদিগের একজন সৈন্য নায়ক ছিলেন। গ্রীকেরা বিকৃত উচ্চারণ দ্বারা তাঁহাকে (পোরোশ) বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন। সেই রাজা পরশুরাম সিন্ধুনদীর পরপারাবধি যত যবন রাজ্য আছে তাহার পরিপালন করিতেন। তাঁহার রাজধানীর নাম গান্ধার, একণে যবনেরা (কান্দেহার) বলে। প্রথম আক্রমণ কালে আলেকজেণ্ডরের সৈন্য সহিত তাঁহার সৈন্যেরই ঘোরতর সংগ্রাম হয়, সে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া আলেকজেণ্ডর স্বদেশাভিমুখে

গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে গিয়া স্বীয় সম্ভ্রম রক্ষার্থে ব্যক্ত করেন, যে হিন্দুস্থান অতি উষ্ণদেশ, তদ্দেশে গ্রীষ্মাতিশয় প্রযুক্ত আমার সৈন্যেরা স্থির থাকিতে পারিল না, একারণ ফিরিয়া আইলাম। বিশেষতঃ তদ্দেশ রক্ষক ক্ষত্রিয় রাজা পোরোশ অত্যন্ত যোদ্ধা, সংগ্রাম কৌশলজ্ঞ ভাল, একারণ তাহার যুদ্ধে পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে পুরস্কারস্বরূপ হিন্দুস্থান প্রদান করিয়া আসিয়াছি, ফলিতার্থ আলেকজেণ্ডরের এবাক্যকে যথার্থ বলিয়া বোধ হয় না, তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিজ্ঞানুসারে বোধ হইতেছে, যে তাঁহার হিন্দুস্থান জয় করা কখনই হয় নাই, যে কালে হিন্দুস্থান জয়ার্থে যাত্রা করেন, সেইকালে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে আমার জয়পতাকা সকলদেশেই উড্ডীয়মানা হইবেক, ইহাতে যখন পোরাশকে জয় করিয়া পতাকা না উড়াইয়া তাহাকে স্বাধীন রাখিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছেন, তখন হিন্দুস্থানে তাঁহার পরাজয় বিষয়ে এই বাক্যই সাক্ষ্য প্রদান করিয়াছে, ইহাতে সংশয় কি? এবং প্রকারান্তর ব্যাখ্যাতে তিনি আপনিই একপ্রকার ব্যক্ত করিয়াছেন, যে আমার হিন্দুস্থান জয় করা হয় নাই, ইহা কেবল তিনি বাক্যেই যে কহিয়াছিলেন এমত নহে, স্বকৃত পুস্তকেও লিখিয়া গিয়াছেন, যে পোরোশের সৈন্যেরা প্রগাঢ় যোধি, যুদ্ধকালে পোরোশের ধনুঃ সজ্জিত তীরের মুখ হইতে এত অগ্নি বাহির হইয়াছিল, যে আমাদিগের সহস্র সহস্র কামানেও তত অগ্নির জ্যোতি নির্গত হয় নাই, সেই শরাগ্নিতে সমস্ত বারুদ জ্বলিয়া গিয়াছিল। সুতরাং তাঁহার এবাক্যে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছে, যে তিনি এ দেশে পরাজয় পাইয়া পলাইয়া গিয়াছিলেন। এতদুপলক্ষে আরো কহিয়াছিলেন, যে এক্ষণে ক্ষত্রিয় সকল হীন বল হইয়াছে, ইহাতেও আমার এতাদৃশ অবস্থার ঘটনা হইল, যৎকালে ক্ষত্রিয় বংশ বলিষ্ঠ ছিল, তৎকালে যে কি রূপ তাহারা যুদ্ধ করিত ইহা বুদ্ধিদ্বারা গম্য করা যায় না।

এই কথা লার্ড হিংসটিংস সাহেবও আমুক্তকণ্ঠে কহিতেন, যাহারা ধনুর্ব্বাণের যুদ্ধ ভাল শিক্ষা করিয়াছিল, তাহারা কামান বন্দুককে অস্ত্রসংখ্যার মধ্যে কখনই গণ্য করেন নাই।

হিন্দুস্থানীয় ধর্ম্মবিষয়ক প্রমাণ, অতি অল্পদিন হইল (ডাক্তর উইলিসন্) স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন, যে হিন্দুস্থানের ধর্ম্মদৃষ্টান্তে ইউরোপাদি সমস্ত দেশে ধর্ম্মপ্রথা প্রচারিতা হইয়াছে। ডকতর উইলসন সাহেব ইহা নিঃসন্দেহে ধৃত করিয়া বিষ্ণুপুরাণাদির অনুবাদিত পুস্তকের ভূমিকায় ৮৯ পৃষ্ঠায় ইংলণ্ডীয় ভাষায় লিখিয়াছেন।

"গ্রীক্ ও রোমাদি দেশে এক্ষণে ধর্ম্মানুষ্ঠান বিষয়ক যে প্রথা প্রচলিতা আছে, তাহা সমুদায়ই হিন্দুস্থানের ধর্ম্মের অনুরূপ হয়, অর্থাৎ তদ্দৃষ্টে বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা যে ধর্ম্ম কথার সংগ্রহ করিয়া লইয়াছে, ইহার প্রমাণ অনেক প্রাপ্ত হওয়া যায়, অতি অল্পদিন হইল যিশু খ্রীষ্টের জন্মের অনেক পূর্ব্বে হিন্দুস্থানের বাণিজ্যার্থে আলেকজেণ্ডর কর্ত্তৃক মিশরদেশে এক নগর স্থাপিত হয়, তথা হইতে নানা দ্রব্য ক্রয় বিক্রয়াদি হইত এবং ইউরোপাদিদেশীয় লোকেরা ঐ স্থান হইতেই হিন্দুস্থানীয় লোকের নিকট ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম শাস্ত্রের উপদেশানুসারে একং প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র রচনা করিয়া আপনআপন দেশে প্রকাশ করে। এই উইলসন সাহেবের লিপির সহিত মারিষ ও হালহেড্ সাহেবের লিপির ঐক্য হওয়াতে প্রতীতি হয়, যে ইউরোপাদিদেশে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা পূর্ব্বকালে ছিল না। উল্লিখিত উইলসন সাহেবের পুস্তকে আরও এক আশ্চর্য্য আখ্যায়িকা আছে।

"গ্রীক্ দেশীয় (এমনিয়স্) নামা কোন ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও ঈশ্বরোপাসনার্থ তত্ত্বজ্ঞানানুষ্ঠান এবং যোগশাস্ত্র, যাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রিয়গণকে এককালে নিস্তেজ করিতে পারা যায়, ইত্যাদি হিন্দুস্থান হইতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং তদ্বিদ্যা স্বদেশে ব্যাপ্ত করিবার কারণ বহুতর শিষ্য ওকরিয়াছিলেন। সেই সকল শিষ্যের মধ্যে (ইপিফিণিয়স্ ও ইউসিবিয়স) এই দুই জন তাঁহার প্রধান শিষ্য। তাহারা সর্ব্বত্রে প্রকাশ করিত যে ঐন্দ্রজাল ও যোগশাস্ত্রাদি আপন বুদ্ধিবলে আমরা প্রকাশ করতঃ পরিচালন করিতেছি। এতৎ বক্তৃতা শ্রবণে (সিডিএনস্) নামে কোন এক ব্যক্তি উহাদিগকে কহে, যে উল্লি-

খিত বিষয় তোমরা স্বীয় বুদ্ধি বলে প্রকাশ করিয়াছি বলিয়া যে স্পর্দ্ধাকর, তন্নিমিত্ত তোমাদিগকে শাস্ত্রতস্কর বলিতে কোন সঙ্কোচ হয়না। যেহেতু হিন্দুস্থান ব্যতীত এসমস্ত দেশে এসকল বিদ্যার কোনকালেই প্রকাশ নাই, যাহারা হিন্দুলোকের সহিত আলাপ করেনাই, তাহারাই তোমাদিগের অশিষ্ট বাক্যের প্রতি বিশ্বাস করিবে?।

হিন্দুস্থান অতি প্রাচীন দেশ, অতএব এসমস্ত ফলদ বিষয় সেই দেশেই চিরকাল প্রচলিত আছে। অনুভব করি হিন্দুস্থানীয় কোন মহাত্মার নিকট শিক্ষা করিয়া অস্মদ্দেশে আমরা নূতন প্রচারক বলিয়া পরিচিত হইতেছ, বিশেষতঃ তোমাদিগের উপাচার্য্য (এমনিয়স) এই যোগাভ্যাসাদির অনুষ্ঠান শিক্ষাকরাইবার কালে অন্যান্য শিষ্যদিগের সমক্ষে অনেক প্রশংসা করিয়া কহিয়াছিলেন, যে এই যোগাভ্যাস করিলে মনুষ্যমাত্র প্রায় ইহজন্মেই মুক্ত পুরুষ হয়, তাহাতে দেহাবসানে যে মুক্তিপদ লাভ করিবে তাহার সন্দেহ নাই। এই সকল উপাসনাকাণ্ড পৃথিবীর মধ্যে কেবল হিন্দুস্থানেই প্রচলিত আছে, তদ্ভিন্ন আর কোনদেশে ইহার প্রচার নাই।"

প্রায় (১৩০০ কি ১৪০০) বৎসরগত এই প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎকালের পুস্তক দৃষ্টে উইলসন্ সাহেব স্বকৃত পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। এবং ঐ পুস্তক মধ্যে আরও এক অপূর্ব্ব দৃষ্টান্তের সহিত এক আখ্যায়িকা লিখিয়াছেন, বাইবেল পুস্তকে পরমেশ্বরের তুষ্ট্যর্থে অর্চনা বা স্তবাদি কিছুমাত্র নাই, এক্ষণে মিশনরিরা যে স্তবাদি প্রকাশ করেন, তাহা হিন্দুশাস্ত্রের অনুবাদ, একারণ উক্ত সাহেব লেখেন।

"ক্রাইষ্টের জন্মের পর (৪০০) বৎসরান্তে (সাইনিসিয়স) নামে এক জন প্রধান পাদরিসাহেব, পরমেশ্বরের এক স্তব রচনা করেন্ তৎকালে সকলে তাঁহারইকৃত বলিত,কিন্তু সেই স্তব তাঁহার কৃত নহে, বিষ্ণু পুরাণোক্ত ভগবান্ বিষ্ণুর স্তবের অনুবাদ হয়। তদ্দৃষ্টে তাঁহার ধূর্ত্ততা প্রকাশ করিবার নিমিত্ত ফরাশিশদেশীয় (টনু কুইটিল ডিউপেরণ) নামে কোন বিদ্বান ফরাশিশ সাহেব,

তিনি সংস্কৃত উপনিষৎ সংহিতার অনুবাদ করতঃ ফরাশিশ ভাষায় এক পুস্তক রচনা করেন। সেই ফরাশিশ সাহেব স্বকৃত পুস্তকের ভূমিকায় উল্লিখিত (শাই নিসিয়স্) পাদরির কৃত ইংলণ্ডীয় ভাষায় ঈশ্বরের স্তব, আর বিষ্ণু পুরাণীয় বিষ্ণুর স্তব, এতৎ স্তবদ্বয়ের অনুবাদ করিয়া এক স্থানে রাখিয়া সর্ব্ব সাধারণকে দেখাইয়াছেন, ঐ উক্ত পাদরি সাহেব আপন সাধুতা জানাইতে যে স্তব করেন, সে স্তব বিষ্ণুপুরাণীয় বিষ্ণুর স্তবের অনুবাদ হয়, কখনই তাঁহার রচিত স্তব নহে। শুদ্ধ প্রতারণা পূর্ব্বক বাক্যে লোকের মন ভুলাইয়া ছিলেন এইমাত্র। অতএব এক্ষণকার পাদরি মহাশয় দিগকে জানাইতেছি, যে বাইবেল পুস্তকে ঈশ্বরের তুষ্ট্যর্থে বিশেষ কোন স্তবাদি নাই।,,

এবং অতি অল্পদিন গত লার্ড হিস্টিংস সাহেব, যিনি অতি বিচক্ষণ, সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি সকলের সমক্ষেই আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেন, যে,, এই পৃথিবীতলে যত জাতীয় শাস্ত্র থাকুক্ কিন্তু সংস্কৃত শাস্ত্র ও ভগবদ্গীতার তুল্য কোন গ্রন্থ নাই, এই ধরণী মণ্ডলে কত কত জাতীয় মনুষ্য রাজা হইয়া গিয়াছে, ও হইবে এবং কত কত রাজাও ধরণীতলে শয়ন করিবেক, কিন্তু ঐ ভগবদ্গীতা চিরকাল পর্য্যন্ত প্রদীপ্ত রূপে সুজীবিত থাকিবেক, বাইবেল প্রভৃতি যত ধর্ম্ম পুস্তক থাকুক সে সকল পুস্তকের আদি ভগবদ্গীতা হয়। অর্থাৎ উহার ভাবাবলম্বন করিয়াই অন্যান্য দেশীয়েরা উপাসনা বিষয়ের পুস্তক রচনা করিয়া লইয়াছে।,,

নব্য এবং প্রাচীন সুভব্য ইউরোপীয় প্রধান২ পণ্ডিতদিগের কৃত পুস্তকের প্রমাণ দৃষ্টে সংস্কৃত শাস্ত্রই যে সকল শাস্ত্রের আদি, ইহা স্পষ্টরূপ প্রতীয়মান হইয়াছে। অতএব বৎস বিষয়ানন্দ! এতদ্দেশজাত হিন্দুবালক দিগের স্বজাতীয় ধর্ম্ম রক্ষার্থে যত্ন পর হইয়া বিদ্যাভ্যাস করা অত্যন্ত আবশ্যক কর্ম্ম হয়। স্বশাস্ত্র পরিত্যাগ করতঃ অন্যান্য অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিলে বিশেষ ধর্ম্ম অনুপকার হয়। বৈদিকী ভাষা অতি পবিত্রা, একারণ তাহাকে সংস্কৃতা বলে। সুতরাং উপদেশ করিতেছি, যে পবিত্র ভাষ

ত্যাগ করিয়া অপবিত্র ভাষাই যে একান্ত অভ্যাস করিবে এমত অযোগ্য শাসন করিলে বালকদিগকে ধর্ম্ম বহিষ্কৃত করা হয়। সংস্কৃত ভাষা দেব ভাষা, আদি সৃষ্টিতে ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রকাশিতা হইয়াছে, ঐ ভাষাতেই স্তবাদি করিয়া ভগবদ্ভজনা করিলে ভগবানের আশু অনুকম্পা হয়, ইহা অনুভব সিদ্ধ আছে।

এই জ্ঞান সৌদামিনী পুস্তকের প্রথম খণ্ডে এই উপদেশ করা হইল, অর্থাৎ অক্ষরাদির উৎপত্তি, এবং অক্ষরাবয়বের প্রসঙ্গে হলস্বর স্বরূপ বর্ণমালা গ্রন্থন পূর্ব্বক মিলিত বর্ণ সকলের যেরূপ গঠন, ও যথা ধর্ম্মের ব্যবস্থা খণ্ডাতরাদিতে পৃথিবী সংস্থা ও পুরাবৃত্তানুসন্ধানে রাজবৃত্তাদির কথন এবং সংক্ষেপত গৃহস্থ ধর্ম্মের উপদেশ করা যাইবেক। ইতি

সমাপ্তশ্চায়ং প্রথমখণ্ডঃ।

শকাব্দাঃ ১৭৮৫।